বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালা—১ম গ্রন্থ

গ্রন্থাগার

(LIBRARY)

কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
. কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৪৪
দুই টাকা

প্রিণ্টার শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭ জি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভূমিকা

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বংগদেশে গ্রন্থাগার বিদ্যা প্রবর্ত্তনের ও প্রসারের ভার লইয়াছেন। গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্বন্ধে ইংরাজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় পুস্তকের অভাব নাই; গ্রন্থাগার পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেরা স্বাধীনভাবে এবং নিজ নিজ দেশের গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে এই বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে কোনো কোনো গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ ইংরাজীতে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় কিছু কিছু পুস্তক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ভারতীয় কোনো ভাষায় এখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা বিশেষ কিছু হয় নাই। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বংগভাষায় এই অভাব পূরণ করিবার দায়ীত্ব গ্রহণ করিতেছেন। অবশ্য, একাজ শুধু বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরই নহে; গ্রন্থাগার পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও উৎসাহী ব্যক্তিদিগের সাহায্য ব্যতীত পরিষদের পক্ষে এই উদ্দেশ্য সার্থক করা কঠিন হইবে। আমরা আশা করি, এই সুকঠিন উদ্দেশ্য সাধনে সকলে সমভাবে যত্নবান্ হইবেন।

আমাদের প্রথম পুস্তক "গ্রন্থাগার" প্রকাশিত হইল। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ণধার, এবং তিনিই বংগদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকই যে আমাদের প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম, ইহা পরিষদের সুখের ও সৌভাগ্যের কথা। আমরা আশা করি এই পুস্তক আমাদের বংগদেশের গ্রন্থাগারিকদের নিকট এবং জনসাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু রচিত "গ্রন্থ-তালিকা" আমাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিত "দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার" তৃতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
গ্রন্থমালা-সম্পাদক, বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

নিবেদন

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমি যেসব বক্তৃতা দিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশই "ভারতবর্ষ", "প্রবাসী", "বিচিত্রা", "উদয়ন", "চিত্রালী", "প্রবর্ত্তক", "বাঙ্গলার কথা","দৈনিক বসুমতী","আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনেকেই অনেকবার অনুরোধ করেন। নানা-কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন আমার পক্ষে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আমার পরম স্নেহাপদ শ্রীমান্ তিনকড়ি দত্ত বক্তৃতাগুলি একত্রিত করিয়া গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। যদি এই পুস্তক প্রকাশ দ্বারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিছু সুবিধা হয় আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। তবে তাড়াতাড়ির জন্য স্থানে স্থানে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে সেগুলির জন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

পুস্তকে যে সব ছবি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই আমেরিক্যান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, লাইব্রেরী এসেসিয়েসন, লণ্ডন, ন্যাসন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, গ্লাসগো লাইব্রেরী, সেণ্টলুই পাবলিক লাইব্রেরী, লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে; সেগুলির জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। যে সকল মাসিক পত্রে আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকেরই কর্ত্তৃপক্ষগণ

এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্[illegible] মহাশয় তাঁহাদের ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের নিকটে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঁশবেড়িয়া,
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়

নির্ঘণ্ট

সূচিপত্র

THE GOVERNOR OF FORT WILLIAM · IN BENGAL ·

GOVERNMENT HOUSE,
CALCUTTA

The 11th August 1935

I wish the movement for the encouragement of sound reading through organised and controlled libraries all success.

John Anderson

Governor of Bengal

গ্রন্থাগারের সংস্কার

আপনারা যে আমাকে এই অতুল সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি দ্বিধা সহকারেই এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল গতানুগতিক ভদ্রতার খাতিরে আমি এই কথা বলিতেছি না,—আমি গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষজ্ঞও নহি। জনার্দ্দন কুদলকার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে সেই পদে নির্ব্বাচিত করিলেই সঙ্গত হইত। যাহা হউক, আপনাদের সহযোগিতায় আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই আমাদের মিঃ বোর্ডেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ১৯১০ সনে তিনি বরোদা রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি বরোদা রাজ্যে বহু নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমান পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারিক শিক্ষার ক্লাশ খুলেন। বরোদারাজ্যের গ্রন্থাগার সমূহের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক মিঃ নিউটন মোহন দত্ত বিলাতে শয্যাশায়ী; তিনি সত্বর নিরাময় হউন, ইহাই আমাদের কামনা।*

আন্দোলনের শৈশবাবস্থা

পঁচিশ বৎসরও হয় নাই ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ধরিতে গেলে বরোদা রাজ্যেই ইহার জন্ম। গাইকোয়াড়

* ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিউটনমোহন দত্ত বিলাতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। বৃটিশ ভারতে ইহার প্রসার খুব সহজে এবং দ্রুতবেগে হয় নাই। বাঙ্গলাদেশ এ সম্বন্ধে বহুদিনই উদাসীন ছিল। এই'ত সেদিন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমার জন্মস্থান হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মিলনের অধিবেশন হয়।



জনার্দ্দন কুদলকার

ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনও বহুদিনের নহে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজেই বরোদার মিঃ কুদলকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পর বহু কৃতবিদ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সভাপতিত্বে উপর্য্যুপরি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি অধিবেশন

হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এইরূপ সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে অনেকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

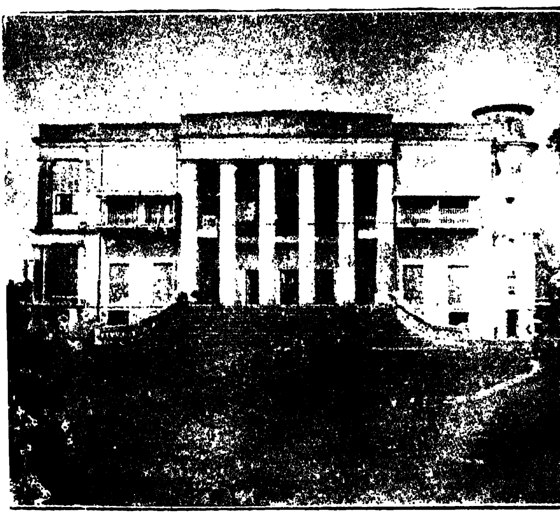
তথাপি এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এখনও শৈশবকাল। ইহার উন্নতিকল্পে এখনও অনেক কাজ করিবার আছে। এ সম্বন্ধে অন্ধ্রদেশে



নিউটনমোহন দত্ত

যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ জনপ্রিয় করিবার জন্য সেখানে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য করা হয়। এ বিষয়ে একখানি তেলেগু সাময়িক পত্র তাহারা বেশ চালাইতেছেন।

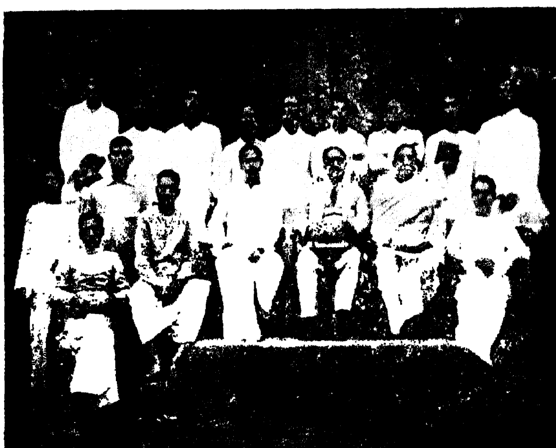
মান্দ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও বেশ ভাল কাজ করিতেছে। পাঞ্জাবে যে লাইব্রেরী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার তত্ত্বধানে একখানি ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলায় ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় লাইব্রেরী এসোসিয়েশন আনুষঙ্গিক প্রদর্শনীসহ ৪টী সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করিয়াছে। ১৯৩৩ সনে ভারতীয় লাইব্রেরী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গলার দান নিতান্ত সামান্য নহে!



উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

বরোদা পুস্তকালয় সহায়ক সহকারী মণ্ডল কেবল যে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে, নানা বিষয়ে নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশ করিয়া উহা জ্ঞান বিস্তারের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

এই আন্দোলন সম্পর্কে নিখিল এশিয়া শিক্ষা-সম্মেলনের গ্রন্থাগার শাখার যে অধিবেশন ১৯২৯ সনে বারাণসীতে হইয়াছিল, তাহাতে নিউটনমোহন দত্তের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ পঠিত হয় ও বিস্তৃত আলোচনা হয়। সুখের বিষয় যে, এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সকলে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাকারিকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য

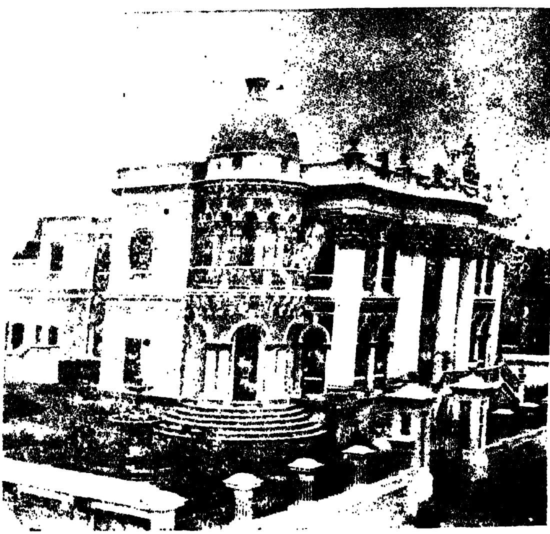


বাঁশবেড়িয়ায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র

নিয়মিত ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোনও ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তবে পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা বাঁশবেড়িয়াতে এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেখিয়াছি যে, এই সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহান্বিত আছেন।

অতীত ও বর্ত্তমান

অতীত কালের গ্রন্থাগারের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের গ্রন্থাগারের পার্থক্য অনেক। সেকালে পুস্তকের সংখ্যা অধিক ছিল না, পাঠকের সংখ্যাও খুব কম ছিল। নানা কারণে সেকালে সকলকে পুস্তক পাঠ করিবার অধিকার



চন্দননগর পুস্তকাগার
নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে অবস্থিত

দেওয়া হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ছাপাখানার দৌলতে যে কোনও দেশেই পুস্তকের সংখ্যা অপরিমিত—পুস্তক পাঠে আজ কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। বরং অধিকতর

সংখ্যক লোককে যাহাতে পুস্তক পাঠ করিতে প্ররোচিত করা যায়, গ্রন্থাগার সমূহ যাহাতে ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে, তাহাই এখন প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।



শ্রীরামপুর সাধারণ গ্রন্থাগার

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হলে অবস্থিত

সুতরাং আজ গ্রন্থাগারকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মত চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধারণের সেবা করিতে না পারিলে কোনও প্রতিষ্ঠানই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। সেবা করিবার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বুদ্ধি। নিজের যাহা নাই তাহা অপরকে দেওয়া যায় না।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দাতা ও গ্রহীতার তুলনা চলিতে পারে। এখানে গ্রহীতা পাঠক, দাতা গ্রন্থাগারিকের দেয় গ্রন্থ। দিবার জন্য গ্রন্থাগারিকের যদি গ্রন্থই না থাকে তবে গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইতে পারে না। তবে এ সম্বন্ধে অসুবিধাও অনেক। বর্ত্তমানে পুস্তকের সংখ্যা অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিক সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা কোনও গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই সম্ভব নহে।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

পুস্তকের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উহাদের ঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা এবং পাঠকদের মধ্যে উহার বিতরণ করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করা, উহা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস করা, শ্রেণী বিভাগ করা ইত্যাদি কার্য্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন করা সহজ নহে। অন্যান্য যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের মতই ইহাও শিক্ষাসাপেক্ষ। —

এইরূপ দুরবস্থা ও অব্যবস্থার জন্যই এ দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আর শৈথিল্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। এই আন্দোলনের প্রচার ও সাফল্যের জন্য সকলেরই এখন অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই এ দেশের সর্ব্বত্র সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি সকল সহর ও গ্রামেই এক একটা করিয়া গ্রন্থাগার বা পাঠকেন্দ্র স্থাপন করেন, তবে তাহার দ্বারা সম্রাটের প্রতি উপযুক্ত সম্মানই প্রদর্শন করা হইবে। বস্তুতঃ দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কালে এই সমস্ত গ্রন্থাগার সংস্কৃতির এক একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া ঠিবে। ইহারা পল্লী ও সহরের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, দ্ধ ও যুবকদিগকে প্রত্যহ একত্র মিলিত হইবার সুবিধা প্রদান করিয়া, হাতি-গঠনের সহায়তা করিবে এবং ইহাদেরই প্রভাবে জনসাধারণের ধ্যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার হইতে থাকিবে। আমি আশা করি যে, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমার এই কথা কয়টী বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

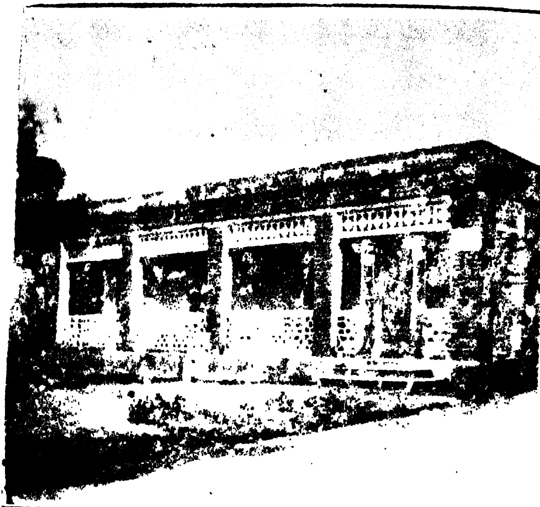
দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য

কেমন করিয়া আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে, তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহার প্রসারের পথে যে সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এ আন্দোলনের প্রধান বিঘ্ন—দেশবাসীর অজ্ঞতা; এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য, জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য আমাদিগকে দেশব্যাপী প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

অতি সতর্কতার কুফল

আর এক বাধা গ্রন্থাগারের কর্ম্মকর্ত্তাদের অতীব সতর্কতা। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, পুস্তক হারাইয়া যাইবার আশঙ্কায় কাহাকেও উহা বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। অনেক গ্রন্থাগারে কোনও কোনও পুস্তক কাহাকেও পড়িতে দেওয়া হয় না। এইরূপ অতিরিক্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইহার ফলে পাঠকগণ গ্রন্থাগারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন এবং অনেক পুস্তকই আলমারীর মধ্যে অব্যবহৃত ও অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাতে গ্রন্থাগারের যাহা

প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এইরূপ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।



কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার

আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে, গ্রন্থাগার স্থাপনা করিবার সময়ে অনেকেই তৎপ্রতি উৎসাহী থাকিলেও কালক্রমে একে একে প্রায় সকলেই সাক্ষাৎভাবে উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া যান এবং একা সম্পাদক বা গ্রন্থাগারিকের উপরই সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইহাও আন্দোলনের উন্নতির পরিপন্থী; ইহার ফলে গ্রন্থাগারসমূহ জনসমাজের সংশ্রবহীন নিষ্প্রাণ পুস্তক-সংগ্রহ হইয়া উঠে। এ

আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে সকলকেই ইহার উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

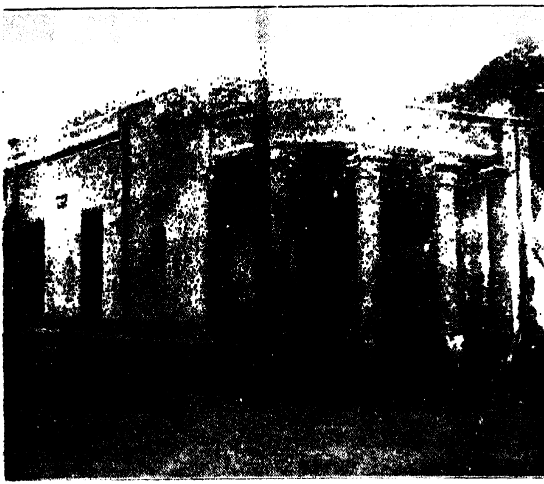
গ্রন্থাগার ভবন

গ্রন্থাগার সাধারণতঃ যে সমস্ত গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহা প্রায়ই গ্রন্থাগারের উপযোগী নহে। অন্যান্য জিনিসের মত গ্রন্থাগার স্থাপনেরও বিশেষ একটি পদ্ধতি আছে; বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত গৃহে স্থাপিত না হইলে প্রয়োজনানুরূপ উহার আয়তন বৃদ্ধি করা যায় না। গ্রন্থাগার ভবন নির্ম্মাণ করিবার সময় অনেকেই এ কথা বিস্মৃত হন। ফলে প্রয়োজন হইলে এবং পুস্তক বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলেও অনেক সময় গ্রন্থাগারের আয়তন বৃদ্ধি করা যায় না। আমি প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কর্ম্মকর্ত্তাকেই এ সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যত অল্প অর্থ লইয়াই গ্রন্থাগার স্থাপিত হউক না কেন, প্রয়োজনে উহার আয়তন যাহাতে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে প্রথম হইতেই যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়।

পরিচালনা নীতি

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রন্থাগার প্রকৃত জ্ঞানভাণ্ডার; দল বা শ্রেণী বিশেষের জন্য ইহা স্থাপিত হইলে ইহার উপকারিতা কমিয়া যায়, মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং জাতি, ধর্ম্ম, ও দল-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটই ইহার দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহাদের পরিচালনা ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান, সমাজ বা রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে যেন কোনও প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়। গ্রন্থাগার সমূহের উন্নতির

জন্য সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা আবশ্যক। জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিস্তারই গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে ইহাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।



মাহেশ সাধারণ গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার পরিচালনে কোনও প্রকার গোপনতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জনসাধারণের সেবাই ইহার কর্ম্মীগণের প্রধান লক্ষ্য হইবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনের একটী বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতি অনুসারে জগতের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত

ইতেছে। সুতরাং আমাদের দেশেও নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার ার্থচেষ্টা না করিয়া ঐ সব সুপরীক্ষিত পদ্ধতি অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থ সংগ্রহ

গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্ব্বাচন অতি কঠিন-কার্য্য। ইহারই উপর ্রন্থাগারের উপকারিতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। প্রায়ই দেখা ায় যে, অনেক গ্রন্থাগারই অপ্রয়োজনীয় পুস্তকে পূর্ণ থাকে, অথচ আবশ্যক মত পুস্তক সেখানে পাওয়া যায় না। আজকাল অনেক গ্রন্থাগারেই কেবল উপন্যাস ও ঐ জাতীয় তরল সাহিত্য দেখিতে পাওয়া ায়; ইহা অতীব আশঙ্কার বিষয়। কোনও জাতি কেবল উপন্যাস লইয়াই বাঁচিতে পারে না, তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্ব্বতোমুখী বিকাশের জন্য নানা প্রকার সৎসাহিত্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। উত্তম উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না। চিত্তবিনোদনে, চরিত্রগঠনে, সমাজ সংস্কারে ও জাতিগঠনে ইহার মূল্য আছে তাহা নিশ্চিত। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য উপন্যাস এইসব মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। গ্রন্থাগার—জ্ঞানপীঠ; উহাকে আমাদের পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। সেখানে অন্তঃসারশূন্য উপন্যাস যাহাতে স্থান না পাইতে পারে, সেদিকে আমাদের সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রতি গ্রন্থাগারে আবশ্যক মত প্রামাণিক গ্রন্থ রাখা উচিত। এরূপ পুস্তক না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানই গ্রন্থাগার পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। উপন্যাস না থাকিলেও গ্রন্থাগার চলিতে পারে; কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক প্রামাণিক গ্রন্থভিন্ন গ্রন্থাগার হয় না।

আইনের আবশ্যকতা

অন্যান্য বিষয়ের মত গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। বাঙ্গলায় আমি এইরূপ একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া-

ছিলাম ; কিন্তু সরকারের সম্মতি না পাওয়ায় উহা ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, সুখের কথা এই যে, বাঙ্গলায় আমরা স্বায়ত্তশাসনমূলক আইন সমূহের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গ্রন্থাগার সমূহকে অর্থসাহায্য করা আইনসঙ্গত করিতে পারিয়াছি।



বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি গ্রন্থাগার

ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা

দুঃখের বিষয়, ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এই আন্দোলনের প্রসারকল্পে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন এখনও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলি যদি পরস্পরকে পুস্তক

ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারই তাহাতে উপকৃত হয়। আশা করি যে, এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষগণ অচিরে অবহিত হইবেন। গ্রন্থাগার সমূহের আর একটী কর্তব্য শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিশু-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া রাখা।

কারাগারের বন্দীদিগকে এবং হাসপাতালের রোগীদিগকে পুস্তক সরবরাহ করিবার চেষ্টা করাও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী বর্তমানে রাজবন্দীদিগকে পুস্তক ধার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর বন্দীগণ এইরূপ সুবিধা পায় না। যাহাতে এই অসুবিধা দূর হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার সমূহের সহযোগিতা খুবই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের উপরই দেশের শিক্ষা বিস্তার বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আমি গ্রন্থাগারকে সত্য সত্যই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া মনে করি। গ্রন্থাগার উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে এখানেই ছোট বড়, ধনী-নির্ধন সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় সাধন করিতে পারে এবং উহারই ফলে সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়াই আমাদের দেশের অজ্ঞতা দূর হইবে, সকল শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হইবে, জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবে।

এই উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র ; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আপনারা সমবেতভাবে চেষ্টা করিবেন—ইহাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

(মান্দ্রাজ সহরে ২য় নিখিলভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ)

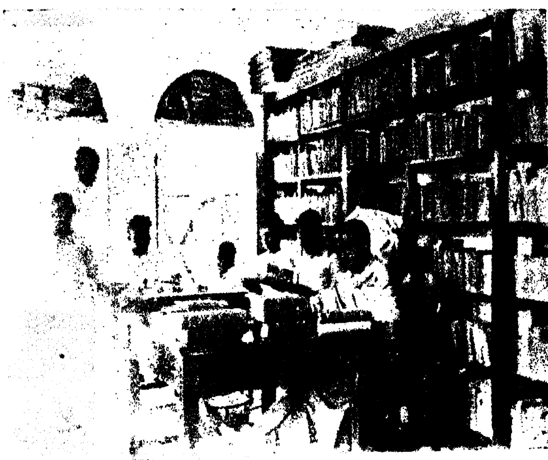
গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার

এগার বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন প্রথম হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মেলন আহ্বান করি তখন ভাবিতে পারি নাই যে মাঝে মাঝে আমরা এই ভাবে সম্মিলিত হইতে পারিব। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষেই হউক, বা আর কোন কারণেই হউক, প্রথম উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। এ ক্ষেত্রে যে তাহা ঘটে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে আশার ও আনন্দের কথা।

১৯২৫ সনের ৮ই ও ৯ই মে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়ায় বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার-আন্দোলন আরব্ধ হয়। সেই সময় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয়। হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত হয়; ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রন্থাগার এই সমিতির সহিত সংযুক্ত হয়। আমাদের দ্বিতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় উত্তরপাড়ায়—সারস্বত-সম্মেলনের আহ্বানে। তৃতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় চন্দননগরে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে। তৎপরবর্ত্তী অধিবেশন হয় আবার বাঁশবেড়িয়ায়; তাহার পরের সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় শ্রীরামপুর রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী হলে। এই সকল সম্মেলন ও প্রদর্শনী গ্রন্থাগার-সমিতির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

দেশে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই দারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে আন্দোলনের প্রসার আশানুরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সরকার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বহুদিন উদাসীন ছিলেন। আন্দোলনের ফলে

সে ভাব কিছু কিছু কাটিতেছে। জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড পুর্ব্বে গ্রন্থাগারে অর্থসাহায্য করিতে পারিতেন না, আইনগত বাধা ছিল। সংশোধিত আইন দ্বারা সে সব বাধা দূর করা হইয়াছে। এখন জেলা-বোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ড তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে যথাশক্তি



প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গ্রন্থাগার

সাহায্য করিতে পারিতেছেন। বাংলা দেশে হুগলী জেলাবোর্ডই এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। আর এই জেলার গোপাট ইউনিয়ান বোর্ড সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে সাহায্য দান প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

বাংলা দেশে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষার সুব্যবস্থা

আছে, বাংলা দেশে তাহার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সরকারও একেবারে উদাসীন ছিলেন। এই ঔদাসীন্য ঘুচাইবার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা বলেন যে এখানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা নাই। চাহিদা আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৩৪ সনে আমরা



কে, এম্‌, আসাদুল্লা (খান বাহাদুর)

বাঁশবেড়িয়ায় নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের লইয়া একটি শিক্ষা-কেন্দ্র খুলি। তাহাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীর অভাব নাই। সে কেন্দ্রে শিক্ষার ভার লন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। তিনি সেই সময় বড়োদা ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসেন।



বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী : [illegible] বিভাগ : পশ্চাতে পুস্তকাধার

তখনও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন নাই। যদিও অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী এই কেন্দ্রে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ও ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লা এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন, তথাপি প্রমীলবাবুর সাহায্য না পাইলে আমরা এই শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে পারিতাম না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের সাফল্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লার চেষ্টায় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছয় মাসের জন্য খোলা হয়। তাহার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আমরা প্রমীলবাবুকে দিয়া আরও একটা দরকারী কাজ করাইয়া লইয়াছি। আমাদের জেলার সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমায় যত গ্রন্থাগার আছে—সাধারণ গ্রন্থাগার হউক আর স্কুল-কলেজ-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারই হউক—তিনি স্বয়ং সেগুলি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সাধনের সহজ উপায় তাঁহার বিবরণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেসব স্থানের কর্ম্মীদিগকে গ্রন্থাগার পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। গ্রন্থাগারগুলিকে জনপ্রিয় করিতে হইলে পুস্তকের অবাধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অন্ততপক্ষে দরকারী বই যাহাতে বিনা-চাঁদায় পাঠককে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। যাহাতে ছাত্রেরা গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট হয় ও তাহাদের পাঠের আগ্রহ বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বিলাতের কাউন্টি লাইব্রেরী সার্ভিসের মত জেলাবোর্ডের মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন-দেনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।



বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী : পশ্চাতে পুস্তকাগার, সম্মুখে পুস্তক লেন দেন বিভাগ

এই লেন-দেনের ফলে একই পুস্তক দোকর-তেকর খরিদ বন্ধ হইয়া সেই টাকায় নূতন নূতন পুস্তক কেনা চলিতে পারিবে। ইহাতে অন্য অনেক রকম সুবিধা আছে।



দশভুজা সাহিত্য-মন্দির—মানকুণ্ডু

* অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে শিক্ষিত কারাবন্দীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। তাঁহারা কারাগারে পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন। কেবল হুগলীতে নয়, অন্য কারাগারেও পুস্তকের চাহিদা পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন করা গিয়াছিল—এবার তাহার কিছু ফল ফলিয়াছে। সরকার জেলখানায় গ্রন্থাগার স্থাপন করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সেজন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও

আমাদের কাছেও পুস্তকের সাহায্য চাহিয়াছেন। আশা করি যাহার যেরূপ সাধ্য পুরাতন পুস্তক বা পত্রিকা সংগ্রহ দ্বারা বন্দীদের পুস্তকপাঠে সাহায্য করিয়া তাহাদের কারাক্লেশ অনেকটা লাঘব করিতে চেষ্টা করিবেন।



বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার—দেওয়ালে বুলেটিন বোর্ড ও পশ্চাতে কার্ড কাটালগ দেখা যাইতেছে

আর এক কথা। আমাদের দেশে শিশু-পাঠাগারের বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্কুলসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে একটি শিশু-বিভাগ খুলিয়াছি—তাহার পরিচালনার ভার শিশুদের হাতে অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল অনেকটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিভাগ খুলিবার পর শিশুদের পুস্তকপাঠে অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছে। স্কুলে ধরাবাঁধা নিয়মে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হয়। পড়াশোনা কতকটা বাধ্য হইয়া করিতে হয় বলিয়া প্রকৃত পাঠানুরাগ জন্মে না।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক ভাবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষিত করা হয়। যে-সকল গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত গ্রন্থ রক্ষিত হয় সেগুলির জন্যও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এমন কি হাসপাতালের গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক ভাবে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত ও নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালের গ্রন্থাগারিক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক রোগীর উপযোগী পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকেন। সব পুস্তক সকল রোগীর পক্ষে উপযোগী নহে। রোগীর মনের উপর পুস্তকের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেজন্য মানসিক অবস্থা বুঝিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হয়। কোন পুস্তকে সাময়িক উত্তেজনা বর্দ্ধন করে, আবার কোন পুস্তক রোগীকে শক্তি দান করে, কোন পুস্তকপাঠে অবসাদ আনিয়া দেয়, কোনটি আবার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। কাজেই গ্রন্থগারিককে পুস্তক-নির্ব্বাচনে অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে গিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য পুস্তক বা সাময়িক পত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রোগীদের দীর্ঘ অবসর কাটাইবার জন্য হাসপাতালে চিত্তবিনোদক সৎসাহিত্যের আমদানী করার আবশ্যক হইয়াছে। তাহাতে রোগীর শরীর ও মন দুইই ভাল থাকিবে এবং আরোগ্যের পথও সুগম হইতে পারে। আমরা সেই উদ্দেশ্যে হাসপাতালে রাখিবার জন্য পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। আশা করি হৃদয়বান লোকের সাহায্যে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

(রাজবলহাটে অনুষ্ঠিত সপ্তম হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ)

গ্রন্থাগার ও জাতীয় শিক্ষা

হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই পবিত্র কেন্দ্র গয়াধামে গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার অধিকার পাইয়া আজ আমি অতিশয় গৌরব অনুভব করিতেছি। জগতের এক শ্রেষ্ঠ মহামানবের আবির্ভাবে এই স্থান ধন্য হইয়াছে। বোধিসত্ত্বমূলে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধদেব যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ভারতবর্ষে নয়, দিগদিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পূত আবহাওয়ার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। জ্ঞানজ্যোতিঃ এই কেন্দ্র হইতে বিহার প্রদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অশেষ কল্যানের আকর হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যতার এক আদিম কেন্দ্র। জ্ঞানই সভ্যতার পরিমাপক, গ্রন্থাগার হইতেছে সেই জ্ঞান প্রচারের প্রধান যন্ত্র। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতির নানা কেন্দ্রে বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ বিহারের বাহুল্য হেতু এই প্রদেশের নাম হইয়াছে বিহার। বৌদ্ধ সংস্কৃতির জ্ঞানসম্ভার এই সব বিহারে সংরক্ষিত হইত। বিশ্ববিশ্রুত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট "রত্নদধি" নামক নবমতল অট্টালিকায় সহস্র সহস্র হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত ছিল। নালান্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্ন পথে চলিয়াছে। সেকালের

গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বিত হইত এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। পুস্তক সহজ প্রাপ্য ছিল না। কৃপনের ধনের মত নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে খুব যত্নের সহিত সেগুলি সংরক্ষিত হইত। এই ভাবের ব্যবস্থা কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত ছিল না, অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। য়ুরোপে পুস্তক তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত; শৃঙ্খলের যতটুকু দৌড়, তার বেশী পুস্তক লইয়া যাওয়া চলিত না—পাঠককে সেইখানে আসিয়া পুস্তক পড়িতে হইত। এখন সে সব দেশের পুস্তক শৃঙ্খলমুক্ত হইলেও দুই এক স্থানে তাহার নমুনা রাখা হইয়াছে। গতপূর্ব্ব বৎসর বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে



বডলিয়ান লাইব্রেরী—অক্সফোর্ড

বডলিয়ান লাইব্রেরীতে এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ একখানি পুস্তকের নমুনা দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। সেই পুস্তকখানির নাম হইতেছে

"The world's Best Religion"। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে এইরূপ ভাবে পুস্তক সংরক্ষণের আবশ্যকতা ছিল। একখানি পুস্তক হাতে লিখিতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় যথেষ্ট হইত, সময়ও অনেক লাগিত। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ায় এবং কলে কাগজ প্রস্তুতের পর হইতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, মূল্যও সুলভ হইতেছে। কাজেই এখন সেকালের সংরক্ষণনীতি অনায়াসেই বর্জ্জন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনও সেইজন্য সম্ভব হইয়াছে। সংরক্ষণনীতি স্থলে এখন বিনাচাদায় পুস্তকের অবাধ ব্যবহার প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের স্থলে জাতি, ধর্ম্ম, বয়স নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন হইতেছে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। পাঠক যদি পুস্তক ব্যবহার জন্য গ্রন্থাগারে না আসে, পুস্তক সুদূর পল্লীতেও পাঠকের দ্বারে গিয়া তাহাকে পুস্তক পাঠের সুযোগ দিয়া থাকে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বা পুস্তকপূর্ণ বাক্স গ্রামে গ্রামে গিয়া পাঠকের পাঠস্পৃহা উদ্রিক্ত করে।

গ্রন্থাগারের প্রভাব

শ্রমশিল্পীর যন্ত্রপাতি না হইলে যেমন চলে না, তেমনি সমাজে শিক্ষায়তন বা নাগরিক প্রতিষ্ঠান চালাইতে গেলে তাহারও যন্ত্রপাতি আবশ্যক। সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইবার মাল-মসলা গ্রন্থের সহজসাধ্য স্থান গ্রন্থাগার। সেখানে থাকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উপাদান, ধরাবাঁধা শিক্ষার বাহিরের অভিজ্ঞতা, আর চিত্তরঞ্জক পুস্তক। কোনও গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইলে তাহার সমাধান করিবার উপায় পুস্তকের সাহায্যে সহজে যেমন হয় এমন আর কিছুতে নয়। যুগযুগান্তরের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবার জন্য গ্রন্থাগার তাহা যোগাইয়া দেয়। চাহিদা

বুঝিয়া গ্রন্থ যোগাইবার কাজ গ্রন্থাগারিকের। পুস্তক এবং মুদ্রিত বস্তু সংগ্রহ ও বাছাই, সেগুলি যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজানো ও চাহিবামাত্র তাহা যোগান গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পুস্তকের ভিতরে কোথায় কি লেখা আছে গ্রন্থাগারিককে তাহা আত্মস্থ করিতে হইবে। এটা লেনদেনের যুগ ; কেবল দয়ার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। পাঠক যদি গ্রন্থাগারের সাহায্যে উপকৃত হন, তাঁহার আয়ের পথ সুগম হয়, তিনি আপনা হইতে গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধির সাহায্য করিবেন। এইরূপেই য়ুরোপ আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের অপরিহার্য্য হইয়াছে।

জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের গ্রন্থপ্রীতি

জগতে যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজনীতি ক্ষেত্রে খুব উদ্ধস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্প্রীতি আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে লেণিন, এবং হের হিটলার, উভয়ে পুস্তক-প্রীতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ। জার্ম্মানীর উন্নতিকল্পে অনুপ্রেরণা পাইবার আশায় হিটলার বর্ত্তমান ও সাবেক কালের মনীষিগণের চিন্তার ধারার সহিত সংযোগ জন্য গভীর নিশীথে পুস্তকের মধ্যে আত্মভোলা হইয়া থাকেন, স্বদেশবাসীকে অধিকতর জ্ঞানসমৃদ্ধ করিবার আশায় তিনি বার্লিন সহরে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এনড্রু কার্নেগী ও হেনরী ফোর্ডের মত ধনী পৃথিবীতে অল্পই আছেন। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহারা সৌভাগ্যের চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়সে টেলিগ্রাফবাহক এনড্রু কার্নেগী একটী ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অন্যান্য বালকের সহিত প্রতি শনিবার বৈকালে পুস্তক ব্যবহার করিবার অনুমতি পান। পুস্তক পাঠের সুযোগ হইয়াছিল তাঁহার দ্রুত উন্নতির প্রধান

সহায়ক। তিনি যখন সেই গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়িতেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি তিনি কোনদিন বিত্তশালী হন, তাহা হইলে যাহাতে বালকগণ পুস্তকনিহিত জগতের অমূল্যরত্ন আত্মস্থ করিবার সুযোগ পায়, তাহার জন্য তিনি গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি তিনি কি ভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন। গ্রন্থাগার স্থাপনে ও উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে কোটী কোটী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানের আলো জ্বলুক" (Let there be light), এই বাণী তাঁহার অর্থে নির্মিত গ্রন্থাগার মাত্রেরই প্রবেশ-দ্বারে লিখিত আছে।

ডেট্রইট সহরের একটী কলকারখানার নগণ্য শ্রমিক হেনরী ফোর্ডের উচ্চ শিক্ষা করিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনটা ছিল জ্ঞানার্জ্জনের দিকে। গভীর অধ্যয়নের ফলে তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি কি ভাবে উন্মেষ লাভ করিয়াছিল এবং উন্মেষিত হইয়া তাঁহার প্রসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

বর্তমান চেকো-স্লোভাকিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ম্যাসারিক (President G. Masaryk) লিখিয়াছেন "পুস্তককে মানুষ বলা চলে ; না, তাহার চেয়েও বেশী—পুস্তক মানুষের আত্মা। পুস্তক আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। পুস্তক সকল যুগ ও সকল জাতির শ্রেষ্ঠ মানবের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া থাকে। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। তুমি কি কি বই পড়িতে ভালবাস আমাকে বল, তাহা হইলে তুমি কি প্রকৃতির লোক তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। নিজস্ব গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিৎ—তাঁহার নিজের গ্রন্থাগারে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার মনোবৃত্তি, তাঁহার রুচীর ক্রমবিকাশ, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার মেজাজ এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সবই তাহাতে দেদীপ্যমান।"

আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট স্বর্গীয় পঞ্চম জর্জ্জ লণ্ডন সহরে ন্যাসন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন "এদেশের ছাত্রবৃন্দের ও জনসাধারণের অভাব বিদূরণ উদ্দেশে এই আন্দোলনের সহিত পুনরায় যোগদান করিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। গ্রন্থাগারের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সুযোগ ও সুবিধা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে জানা যায় যে স্কুল বা কলেজের শিক্ষা শেষ শিক্ষা নয় এটা লোকে বেশ অনুধাবন করিয়াছে। গ্রন্থাগারিক আর পূর্ব্বকার মত কেবল গ্রন্থ সংরক্ষকের সোজাসুজি কাজ লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে সমাজতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, রাজনীতি বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইতে হইবে; কারণ, আজকাল তাঁহাকে ঐ সব বিষয় লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিতে হয়। অন্যথায় তিনি একজন যোগ্য কর্ম্মী, উপযুক্ত পরিচালক, কার্য্যতৎপর এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানবিৎ হইলেও সমাজ সেবায় তিনি সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক হইবেন তিনি—যিনি স্বীয় সমাজকে ভাল করিয়া চিনিবেন, তাহাদের পাঠের অভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং সেই সব অভাব দূর করিবার এমন সুপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিবেন, যাহা স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হয়। তাহার উপরই তাঁহার কার্য্য-সাফল্য নির্ভর করিবে।"

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মস্কো সহরে অল্ ইউনিয়ন লেনিন মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কেন্দ্রের (Institute for Library Science) ডিরেক্টর মিসেস্ এল্ ম্যাফকিন্ হামবার্গার (Mrs. L. Maffkin Hamburger) বলিয়াছিলেন "সমগ্র জনসাধারণের শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে গ্রন্থাগারের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা সেজন্য নগরোদ্যান চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিতেছি। সুদূরে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া আমরা আশা করিতেছি এই



মস্কো লেনিন লাইব্রেরীর প্রধান পাঠ কক্ষ

বিরাট দেশ একদিন জগতের মধ্যে অতি উন্নত এবং জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।" তাঁহার দূরদৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় নাই। তাঁহার আশা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

বয়স্ক লোকদের শিক্ষার লক্ষ্য কি হইবে সে সম্বন্ধে মার্কিণের একজন শিক্ষাব্রতী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

বয়স্কগণ শিক্ষা করিবে—

(১) কেমন করিয়া তাহাদের নিজের সমস্যা পূরণ করিবে।

(২) আবশ্যকীয় তত্ত্ব না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের অভিমত প্রকাশ স্থগিত রাখিবে।

(৩) বুদ্ধিমত্তার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কেমন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হয়।

(৪) কেমন করিয়া মৌখিক আলোচনা শুনিতে এবং তাহা বুদ্ধি বিবেচনার সহিত সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করিতে হয়।

(৫) কেমন করিয়া বিচারশক্তি পরিচালনার দ্বারা চিন্তা করিতে হয়।

(৬) খাঁটি এবং অত্যাবশ্যকীয় তথ্য কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে সহজ-লভ্য হয়।

(৭) কিরূপে জাতির, রাষ্ট্রের এবং সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা এবং স্বকীয় সমস্যা পূরণে অধীত জ্ঞান ও শিক্ষা, সততা এবং বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়।

পরিণত বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে বেশী রকম অনুভূতি জন্মিতেছে। বাল্যকালে স্কুলের শিক্ষার বহর বাড়ানই এই শিক্ষার লক্ষ্য। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ আনিয়া দিবার এবং অবসরকালকে উপভোগ্য ও তৃপ্তিকর করিবার উপায় করিতে হইবে গ্রন্থাগারকে। যে কোনও দিক দিয়া দেখা যাউক, গ্রন্থাগার হইবে অপরিহার্য্য। তবে উদ্দেশ্য সাধনের পথ বহু এবং বিবিধ। গ্রন্থাগারকে



মাউণ্ট অবার্ণ ট্রেনিং স্কুলের গ্রন্থাগার—ওহিও

আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কার্য্য পরিচালন পদ্ধতির নির্দ্দেশ আবশ্যক।

গ্রন্থাগার জাতি, ধর্ম্ম, বয়স নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। সমাজস্থ লোকের সাহায্যে পরিপুষ্ট হওয়ায় গ্রন্থাগার সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

গ্রন্থাগার কাহারও উপর জোর জুলুম প্রকাশ করে না। তাহার সেবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করা যায়। কাজেই ইহা ব্যক্তিগত জনতান্ত্রিক ভাবের উৎকর্ষ সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

কোনও বিশেষ ভাবধারার সহিত গ্রন্থাগার সংযুক্ত নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম্ম-বিশেষের বিধি নিষেধ ইহার উপর খাটে না। কাজেই ইহা কোনও কিছু ধরাবাঁধা নিয়মের বশীভূত নহে। গ্রন্থাগারের উপর কোনও বিশিষ্ট মতবাদীর কর্ত্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় নহে।

গ্রন্থাগারের যন্ত্রপাতি হইতেছে পুস্তক, যাহা বর্ত্তমানকালে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার বাহনরূপে উচ্চভাবে চিত্তবিনোদন করিবে এবং অনুপ্রেরণা আনিয়া দিবে।

এই সব সাধারণ গ্রন্থাগারের সুবিধা, সুযোগ ও কার্য্যপদ্ধতি কার্য্যকরী করিতে হইলে সাধারণকে তাহার প্রভাব মানিয়া লইতে হইবে। তবে মানাইবার দায়িত্ব অনেকটা গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করে। তাঁহাকে সেবার সুযোগ এবং গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই; আবার তাহা ভাল করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা এবং হাতে কলমে কার্য্যের দ্বারা উহা প্রমাণ করিবারও যোগ্যতা রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারিক স্বীয় কার্য্যসূচী জনসমাজের অনুমোদন করাইয়া লইবেন। কোনও গ্রন্থাগারিক সমাজের বয়স্ক লোককে শিক্ষা দিবার কার্য্যপদ্ধতি স্বেচ্ছামত জোর করিয়া চালাইতে পারেন না। সমাজের নেতা ও প্রতিনিধিদের সহযোগীতায়

যে কার্য্যপদ্ধতি স্থীর হয় তাহা চালাইতে বেগ পাইতে হয় না। ইহা গ্রন্থাগার আন্দোলনের হিতৈষীগণের অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে। গ্রন্থাগারকে সাধারণের দান প্রবৃত্তির উন্মেষক দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা চলে না।

গ্রন্থাগার হইতেছে একটি সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্র। স্থানীয় নাগরিকদের ইহা কল্যাণকর এবং হিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া ধারণা থাকা চাই। তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর ইহার কার্য্যসাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিলে সমাজের অভাব অভিযোগে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে পারেন। যখন সেই কার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে, তখন নাগরিকগণ তাঁহাদের সাহায্য এবং সহযোগিতার পরিবর্ত্তে গ্রন্থাগারিকের নিকট হইতে কার্য্যপদ্ধতির নির্দ্দেশ এবং উহা সুপরিচালনার জন্য যে সাহস ও একাগ্রতা আবশ্যক সে সম্বন্ধে পারদর্শিতার পরিচয় পাইবার আশা করিতে পারেন।

কাজেই প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের মনে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই এবং তাহা সাধারণকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ক্ষমতা থাকা চাই।

গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) গ্রন্থাগারে পাঠকদের জন্য পুস্তক সরবরাহ। স্থানীয় জনসমাজের ব্যক্তিমাত্রের নিকট জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং চিত্তবিনোদনের জন্য পাঠের মাল-মশলা সহজপ্রাপ্য করা। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দল, ক্ষুদ্র পাঠ-গোষ্ঠী, ছাত্র, বিশেষজ্ঞ এবং যাহারা পাঠের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তাহাদের বাদ দিলে চলিবে না।

(খ) ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিকে পরামর্শ দান। সাধারণ ভাবে

পরামর্শ কিম্বা বিশেষ বিষয়ে পরামর্শ দান। ব্যক্তিবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বিভাগ পর্য্যন্ত পরামর্শ লাভ করিতে পারে। এরূপ কাজ করিবার উপযোগীতা অর্জ্জন—বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ছোট ছোট গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকই একমাত্র পরামর্শদাতা। সংবাদজ্ঞের আসনে বসিয়া এরূপ সেবা চলিতে পারে। যে ভাবেই হউক এইরূপ সাহায্য করিতে পারেন এমন একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ অপরিহার্য্য। পাঠকের পরামর্শদাতার পদ কিম্বা বয়স্ক ব্যক্তিগণের শিক্ষাদাতার পদ, কিম্বা উভয়ের সংযোগে কার্য্য পরিচালকের পদ—সকলেরই সাফল্য গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

বিদেশী বা বিভিন্ন ভাষাভাষী হাসপাতালের রোগী, কারাগারের বন্দী, কোনও না কোনও পেশাভুক্ত কর্ম্মীগণ যেমন কল-কারখানা বা খনির শ্রমিক, অন্ধ, বৃদ্ধ, গ্রন্থাগারের প্রধান কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত অথবা কার্য্য ব্যপদেশে পৃথক ভাবে অবস্থিত জনগণের সেবা গ্রন্থাগারকে সমষ্টিগত ভাবে পৌছাইয়া দিতে হইবে।

(গ) সংবাদ সংগ্রহ বা তত্ত্বানুসন্ধানী বা বিশেষ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে ব্রতীর উপযোগী মাল-মশলা—যেমন স্থানীয় ইতিহাস হাতে কলমে কাজ শিক্ষা বা সঙ্গীত অনুশীলনের বই, আবশ্যক মত যোগাইয়া দিতে হইবে।

বিশেষ বিষয়ক সন্ধানীর তথ্য সংগ্রহের সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইলে কতক বইপত্র গ্রন্থাগারে আর কতক বাড়ীতে লইয়া গিয়া ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী, তা প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই হউক বা কলেজেরই হউক, পণ্ডিতই হউক বা বিশেষজ্ঞই হউক, ব্যবসায়ী বা



একটি আমেরিকান হাসপাতালে পুস্তক বিলির ব্যবস্থা

রাজনীতিজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক হউক বা কোনও পেশা অবলম্বী, অথবা শিক্ষক বা লেখক, সামাজিকতায় বা বিদ্যাবত্তায় পিছিয়ে পড়া, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অর্থহীন বা বিকলাঙ্গ লোক হইলেও পুস্তক ব্যবহারের সুযোগ এবং সুবিধা সকলকেই সমান ভাবে দিতে হইবে।

এই সব গোষ্ঠীর জন্য গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের সীমার বাহিরে আসিয়া যেখানে লোক জমায়েত হয় সেইসব স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের নিয়মকানুনও তদুপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন সুশিক্ষিত জনসাধারণ রহিয়াছেন, যাঁহারা গ্রন্থাগারের ত্রিসীমানায় আসেন না। কিন্তু ইহাদের সাহায্য হইতে গ্রন্থাগারকে বঞ্চিত রাখিলে চলিবে না। ইহাদিগকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে, ইহাদের জ্ঞানস্পৃহা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের সেবার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকা চাই। গ্রন্থাগারিককে যদি বয়স্ক লোকদের শিক্ষার ভার লইতে হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসুর মত চিন্তাশীল হইয়া নিজের জ্ঞানের বহর বাড়াইয়া লইতে হইবে।

যাঁহারা বয়স্কদের শিক্ষার কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহাদিগকে সমষ্টিগত বা সমবায় প্রণালীতে সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুস্তক হইতে কথকতা, নির্ব্বাচিত পুস্তক তালিকা প্রস্তুত, সাধারণ সংবাদ দান, পাঠ্যপুস্তকের পরিপুষ্টি সাধন আর তাঁহাদের সমষ্টিগত ভাবে গ্রন্থাগারে লইয়া যাইয়া গ্রন্থাগারের ব্যবহার শিখাইতে হইবে। কেমন করিয়া পুস্তক তালিকা এবং জ্ঞাতব্য তথ্যের বই ব্যবহার করিতে হয় তাহাও শিখাইতে হইবে। তাহা ছাড়া অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে বক্তৃতা শুনাইতে হইবে।

এইরূপ সমবায় সেবার দ্বারা গ্রন্থাগারিক তাঁহার কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন। স্কুলের ক্লাসের মত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে এবং নিয়মিত

ভাবে তাঁহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নূতন নূতন কার্য্য-পন্থা অবলম্বনের জন্য—নিয়মকানুন আল্গা রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগারে বয়স্কদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক হইলে এবং সম্ভবপর হইলে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার কার্য্যপদ্ধতি নানারকমের হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্থানীয় অভাবের উপর ইহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে মণ্ডলীতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, সেখানে সহজবোধ্য ভাবে বক্তৃতা বা স্কুলের মত ক্লাস খুলিয়া শিক্ষা-দান কিম্বা সাধারণ ভাবে বিদ্যার্থীদের আহ্বান করিয়া আলাপ আলোচনার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া, ছোট ছোট দল লইয়া মডেল বা আদর্শ গঠন করা, কিম্বা অভিনয়ের মত কিছু করা, শিল্প-প্রদর্শনী বা ছোট-খাট অভিনয়ের অনুষ্ঠান, যাহা হউক, একটা কিছু উপলক্ষ্য করিতে হইবে।

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটী পৃথক সমিতি গঠন করিতে হইবে; গ্রন্থাগারিক তাহার একজন সভ্য থাকিবেন। এই সমিতি শিক্ষা প্রণালী নির্দ্দেশ করিবে, আর দেখিবে সকলের অভাব পূরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দো'কর কিছু না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। এই কার্য্য প্রণালীতে গ্রন্থাগারকে প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে।

যে সমাজ শিক্ষায় অগ্রণী সেখানে পুস্তক বা পুস্তকনিহিত জ্ঞানের বেসাতি লইয়া গ্রন্থাগারের কাজ হইবে মাল খালাস করার (Clearing house) অফিসের মত। এসব কাজের প্রধান ভার লইবার জন্য গ্রন্থাগারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং দৃঢ়তার সহিত কাজ চালাইতে হইবে।

এই সব কাজে গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে; স্বাধীন আবহাওয়ায় পুস্তকাদির স্বেচ্ছামত ব্যবহার, চিত্তবিনোদক ভাবে পুস্তক রাখা, আদবকায়দা বাদ আর নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সরবরাহ হইবে ইহার



বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর পাঠকক্ষ

বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগতভাবে সেবা হইবে ইহার প্রধান কাজ। সকল বাধা ঠেলিয়া রাখাই হইবে ইহার মূল মন্ত্র। ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকিবে জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা।



গ্রন্থাগার গঠনকারীগণ—পশ্চাৎভাগের দক্ষিণ কোণে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত

আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলন

আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলন উদ্ভূত হয় আমেরিকার যুক্তরাজ্যে; ক্রমে য়ূরোপে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। এদেশে এই আন্দোলন আমদানী করেন বরোদার গাইকোয়াড়। ফলে বরোদা রাজ্যে এক হাজার

গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে গ্রন্থাগার বিভাগের প্রথম কর্ত্তা ছিলেন আমেরিকার গ্রন্থাগারিক বর্ডেন সাহেব; পরে নিউটন মোহন দত্ত ও মতিভাই আমিনের চেষ্টায় আন্দোলন এরূপ ভাবে বাড়িয়াছে।



রাও সাহেব এস্, আর, রঙ্গনাথম্
মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ

পাঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয়স্থ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে আমেরিকার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ডিকিন্সন সাহেবকে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিয়া আনা হয়। তিনি কয়েক জন স্থানীয় যুবককে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ করেন। তাঁহাদের কয়েকজনের চেষ্টায় পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন

আরম্ভ হয়। বর্তমানে পাঞ্জাব লাইব্রেরী এসোসিয়েশন কর্তৃক Modern Librarian নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্র পরিচালিত হইতেছে।



ডক্টার এম্, ও, টমাস

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ

অন্ধ্রদেশে নরসিংহ শাস্ত্রী ও রামাহ্মার আপ্রাণ চেষ্টায় স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন কর্তৃক গ্রন্থালয় সর্বস্বম্ নামক তেলেগু ভাষায় একখানি

মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক রাও সাহেব রঙ্গনাথমের চেষ্টায় মান্দ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। ১৯৩৫ সনের এপ্রিল মাসে ডঃ ওয়ালী মহম্মদের চেষ্টায় যুক্ত প্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়াছে।

দশ বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের চেষ্টায় কয়েকটী জেলায় শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। একখানি মুখপত্র বাহির করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহার সম্পাদক তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ জন কয়েক উৎসাহী যুবক বন্ধুর সহযোগীতায় আমাকে ইহার কার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে।

বড়ই সুখের বিষয় যে রায় মথুরাপ্রসাদ ও সূর্য্যপ্রসাদ মহাজনের চেষ্টায় বেহার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে।

এদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বড় অভাব। পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ ও অন্ধ্রদেশে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ২০ জন শিক্ষার্থী লইয়া একটী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, এবারেও হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এই গ্রীষ্মের অবকাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডক্টার নীহাররঞ্জন রায়ের অধ্যক্ষতায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার একটী কেন্দ্র খুলিতেছে।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পে পুরস্কার

শিশু-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এজন্য প্রতি বৎসর নিউবেরী মেডাল (Newberry medal) নামে একটী পদক দিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় একবার এই পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতেও লাইব্রেরী এসোসিয়েশন কর্তৃক ঐরূপভাবে কার্ণেগী মেডাল



ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ

(Carnegie medal) দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট হিন্দি পুস্তক লেখককে

"মঙ্গলাপ্রসাদ পারিতোষিক" নামে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এই পুরস্কারের পরিমাণ নাকি বার শত টাকা। এ দেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য সাহিত্যিকগণকে উৎসাহ প্রদান বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য

গ্রন্থাগারের কর্ম্মীগণ প্রাদেশীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভাব বেশীরকম অনুভব করিয়া থাকেন। পরিতাপের বিষয় এই যে কার্য্য-পদ্ধতির পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে স্থির না করিয়া বড় বড় সম্মেলন আহ্বান দ্বারা বহু সময় এবং শক্তির অপচয় হইয়া থাকে। কেবল প্রস্তাব গ্রহণে কোনও ফল হয় না। কিরূপে সেগুলি কার্য্যে পরিনত হইবে, তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির করাই কর্ত্তব্য। একজন গ্রন্থাগারের কর্ম্মী বলিয়াছেন সম্মেলনের উপকারিতা মানিয়া লইলেও তাহার কার্য্যকারিতা কিসে বৃদ্ধি পায় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত নহে কি? যিনি বক্তৃতা দিবেন, তিনি যে বিষয়ে বলিবেন তাহাতে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। জোর গলায় সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য বিষয় এমনভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে দূরে থাকিলেও শ্রোতারা সমস্ত কথা স্পষ্ট শুনিতে পান। অনেকের হয়ত বাগ্মীতা নাই বা তাড়াতাড়ি বলিবার ক্ষমতা না থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া কথা বলিয়া শ্রোতাদের শুনিতে না পাওয়ার কষ্ট হইতে পরিত্রাণ দিতে পারেন না কি? যাঁহাদের স্বর বেশী দূর হইতে শোনা যায় না তাঁহাদের বক্তৃতা না দেওয়াই ভাল।

যাঁহারা সম্মেলনের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করেন, বক্তা নির্ব্বাচন করার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত। বক্তার ব্যক্তিত্ব মনোহর হইলেও এবং তাঁহার বাণী মূল্যবান হইলেও, দূরে অবস্থিত শ্রোতার কানে যদি কোনও

কথা না পৌঁছে, তিনি কেবল ভদ্রতার খাতিরে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া কালক্ষেপন করেন, শুনিতে না পাওয়ার দরুণ তাঁহার এই যে সময়ের অপচয় হয়, তাহা কি ঠিক বাঞ্ছনীয়? এই কথা প্রত্যেক সভা সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। ধরুন, একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, মাঝখান হইতে একজন মৃদুস্বরে একটী প্রশ্ন করিলেন। হয়ত সভাপতি অল্পদূরে বসিয়া সেটী শুনিতে পাইবেন; কিন্তু বক্তা সকলের কর্ণগোচর করিবার জন্য আর প্রশ্নটীর পুনরুক্তি করিলেন না। সভাপতি প্রশ্ন বুঝিয়া তাহার উপযোগী উত্তর দিলেন, অথবা তাঁহার নিকটে অবস্থিত ৪।৫ জনের সহিত সে বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বেশীর ভাগ শ্রোতা যাঁহারা প্রশ্নটী শুনিতে পান নাই তাঁহাদের চিন্তার ধারা ছিন্ন হইয়া যাইল। কি আলোচনা হইতেছে তাহার এক বর্ণও তাঁহারা বুঝিলেন না। বাহির হইতে এই ভাবে আলোচনায় কেহ আপত্তি জানাইলে তখন বিষয়টী তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। চক্রাকারে বসিয়া আলোচনা করিবার সময়ও এরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারে। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র পরস্পর আলোচনার দ্বারাই সম্ভব।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

স্থানীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রন্থাগারের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের পাঠেচ্ছার উদ্রেক এবং তাহার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। উচ্চাঙ্গের পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুস্তক কিসে অধিকদিন স্থায়ী হয় এবং বাধান মজবুত হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

গ্রন্থাগারের দাতৃবর্গের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত

এন্‌ড্রু কার্ণেগীর মত গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে কোটী কোটী টাকা দান এদেশে কেহ করেন নাই বটে, তবে দানের বহর বেশী না হইলেও যে সব দান আছে তাহা প্রশংসার যোগ্য। এইরূপ দান প্রাপ্ত কয়েকটী গ্রন্থাগারের উল্লেখ করিতেছি:—পাটনার খোদাবক্স গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়ার সাধারণ গ্রন্থাগার, লাহোরের স্যার গঙ্গারাম ও দয়াল সিং সাধারণ গ্রন্থাগার, এবং গয়ার এই সূর্য্যপ্রসাদ মহাজন কর্ত্তৃক স্থাপিত মন্নুলাল সাধারণ গ্রন্থাগার। শেষোক্ত গ্রন্থাগারে পুস্তক এবং হস্তলিখিত পুঁথীর সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। আমি আশা করি গ্রন্থাগারের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা লইবেন। এই গ্রন্থাগার যদি লণ্ডনের কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের আদর্শে বিহার প্রদেশে পুস্তক বিলির ভার লন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত দাতাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি ধনীগণ মুক্তহস্ত হন তাহা হইলে এই আন্দোলনের দ্রুত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

হাসপাতালে গ্রন্থাগার

বিভিন্ন বিভাগে গ্রন্থাগারের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হও[illegible] আবশ্যক। হাসপাতালে রোগীদের সেবার জন্য গ্রন্থাগারের প্রবর্ত্তন [illegible]রতে হইবে। মান্দ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন এ সম্বন্ধে বেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঠিক মত পুস্তক রোগীর হাতে পড়িলে অনেক সময় রোগ উপশম হয়। য়ুরোপে এমন হাসপাতাল নাই যেখানে সুবিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে রোগীদের জন্য গ্রন্থাগার নাই। এদেশে হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে



গ্রন্থাগার কর্তৃক হাসপাতালে পুস্তক সরবরাহ

নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশী। তাহাদিগকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

পরিশেষে আমি আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ডক্টার মেলভিল্ ডিউই গ্রন্থাগারিকদের উদ্দেশে যে কথা বলিয়াছিলেন আপনাদিগকে তাহাই শুনাইতে চাই—"অনেক গ্রন্থাগারিকের স্বভাব এক একখানি পুস্তকে দেবত্ব আরোপ করা। আমাদের কিন্তু জানা উচিত যে, পুস্তককে পূজার সামগ্রী অপেক্ষা যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করাই সঙ্গত। কি উপায়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ অতি সুলভে এবং খুব সত্বর পাওয়া যায় জনসাধারণ তাহাই জানিতে চাহে। গ্রন্থাগার যদি সেই কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মই করা হয়। আমাদের প্রধান কার্য্য হইতেছে আবশ্যকীয় সংবাদ সরবরাহ করা, কিম্বা অনুপ্রেরণা দেওয়া অথবা পরিতুষ্ট করা; আর জনসাধারণকে খুব তৎপরতার সহিত অতি সুলভে উচ্চাঙ্গের চিত্তবিনোদক উপাদান প্রদান করা।

(গয়া মন্নুলাল লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিহার গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)

জাতিগঠনে গ্রন্থাগার

এই বিরাট বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর মধ্যে আজ আমাকে এই সম্মেলনে পৌরহিত্য করিবার অধিকার দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিক্রমপুরের অতীত গৌরবকাহিনী, বিক্রমপুর সমাজের পাণ্ডিত্যের ইতিহাস বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, আজ আপনাদের অনুকম্পায় এখানে সেই সুযোগ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং আপনাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

বিক্রমপুরের গ্রন্থাগারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পরস্পর সহযোগীতায় কার্য্য পরিচালন জন্য আপনারা এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। আজকালকার দিনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য বা সংহতিশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে এই বিরাট শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমানকালে বিক্রমপুরের শিক্ষায় ও তাহার অন্যতম যন্ত্র গ্রন্থাগারের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নাই। অভিজ্ঞতা না থাকুক, আরও ত বাঙ্গলার বহু জেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে! তাহাদের শিক্ষার অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে মন বস্তুতঃই অবসাদে পূর্ণ হইয়া যায়।

জগতে আমাদের মত হতভাগ্য পিছিয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন জাতির অভাব নাই। তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি গ্রন্থাগারকে অবলম্বন করিয়া দেশ হইতে নিরক্ষরতার কলঙ্ক এবং নিজেদের দুঃখদৈন্য দূর করিয়াছে। এরূপ একটী জাতির কথা আমার মনে পড়িতেছে—সেটী

হইতেছে বুলগেরীয় জাতি। ইহারা পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত হইতেছিল। তাহাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির বিলোপ সাধন ছিল শাসকদের লক্ষ্য, তাই সংস্কৃতির বাহন হস্তলিখিত পুস্তক তাহারা যেখানে যাহা দেখিয়াছে সব ধ্বংস করিয়াছে। বুলগেরিয়ার সংস্কৃতির নিদর্শন তাহারা মুছিয়া ফেলিয়াছিল। বিদেশীর আশ্রয়ে গিয়া যাহা কিছু রক্ষা পাইয়াছিল। এখন যাহা কিছু আছে—লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিণ, ভিয়েনা, [illegible], লেনিনগ্রাড, মস্কৌ প্রভৃতি সহরের গ্রন্থাগারে বা যাদুঘরে। [illegible] সংস্কৃতি কেন বুলগেরিয়া ভাষা ও জাতিকে নষ্ট করাই ছিল গ্রীক ও [illegible]বিয়ানদের প্রধান উদ্দেশ্য। বুলগেরীয়গণ পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া খৃষ্ট[illegible] গ্রহণ করিলেও নিস্কৃতি পায় নাই। মুসলমান সুলতান তৃতীয় [illegible] এবং সুলতান আবদুল মেজিদের আমলে ইহারা কিছু কিছু অধিক[illegible] এবং সুবিধা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীক ও সারবিয়েনগণ নিজেদের [illegible]হিত্যে বুলগেরিয়া প্লাবিত করিয়াছিল আর তাহাদের শিক্ষকেরা দেশের [illegible]ত্র সেই সব ভাষা শিখাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল। নিজে[illegible] ভাষাসম্পদ লোপ পাইতে বসিয়াছে দেখিয়া তাহাদের চৈতন্য হইল। ভাষার আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করিয়া তাহারা মাতৃভাষা ও জাতীয়তা সংরক্ষণের জন্য তাহাদের সকল শক্তি সংহত করিয়াছিল। শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে কর আদায় করিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। অতি অল্পকালের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলি সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং সর্ব্ববিধ পেশার উন্নতি এবং ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের উপযোগী শিক্ষা পাইবার কেন্দ্র হয়।

এই সময়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ছোটখাট শিক্ষা বিভাগে পরিণত হইয়াছিল। ইহার কর্তৃপক্ষগণ পরীক্ষা করিয়া শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়

পরিদর্শন এবং বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক এবং পরিচ্ছদ যোগাইতেন; গরীব প্রতিভাবান ছাত্রদের জলপানি দিতেন এবং শিক্ষক তৈয়ারী করিতেন। বুলগেরীয় বিজ্ঞান পরিষদও গ্রন্থাগারগুলির চেষ্টায় স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ইহাকে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং [illegible] যাদুঘর স্থাপনও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তারপর স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধে—স্বাধীনতা লাভের পর সমস্ত সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত করা হয়।

বুলগেরীয়ায় যেদিন নবযুগের অভ্যুদয় হয় সেদিন বড় বড় গ্রন্থাগার-গুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া ছোট-খাট গ্রন্থাগারে বিলি করিতে থাকে। এক সময়ে তাহারাই পুস্তক-প্রকাশকের কার্য্য করিত এবং লেখকগণকে পুস্তক লিখিতে অনুপ্রাণিত করিত। বুলগেরীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুমোদন ব্যতীত কোনও লেখক যশঃলাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। জনগণের প্রতিষ্ঠান জনগণ দ্বারাই পরিচালিত, এবং জনগণের জন্য স্থাপিত বলিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বুলগেরীয়দের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিশিয়া তাহাদের সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষতা সাধনে তৎপর হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। সেই সময় এক বৎসর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ব্যবসা বাণিজ্যেও লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তুলচা (Toulcha) গ্রন্থাগার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বুলগেরীয় ব্যবসায়ী কোম্পানী এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্টিনোপল গ্রন্থাগার ব্যবসায়ী জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। গ্রন্থাগারগুলি আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা বুলগেরীয় দ্রব্য উৎপাদকদের অর্থ দাদন দিত। বুলগেরিয়ার মধ্যে প্রথম ব্যাঙ্কের কাজের সূত্রপাত এইখান হইতেই হয়।



সাধারণ গ্রন্থাগার—ষ্টারো জাগোরা (বুলগেরিয়া)

বুলগেরিয়ার জাতীয় নাটক এবং রঙ্গালয় গ্রন্থাগারের বাড়ীতেই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। রঙ্গালয় হইতে গ্রন্থাগারের বেশ আয়ের পন্থা উদ্ভব হয়, আর সাধারণের আনন্দ উপভোগের জন্য অতি প্রিয়স্থানে পরিণত হয়।

গ্রন্থাগারগুলির প্রধান উল্লেখযোগ্য কাজ হয়—বুলগেরিয়ার জাতীয়তা ও ভাষা সংরক্ষণ। অন্যতম কাজ হইল গ্রীকদের নিকট হইতে ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা এবং তুর্কীদের নিকট হইতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন। এই সব কার্য্য সাধনের জন্যই স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন, স্বদেশী শিক্ষক নিয়োগ এবং স্বদেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের জন্য তাহারা এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার নামে তাহারা গ্রন্থাগারগুলিকে জাতীয় অভ্যুত্থানের কেন্দ্রে পরিণত করে। বুলগেরিয়ার স্বাধীনতার চির-স্মরণীয় অগ্রদূত লেবুস্কি (Levski) স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন জন্য স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাহার ফলে নূতন নূতন গ্রন্থাগার মাথা তুলিয়া উঠে এবং যে সব গ্রন্থাগার পূর্ব্ব হইতে ছিল, সেগুলি নবভাবে গড়িয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। সমষ্টিগতভাবে কার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্লাতারিস্তার জনৈক কৃষক তির্ণোর জেলায় গ্রন্থাগার সংহতি স্থাপন করেন। [illegible] সাধারণ গ্রন্থাগার তাহার প্রসার আরও বৃদ্ধি করিয়া কন্‌স্‌ট্যান্টিনোপল্‌ গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার-গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সময় গঠনমূলক যুগের অভ্যুদয় হয়। জাতীয়তামূলক পরিকল্পনা পরমোৎসাহে গৃহীত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ-পত্র "চিতালিস্তা" (Tchitalishte) প্রকাশ মাত্রেই সাতের শত গ্রাহক হইয়া যায়। ইহা সাধারণ গ্রন্থাগার মাত্রেরই একটা নব অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। তারপর আবার দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দের

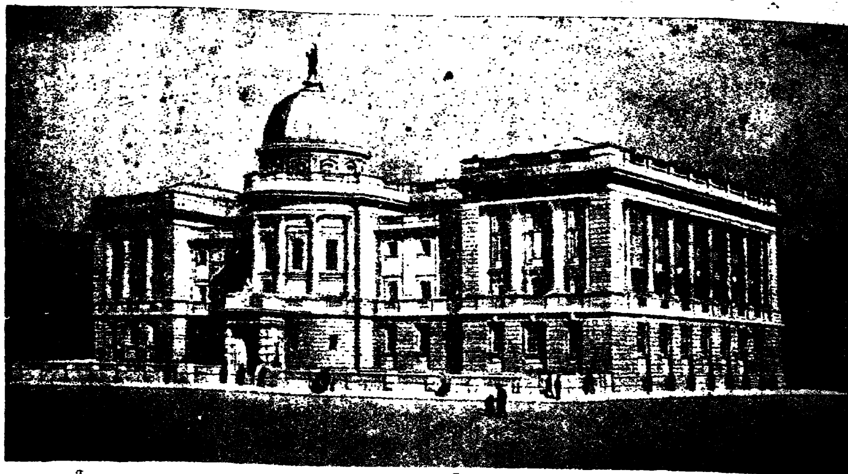


সাধারণ গ্রন্থাগার—সামোকোভ (বুলগেরিয়া)

বল্‌কান্ যুদ্ধ এবং য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ সব ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছিল। মহাযুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে বুলগেরিয়া পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে এবং তাহার পর হইতে গ্রন্থাগারের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। প্রথম স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে বুলগেরিয়ায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা একশত ছিল; আর এখন দাঁড়াইয়াছে প্রায় তিন হাজার রেজেষ্টারী করা গ্রন্থাগার এবং পুস্তকের সংখ্যা এগার লক্ষ চুয়ান্ন হাজারের উপর।

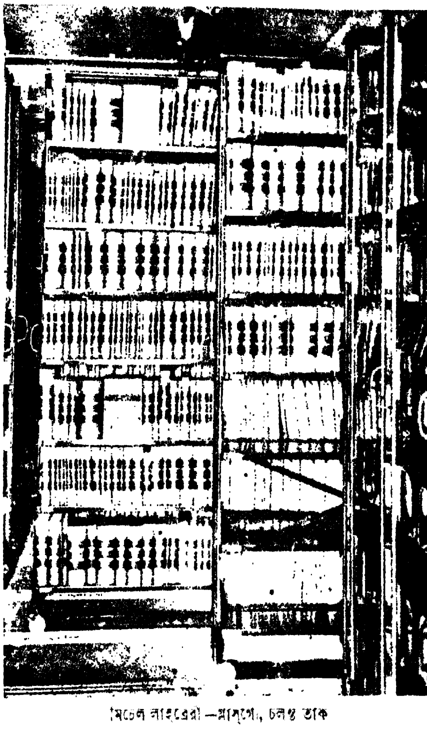
গ্রন্থাগারকে অবলম্বন করিয়া একটা জাতি কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিয়াছে, জাতীয়তা এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণে প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়াছে—তাহা দেখাইবার জন্যই বুলগেরিয়ার কথা এত বিশদভাবে বলিলাম। জ্ঞানই সকল শক্তির মূলাধার; আর সেই জ্ঞানের অনন্ত উৎস হইতেছে গ্রন্থাগার। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী-গণের চিন্তার ধারা গ্রন্থাগার মধ্যে নিবদ্ধ আছে; সেই জ্ঞান সম্ভারে সমৃদ্ধ হইবার জন্য সভ্যজগতে প্রতিযোগীতা চলিতেছে। নবজাগরিত এবং নবগঠিত জাতিদের মধ্যে নিরক্ষরতা বিদূরণ এবং গ্রন্থাগারকে বাহন করিয়া জাতিকে জ্ঞান গৌরবে গরীয়ান করিয়া তোলাই তাহাদের লক্ষ্য হইয়াছে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থাগারের প্রচারকার্য্য অভিনব প্রণালীতে হইয়া থাকে। ব্যবসাদার যেমন স্বীয় মাল কাটতির জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করে এবং চিত্তাকর্ষকভাবে দ্রব্যাদি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে,



মিচেল লাইব্রেরী—গ্লাস্‌গো

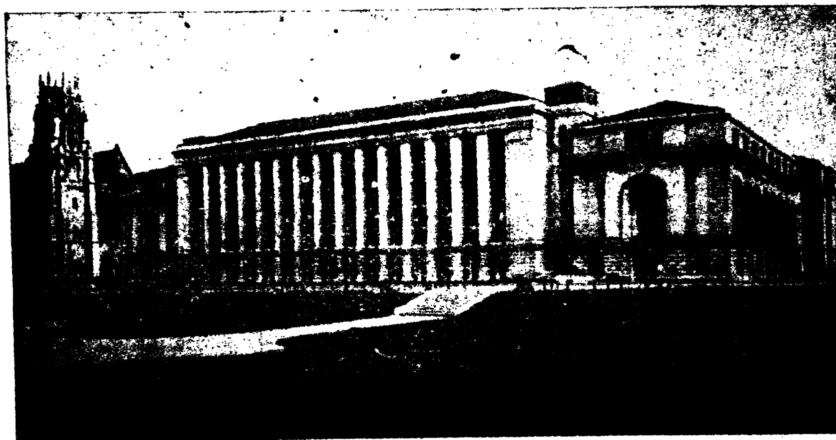
থাকিলেও আপনা হইতে সেইখানে আকর্ষিত হয়। সাধারণতঃ পুস্তকের উপরের আবরণ খুলিয়া সেই কাগজগুলি বিষয় অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়।



মিচেল লাইব্রেরী—গ্লাসগো, চলন্ত তাক

বেশী নূতন পুস্তকের যে কাগজ সেখানে থাকে তাহা নহে; পুরাতন পুস্তকই বেশীর ভাগ থাকে। নূতন নহে বলিয়া পাঠকগণ যে পুস্তক একদিন

ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থায় অনেককেই আবার সেই পুস্তক টানিয়া পড়িতে দেখা যায়। বিষয় অনুসারে প্রদর্শনের জন্য সজ্জিত করায় যিনি যে বিষয়ে অনুরক্ত তিনি সে বিষয়ের পুস্তক আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকেন। নূতন পুরাতন বিচার করিয়া দেখিবার আবশ্যক হয় না। কেবল শিল্পবাণিজ্য বিষয়ের সংবাদ শীঘ্র পাল্টাইয়া যায়। অন্য পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহা প্রযুজ্য নহে। আমেরিকায় ক্লেভল্যাণ্ড সহরের সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ প্রচার কার্য্য যে ভাবে করেন তাহার একটু আভাস দিতেছি। তিনি প্রত্যেক শীতকালে ষাটদফা প্রদর্শনীয় বস্তু শাখা গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, পুস্তকবিলির কেন্দ্র, কাউন্টি এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীর জন্য গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া থাকেন। তাহার পূর্ব্বে শরৎকালে যে যে প্রদর্শনীয় দ্রব্য তাঁহারা গ্রন্থাগার হইতে ধার দিতে পারেন তাহার তালিকা পাঠাইয়া দেন। তাহার মধ্যে এই সব গ্রন্থাগার যে গুলি পছন্দ করে তাহা জানাইতে হয়, আর সেগুলি প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে কিম্বা সপ্তাহে দুইবার করিয়া পাল্টাইয়া লইতে হইবে তাহা জানাইয়া দেওয়া হয় এবং ঠিক সেই ভাবে সেগুলি সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়। পুস্তকের চাহিদা কিসে বেশী হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৎসম্বন্ধে মনোজ্ঞ বচন রচনা করা হয়। প্রচারের জন্য বুলেটিন বোর্ডে পুস্তকের আবরণী প্রদর্শনে একবার বচন উদ্ধৃত করা হয়— Making the most of your Looks; আর একবার দেওয়া হয় Making the most of your Self। আবার এক এক বিষয়ের পুস্তক সাজাইয়া তাহার উপর এইরূপ লিখিয়া দেওয়া হয় Your Personality (তোমার ব্যক্তিত্ব), Your Education (তোমার শিক্ষা), Your Emotion (তোমার উত্তেজিত মনোভাব), Your vital Power (তোমার শক্তির তেজ) ইত্যাদি। এই সব বচন দেখিয়া পাঠক



সেণ্ট লুই সাধারণ গ্রন্থাগার

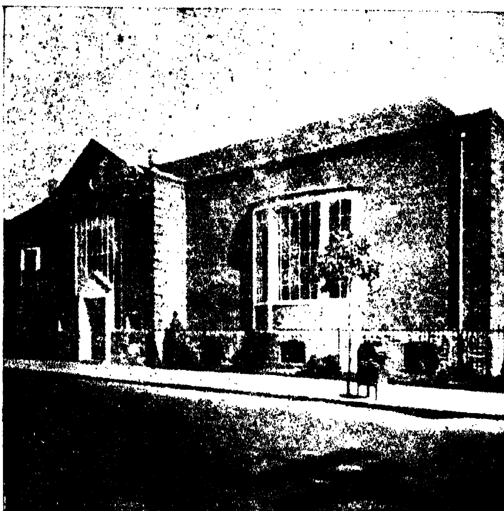
অনুরূপ পুস্তকে আকৃষ্ট হন। বিষয় অনুসারে আবরণী ব্যতীত কখনও কখনও গ্রন্থকারের নামানুযায়ী ঐগুলিকে সাজানো হয়। প্রদর্শনের জন্য পুস্তক সিঁড়ির পার্শ্বে বা সম্মুখের তাকে সাজানো সুবিধা। পুস্তিকার পশ্চাতে সক্ত কার্ডবোর্ড লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং সরু রবারের ফিতা বা সাদা ফিতা দিয়া তাহা আটকান থাকে। সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শনী দেখাইতে হইলে সময়ের দরকার এবং চিন্তারও আবশ্যক। এজন্য পূর্ব্ব হইতে পরিকল্পনা এবং কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা আবশ্যক। ছায়াচিত্রের সহযোগীতায় প্রচার কার্য্য চলিতে পারে। দেশের অনেকেই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে না; কিন্তু ছায়াচিত্রের সহযোগীতায় তাহাদের সহজেই গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়। তাহাতে গ্রন্থের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। জনপ্রিয় ছায়াচিত্র দেখিবার পূর্ব্বে মূল আখ্যানবস্তু জানিবার আগ্রহ অনেকেরই হইয়া থাকে। সেই আখ্যানে জীবন চরিত, ইতিহাস, পদ্য বা বিজ্ঞানের সংযোগ থাকিলে সেই সম্বন্ধে পুস্তকাদির পাঠকসংখ্যা বাড়িয়া যায়। সেক্‌সপিয়ারের লিখিত নাটকাদির ছায়াচিত্র দেখান হইলে গ্রন্থাগারে সেক্‌সপিয়ারের পাঠক এমন কি Lamb's Tales from Shakespeareএর এবং অন্য জীবনচরিতের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থাগারের যদিও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে ছায়াচিত্র প্রস্তুতে কোন হাত থাকে না বা তাহা উন্নততর করিতে পারে না, কিন্তু যে সময় ছায়াচিত্র দেখান হয় সেই সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বে এবং পরে যে বিষয় ছায়াচিত্র দেখান হইবে তৎসংক্রান্ত পুস্তক সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। গ্রন্থাগার ছায়াচিত্রের কর্তৃপক্ষের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিলে উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। যে ছায়াচিত্র দেখান হইবে পূর্ব্ব হইতে তাহার সংবাদ গ্রন্থাগারের পাওয়া চাই এবং ক্ষে

বিষয়ে চিত্র দেখান হইবে তাহার নির্ব্বাচিত দৃশ্যের চিত্র বুকমার্ক বা পুস্তকচিহ্ন হিসাবে যাহা আবশ্যক ছায়াচিত্রের কর্তৃপক্ষ তাহা বিনামূল্যে ছাপাইয়া গ্রন্থাগারে পাঠাইতে পারেন। তখন গ্রন্থাগার সেই ছায়াচিত্রের আখ্যানবস্তু সংক্রান্ত যত রকম পুস্তক আছে তাহার তালিকা পাঠকদের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবে। তাহার ফলে বহু পাঠক গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট হইবে। আর বুকমার্ক থাকাতে ছায়াচিত্রের বিজ্ঞাপনেরও কাজ হইবে। ইহাতে কিন্তু গ্রন্থাগারের লাভ বেশী হইবে। অনেক স্থলে আখ্যানবস্তু অকিঞ্চিৎকর হইলেও অনেক ক্ষেত্রে তৎকালের সমসাময়িক জীবন চরিত, তদানীন্তন ইতিহাস, এমন কি, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের পুস্তকের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। চলন্ত চিত্র দেখার ফলে পাঠকের মনে কল্পনার বীজ উপ্ত হয়, অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি প্রসারিত হয়। তাহা না হইলে সাহিত্য যতই সুন্দর হউক তাহার প্রকৃত অনুভূতি অনেক সময় আসেনা। এইভাবে না আসিলে পাঠককে সেই পুস্তক দেওয়াও যা অনভিজ্ঞকে ভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তক দেওয়াও তাই। ছায়াচিত্র ইতিহাসের ঘটনাকে এবং তাহার পাত্রপাত্রীগণকে জীবন্ত করিয়া দেয়। পুস্তকের নিরস পৃষ্ঠায় যাহা পড়া যায় আর চলচ্চিত্রে যে সময়ের ঘটনা, সেই সময়োপযোগী স্থান-কাল-পাত্রের আবহাওয়ার মধ্যে জীবন্ত দৃশ্য দেখার যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

সাধারণতঃ সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য্য চালান হইয়া থাকে। অনেক স্থলে মনোজ্ঞ গল্পের ভিতর দিয়া নবভাবে প্রচার কার্য্য চালান হয়।

অধুনা বেতার বক্তৃতার সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা বেশীভাবে হইতেছে। প্রাত্যহিক বেতার প্রোগ্রামের বিষয়ীভূত পুস্তক সার্ব্বজনিক জ্ঞান-ভাণ্ডার নাম দিয়া পৃথক ভাবে সাজাইয়া রাখা হয়, তাহাতে বহু পাঠক আকর্ষিত হন। তদ্ব্যতীত গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে বেতার বক্তৃতায় ব্যবস্থায় অনেক কাজ হইয়া থাকে।

এইবার ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলিকে স্বল্পব্যয়ে জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক করিবার যে কয়েকটী সহজ উপায় আমার মনে হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিব।



স্মিথ হিল শাখা গ্রন্থাগার—আমেরিকা

১। গ্রন্থাগার যে জেলায় অবস্থিত সেখানকার মানচিত্র, ইতিহাস, সেই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক উপকরণ সেখানে সংগ্রহ করিতে হইবে।

২। গ্রামের সহিত কোনও মহৎলোক সংশ্লিষ্ট থাকিলে তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক এবং সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক।

৩। ভ্রমণ সংক্রান্ত পুস্তকাদি সংগ্রহে বিশেষ কোন ব্যয় হয় না। রেল, জাহাজ ও বিমানপোত কোম্পানী চাহিবামাত্র বিনামূল্যে তাঁহাদের সচিত্র পুস্তিকাদি বিতরণ করিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে ঐ ধরণের সচিত্র পুস্তক চাহিলেই পাওয়া যায়। এগুলি পাঠক আকর্ষণের অল্প সহায়ক নহে।

৪। পুস্তিকা, কার্য্য-বিবরণী, ব্যবসায় দ্রব্যের তালিকা, সংবাদপত্র হইতে কর্ত্তিত করিয়া অথবা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য সময় বিশেষে অনেক কাজে লাগে।

৫। আপন জিলার জ্ঞাতব্য ও আবশ্যকীয় সংবাদ কার্ডে তালিকা-ভুক্ত করা থাকিলে অনেক সময়ে উপকারে আসে।

৬। পরিত্যক্ত পুস্তক ও সাময়িকপত্র হইতে ছবি ও নক্সা কাটিয়া লইয়া তাহা কার্ডে আঁটিয়া এবং শ্রেণীবিভাগ করিয়া ফাইল করিলে অনেক সময়ে তাহার দ্বারা বেশ কাজ হয়।

৭। মানচিত্র, পোষ্টার ও নক্সা দেওয়ালে টাঙ্গান থাকিলে পাঠকের ভৌগলিক জ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয় সহজে জ্ঞানলাভের সুবিধা হয়।

৮। গ্রন্থপাঠ ও আলোচনার জন্য ছোট ছোট পাঠচক্র থাকিলে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা হয়।

৯। সামান্য ব্যয়ে পাঠাগারকে বেশ চিত্তাকর্ষক করা যায়। তাহা করিতে হইলে বৈচিত্র্যের আমদানী করিতে হইবে। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, মটো বা প্লাকার্ড, শিল্পানুরাগী সভ্যের দ্বারা চিত্তাকর্ষক করা বেশী ব্যয়সাধ্য নহে। পুস্তকাদি তাকে সাজাইবারও একটু পারিপাট্য আবশ্যক। তাহার উপর অল্পস্বল্প বাহারে লতাপাতা ও পুষ্পসজ্জা স্বতঃই পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে।

১০। যে সকল নূতন পুস্তকের আমদানী হয়—তাহা খরিদ করাই

হউক বা ধার করাই হউক—তাহার বিজ্ঞাপন সাধারণের নজরে পড়ে এমন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির এটি অন্যতম উপায়। সাধারণের মনে পাঠেচ্ছা উদ্রিক্ত করাই গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য।

খুব ছোট গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আরও দুই চারটী কথা বলিতেছি।

কতকগুলি গ্রন্থাগার দেখিয়াছি সেগুলি যতই ছোট হউক না কেন, তাহাদের খুব বেশী আইন-কানুনের ঘটা দেখিয়া শিহরিতে হয়। নিয়ম-কানুন সাধা-সিধা হওয়া চাই; তাহার পরিচালনাও সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির বাহিরে যাওয়া উচিত নহে। গ্রন্থাগারের জন্যই নিয়ম, নিয়মের জন্য গ্রন্থাগার নহে।

গ্রন্থাগারিক সাধারণের সহিত সহৃদয় ব্যবহার করিবেন।

গ্রন্থাগারের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতেছে পুস্তক। সেগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। অপরিষ্কৃত ও ছেঁড়া পুস্তক হাতে পড়িলে বিরক্তি আসে, পাঠেচ্ছা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—A stich in time saves nine. অর্থাৎ যথা সময়ে একটু সেলাই নয়ফোঁড়ের কাজ বাঁচাইয়া দেয়; একটু আটা ও তুলি সময় মত পড়িলে পুস্তকের অনেক দোষই ঢাকিয়া যায়, দপ্তরীর পয়সাও বাঁচে। বাঁধান অংশ নড়চড় হইলেই সেটুকু সারিয়া লইয়া, ঝাড়ামোছা করিয়া পরিষ্কার ভাবে আলমারীতে সাজাইয়া রাখিলে, পুস্তকের পরমায়ু বাড়ে এবং পাঠকের নয়নানন্দকর হয়।

পুস্তক নির্ব্বাচনের কাজ বড় কঠিন। বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের সহযোগীতায় একাজ করা আবশ্যক। সাধারণ রুচির নাড়ী-নক্ষত্র অনেক দেশে তাঁহাদেরই হাতে। সেকাল ও একালের গ্রন্থাগারে অনেক পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এখন গ্রন্থাগার শিক্ষিত সমাজের প্রধান অঙ্গস্বরূপ—জগতের চিন্তার ধারার সহিত সংযোগ রাখিবার প্রধান সহায়ক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট না মাড়াইয়া গ্রন্থাগারের সাহায্যে লোকে বিশ্ববরেণ্য হইতে পারে; তা রাজনীতি হউক, সমাজনীতি হউক আর অর্থনীতিই হউক, সকল ক্ষেত্রেই উচ্চস্থান অধিকার অসম্ভব হয় না। আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাইবার অর্থ-সামর্থ্য বা কয়জনের? ভাল গ্রন্থাগার জ্ঞান সঞ্চয়ের সকল অভাব বিদূরণে সমর্থ—জ্ঞান বিকিরণের এমন সহজ পন্থা আর দ্বিতীয় নাই।

বালক বালিকাগণকে গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তাহারাই ভাবী নাগরিক ও নাগরিকা, তাহাদের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। প্রথম হইতেই তাহাদের শিক্ষার বনীয়াদ পাকা করিতে হইবে; জ্ঞানের বহর বাড়াইতে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর বাহিরে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হইতেছে গ্রন্থাগার। তাহা বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টই হউক বা বাহিরেই হউক তাহাতে আসিয়া যায় না। প্রথমেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে কেমন করিয়া গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিতে হয়। শিক্ষা দেওয়ার অভাবে অনেক সময় পুস্তকের অপ-ব্যবহার হইয়া থাকে। পাঠস্পৃহা বর্দ্ধনের অনুকূল ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সচিত্র চিত্তাকর্ষক পুস্তক বহুল পরিমাণে আমদানি করা আবশ্যক। সহজ ভাষায় মনোজ্ঞ ভাবে লিখিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণ-কাহিনী—প্রভৃতির পুস্তক শিক্ষণীয় ত বটেই, অধিকন্তু চিত্তবিনোদক। আমাদের দেশীয় বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার আদৌ চিত্তাকর্ষক নহে। সেগুলি শিক্ষার্থীগণকে আকৃষ্ট করিবার উপযোগী করিতে হইবে। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে শিশু-গ্রন্থাগার পাঠস্পৃহা বর্দ্ধনে অল্প সহায়তা করে না। বিদ্যালয়ের কড়া শাসনের বাহিরে স্বাধীন আবহাওয়ায় মধ্যে স্বেচ্ছামত পুস্তকপাঠ বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। যেমন করিয়াই হউক তাঁহাদের মানুষের মত মানুষ করিতে হইবে,

তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাহাদের জ্ঞান-বলে বলীয়ান করিয়া নব জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশে



শিশুকক্ষে তরুণ অভ্যাগতগণ

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের বাহিরে কতকগুলি শিশু-পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে বটে, তবে অর্থসঙ্কটের দিনে সেগুলি আশানুরূপ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক আমি আশা করি বাংলার প্রত্যেক গ্রন্থাগার শিশু-সাহিত্যের আমদানী করিবেন এবং

শিশুগণকে তাহাদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করিবার অনুকূল ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সমস্ত গ্রন্থাগারের সহযোগীতা আবশ্যক। পরস্পর সহযোগীতা ভিন্ন জগতে কোন কার্য্যই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। আত্ম-চৈতন্যের উন্মেষ না হইলে আন্তরিক সহযোগীতার উদ্ভব সম্ভব হয় না। দেশের ও দশের কল্যাণ যে সব প্রতিষ্ঠান অবলম্বনে সহজসাধ্য হয়, গ্রন্থাগার তাহার অন্যতম। দেশকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার এমন সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার ভার লইবার জন্য তৈয়ারী করিতে হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ডক্টার নীহাররঞ্জন রায়ের কর্তৃত্বাধীনে অদ্য হইতে কলিকাতায় গ্রন্থাগারিকের কাজ শিখাইবার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাহার ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

অতীব পরিতাপের বিষয়, আন্তরিক সহযোগীতার অভাবে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার গ্রন্থাগার সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; এমন কি এক চতুর্থাংশের নাম সংগ্রহও সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে সকলের সহায়তা আবশ্যক। অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েশনের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে গ্রন্থাগারের বিবরণ সংগ্রহের জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মী প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে পারে। তিনি বিবরণ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সকলের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কা[illegible]রা নির্দ্দেশ এবং আবশ্যকীয় পরামর্শদান করিতে পারিবেন। আমরা অনুরূপ ব্যবস্থা হুগলী জেলায় অনুষ্ঠিত করিয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীমান প্রমীলচন্দ্র বসুকে আমরা হুগলী জেলার সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার পরিদর্শন

জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বিবদ বিবরণ সংগ্রহ ব্যতিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানকেই উপদেশদানে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি না করিয়া ঢাকা জেলার গ্রন্থাগার সমূহ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারগুলি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া, বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঢাকা জেলা শাখা স্থাপন করিলে, কাজ ভাল হইতে পারে। তজ্জন্য এসোসিয়েশনের সকল সুযোগ সুবিধা পাইতে পারিবেন। নির্ব্বাচিত পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের জন্য এসোসিয়েশনের বৈঠক বসিতেছে। সত্বর তাহা এসোসিয়েশনের বুলেটিনে প্রকাশিত হইবে।

অনেকে এদেশে সরকারী সাহায্য নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। সরকারী সাহায্যের একদিকে সুবিধা যেমন আছে আবার অন্য দিকে নানা অসুবিধাও আছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে সরকারী সাহায্য নাই বলিলেও চলে। গত ষাট বৎসর বিনা সাহায্যেই কাজ চলিয়াছে। স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিই এই সব ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। সেখানকার গ্রন্থাগারে কোন চাঁদা লওয়া হয় না; বিনা চাঁদায় সকলকে পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ে, শ্রমিকাবাসে গ্রন্থপূর্ণ শকট যাইয়া সকলকে পুস্তক পাঠের সুযোগ দেয়। ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রদেশে গো-শকটে এবং অন্ধ্রদেশে গ্রামে গ্রামে নৌকাযোগে পুস্তক পাঠাইয়া গ্রামবাসীদের পুস্তক সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে যে সব স্থানে গ্রন্থাগার নাই এবং গ্রন্থাগার স্থাপনেরও সুবিধা নাই সেসব স্থানে ঐ রকমের একটা পুস্তক যোগাইবার ব্যবস্থা করার সময় আসিয়াছে।

সুখের বিষয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গড়িয়া

তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কার্য্য বিরাট এবং সময় সাপেক্ষ। কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে এটি একটী আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হইবে বলিয়া মনে করি।



একস্থান হইতে অপর স্থানে পুস্তক লইবার জন্য ঠেলাগাড়ী

আমরা সম্প্রতি রবিবাসর উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী দেখিতে গিয়াছিলাম। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার

বাংলায় এক অভিনব সম্পদ। পৃথিবীর নানা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থসম্ভারে গ্রন্থাগারটী সমৃদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশ গ্রন্থই বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধার দান। এখানে নীরব কর্ম্মী সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থাগারে সাধকের ন্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় এখানে বাংলা পুস্তকের সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত নাই। অর্থাভাবই নাকি ইহার কারণ। বাংলার লেখকগণ যদি তাঁহাদের রচিত একখানি করিয়া পুস্তক এই গ্রন্থাগারে দান করেন তাহা হইলে এই অভাব পূরণ হইতে পারে।

পরিশেষে আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে আপনারা বিক্রমপুরের পূর্ব্ব গৌরব গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। জ্ঞানদানের মত পুণ্য অনুষ্ঠান আর আছে কি? উপরকার দু' দশজন শিক্ষিত লোক লইয়া দেশ নহে—দেশের চৌদ্দ আনার উপর লোক যে জ্ঞানপঙ্গু! তাহাদের জ্ঞানসমৃদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানের বৈদ্যুতিক স্পর্শে তাঁহাদের অবসাদগ্রস্ত দেহে প্রাণ সঞ্চার করুন। জগতের চারিদিকে নব জাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। আমরাই বা কেন অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অপর জাতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিব? উঠুন, জাগ্রত হউন; শ্রেয়ঃ কার্য্য—জ্ঞান প্রচার ব্রতে ব্রতী হউন। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হউক।

(লৌহজঙ্গে অনুষ্ঠিত বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)

গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তক

Baker, E. A. The Uses of Libraries. 2nd ed.
(University of London)

Bostwick, A. E. The American Public Library
(Appleton, New York)

Briscoe, W. A. Library Planning (Grafton, London)

Brown, J. D. Manual of Library Economy. 5th ed.
Revised by W. C. Berwick Sayers
(Grafton, London)

American Library Association. Publications.

Cant, Monica. School & College Library Practice
(Allen & Unwin, London)

Dewey, Melvil. Decimal Classification. 13th ed.
(Lake Forest Press, Am.)

Doubleday, W. E. A Primer of Librarianship
(Allen & Unwin, London)

Doubleday, W. E. A Manual of Library Routine
(Allen & Unwin, London)

Dutt, N. M. Baroda & its Libraries
(Central Library Dept., Baroda)

Library Association. Small Municipal Libraries
(Library Assn. London)

Library Association. The Year's Work in Librarianship. 1928 onwards.

Mc Colvin, L. R. Theory of Book Selection
(Grafton, London)

Minto, John. A History of the Public Library Movement (Allen & Unwin, London)

Ranganathan, Rao Saheb. S. R. Five Laws of Library Science (Madras Library Assn.)

Ranganathan, Rao Saheb. S. R. Library Administration (Madras Library Assn.)

Sayers, W. C. Berwick. Introduction to Library Classification (Grafton, London)

Sayers, W. C. Berwick. A Manual of Children's Libraries (Allen & Unwin, London)

Rye, Dr. R. A. The Student's Guide to the Libraries of London (University of London)

সাময়িক পত্রিকা

A. L. A. Bulletin মাসিক পত্র (American Library Association, 520 North Michigan Ave, New york) বার্ষিক ৫ ডলার সভ্য ফিঃ

Library Journal পাক্ষিক পত্র (R. R. Bowker Company. 62 West 45th Street, New York City) বার্ষিক ৩ ডলার চাঁদা

Library Association Record. মাসিক পত্র (Library Association, Chaucer House, Malet Place, London, W. C. I) বার্ষিক ১৫ শিলিং সভ্য ফিঃ

Modern Librarian. ত্রৈমাসিক পত্র (F. C. College, Lahore) বার্ষিক ৫ টাকা চাঁদা

Wilson's Bulletin. মাসিক পত্র (H. W. Wilson Company. 950-72 University Avenue, New York City) বার্ষিক ৫০ সেণ্ট চাঁদা

উল্লিখিত পুস্তকগুলি **ডি, এম, লাইব্রেরী,** ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতেও পাওয়া যাইতে পারে।

নবযুগের সাধনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আমল হইতে আমাদের কলিকাতা করপোরেশন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কল্পে, এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সাহায্য বাবদ যে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে শ্লাঘনীয়। ইহা বাংলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়! নাগরিকদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার জন্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা সহজ উপায় দ্বিতীয় নাই। অর্থনৈতিক অবসন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্য বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইতেছে বটে কিন্তু শিক্ষোন্নতিকল্পে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের উল্লেখ করিতেছি। সেখানে পূর্ত্ত বিভাগ (Public Works & Civil works) এবং সাহায্য বিভাগের (Relief Administration) তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের গৃহ নির্ম্মাণ এবং উন্নতি কল্পে ব্যয়ের বরাদ্দ অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অপরদিকে জ্ঞানবিস্তারের এই অভিনব প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইতেছে। কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার একটু আভাস দিতেছি। পূর্ত্ত-বিভাগের অধীনে যে সকল গ্রন্থাগার গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার ব্যয়ের জন্য এই বিভাগ হইতে শতকরা ত্রিশ টাকা গ্রন্থাগারে দান করা হইতেছে এবং বাকী শতকরা সত্তর টাকা দীর্ঘকালের জন্য অতি সহজ কিস্তিতে গ্রন্থাগারকে হাওলাৎ স্বরূপ দেওয়া হইতেছে। সরকারী বিভাগ (Civil Works Administration) ৪০ লক্ষ নরনারীকে অন্যূন তিনমাসের জন্য কাজ দিবার



ইভানস্টোন সাধারণ গ্রন্থাগার—ইলিনয়

ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইজন্য চল্লিশ ক্রোড় ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। বেকারদের মধ্যে অর্দ্ধেক এবং যাহারা সরকার হইতে আহার্য্য সাহায্য (dole) পাইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক লোককে এইসব কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বেকারদের যুক্তরাজ্যের কর্ম্ম নিয়োগ (United States Employment) আপিসে নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের মধ্য হইতেই লোক লওয়া হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কিছু নির্ম্মাণ কার্য্য থাকিলে তাহাই সরকারী বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। গৃহ সংস্কার, গৃহ চিত্রণ, বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগ, দেওয়ালে কাগজের কাজ, ছাদ সংস্কার, আসবাবপত্র মেরামত আর আধুনিক প্রণালীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতিকে তাহাদের যে যে কার্য্যের আবশ্যক তাহার একটা ফর্দ্দ (project) বিভাগীয় কর্ত্তাদের নিকট দিতে হয়।

আবার যুক্ত রাষ্ট্রীয় আশু সাহায্য বিভাগের (Federal Emergency Relief Administration) হাত দিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত আরও নানারূপ কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। আশু শিক্ষা সংক্রান্ত ফর্দ্দের মধ্যে (১) পল্লীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা উন্নতি সাধন, (২) বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ক্লাস স্থাপন, (৩) বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কার্যকরী (vocational) শিক্ষার ব্যবস্থা, (৪) শ্রমশিল্পের পুনঃ সংস্থাপন, (৫) বয়স্কদের জন্য সাধারণ ভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত, (৬) শিশুদের খেলাধূলার সঙ্গে শিক্ষা দিবার বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যুক্তরাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পরিচালক (Commissioner of Education) এসব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

সাধারণে এই রকম সব কাজের জন্য দৈনিক ঘণ্টা হিসাবে সচরাচর

যে মজুরী দিয়া থাকেন সেইরূপ জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী (living wage) এই সব কাজের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রন্থাগারের দাখিলি ফর্দ্দে (project) যে যে বিষয়ে ব্যয় মঞ্জুর করা হয় তাহার তালিকা দিতেছি :—

১। সমাজের শিক্ষা-সংক্রান্ত সুযোগ এবং সুবিধার পরিমাপ।

২। সকল বয়স্ক লোকের শিক্ষাকল্পে পুস্তক সরবরাহ।

৩। স্থানীয় গ্রন্থাগারে পাঠককে উপদেশ দিবার লোক নিয়োগ।

৪। লোক ধরিয়া আনিয়া গ্রন্থাগারে পাঠের সুযোগ এবং সুবিধা বুঝাইয়া তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার শিখাইবার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ।

৫। পাঠ্যচক্র (study circle) স্থাপন।

৬। জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মীর ব্যবস্থা।

৭। বিশেষ ভাবে বয়স্ক এবং বেকারদের টানিয়া আনিয়া পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়াইবার ব্যবস্থার জন্য লোক নিয়োগ। বেকার বা যাহারা অল্প স্বল্প কাজ করিয়া কোনও রকমে জীবিকার্জ্জন করে তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য দীর্ঘকাল গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা।

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আরও অনেক কাজ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতে করাইয়া লওয়া হইতেছে ; যেমন গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) নির্ঘণ্ট বা কতকগুলি গ্রন্থাগারের পুস্তকের যুক্ত তালিকা প্রস্তুত এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কার্য্য, পুস্তক বাঁধাই, মানচিত্র, সংবাদপত্র এবং মুদ্রিত দ্রব্য সংরক্ষণ, নব প্রণালীতে পুস্তক তালিকা প্রণয়ন, পুরাতন কার্ড পাল্টাইয়া নূতন কার্ড স্থাপন, টাইপের, ফাইলের, আসবাব পত্রের তালিকা, সংগৃহীত পুস্তক ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখা, গল্প কথন, ছবি বাঁধাই, তালিকা সংগ্রহ প্রভৃতি। এই সব কাজের প্রস্তাব স্থানীয় সাহায্য-সংশ্লিষ্ট

পরিচালকদের নিকট পেশ করিতে হয়। প্রস্তাবকালে লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন কাজ দোকর না হয় এবং গ্রন্থাগারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের কোন ক্ষতি না হয়। এই সব কাজে যে সব লোক নিযুক্ত করা হয় তাহাদের কাজ দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেবল স্থানীয় সাহায্য সমিতির একজন সভ্যের সুপারিশ পত্র দাখিল করিতে হয়। মেয়েদের জন্যও নানারূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের কাজ শিখাইবার জন্য যুক্তরাজ্যে অনেক বিদ্যালয় তো আছেই, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় কলেজ মাত্রেই গ্রন্থাগারের কার্য্যে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত আছে। সেজন্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা সেদেশে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই সব নূতন ব্যবস্থায় কোনও গ্রন্থাগারিকই এখন আর বেকার অবস্থায় নাই—গ্রন্থাগারের কোনও না কোনও বিভাগে সকলের কাজ জুটিয়া গিয়াছে। এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে সকল দিক দিয়া গ্রন্থাগারের পরিপুষ্টি সাধিত হইতেছে, গ্রন্থাগারের প্রসার এবং কার্য্যকারিতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। সেজন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। সদাকর্ম্মনিরত লোক পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিবার বেশী অবকাশ পান না। এখন কাজ কর্ম্ম কমিয়া যাওয়ায় লোকের অবকাশ কাল বাড়িয়া গিয়াছে। এই সুযোগে জনশিক্ষার এবং দেশের লোককে জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য, শ্রমশিল্পের ও হাতে কলমে কাজ শিক্ষা করিবার নূতন নূতন প্রণালী সংক্রান্ত পুস্তক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইতেছে, আর তাহার চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বহু অভিজ্ঞ শিল্পী প্রস্তুত হইতেছে। জগতে অর্থনৈতিক অবসন্নতা কিছু চিরস্থায়ী হইবে না, যখন ব্যবসা বাণিজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তখন এই সব বিশেষজ্ঞগণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা এবং

নব নব আবিষ্কার দ্বারা স্বীয় দেশকে গরীয়ান করিয়া তুলিবে। যুক্তরাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির পাঠক সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইতেছে যে গ্রন্থাগারে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের পক্ষে চাহিদামত পুস্তক সরবরাহ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। অর্থনৈতিক চঞ্চলতা মানসিক অশান্তি উৎপাদন করে; তাহার প্রতিকার কল্পে নরনারী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। আবার অবসর ও অর্থাভাব চিত্ত-বিনোদনের অনন্যোপায় স্বরূপ পুস্তকের দিকে লোককে আকৃষ্ট করে। যাহার চাকুরী যায় সে ভাবে কিসে অন্য কাজ শিখিয়া জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারে, যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে পারে; সেজন্য গ্রন্থাগারে পুস্তকের সাহায্য পাইয়া থাকে। সাধারণের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং চিন্তার ধারা উন্নত করিবার জন্য গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অকাতরে দানের সার্থকতা সে দেশের লোক ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। জ্ঞান প্রচারের এই সহজ প্রতিষ্ঠানগুলির তাই এত সমাদর—সেগুলি সৌষ্ঠব-শালী এবং সমৃদ্ধ করিবার তাই এত প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়াছে।

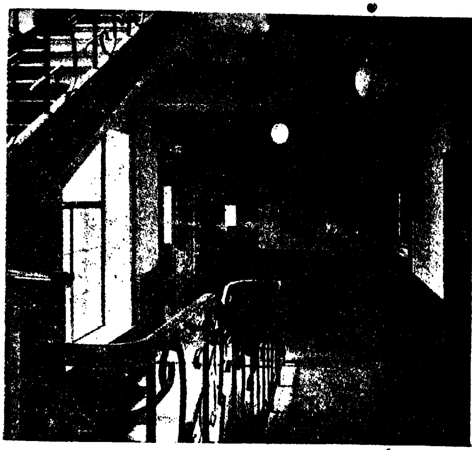
এইবার আমেরিকা যুক্তরাজ্য ছাড়িয়া বিলাতের কথা বলি। এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে বিলাতে লোকের জ্ঞানস্পৃহা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তজ্জন্য পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা মূল্যবান পুস্তকের অভাব দূরীকরণের সুব্যবস্থা হইয়াছে। কার্ণেগী ট্রাষ্টের সাহায্যে ন্যাসন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। আমাদের পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বিলাতের বহু গ্রন্থাগারকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে।



ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বারোদ্ঘাটন

জগতে নানাবিষয়ে পুস্তকের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কোনও গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহার সামান্য ভাগও সংগ্রহ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান পুস্তকের সংখ্যা তিন কোটী কুড়ি লক্ষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ব্রিটীশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগার জগতের মধ্যে একটি বড় গ্রন্থাগার ; তাহারই

পুস্তক সংখ্যা ৫৫ লক্ষ মাত্র, অর্থাৎ প্রতি ৬ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল ১ খানি মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, গ্লাসগো প্রভৃতি



ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—দ্বিতলস্থ লবি

সহরে খুব বড় বড় গ্রন্থাগার আছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকের তুলনায় ইহাদের পুস্তক সংগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আর ছোটখাট গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ কমবেশী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ। সেইজন্য পাঠকের পুরা চাহিদা পূরণ করা সব গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তদ্ভিন্ন যে সব নূতন পুস্তক প্রতিবর্ষে বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যাও এত বেশী যে তাহার সামান্য অংশের স্থান কয়টা গ্রন্থাগার দিতে পারে ?

গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যদি মূল্যবান পুস্তকের লেন দেন চলে তাহা

হইলে সব রকম পাঠকের চাহিদা পূরণ কতকটা সম্ভবপর হয়। একমাত্র সহযোগিতার দ্বারা সব অভাব পূরণ হইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলণ্ডে পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা পুস্তক লেন-



ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—প্রধান প্রবেশ পথ
উপরে গ্রন্থাগারিকের কক্ষের জানালা দেখা যাইতেছে

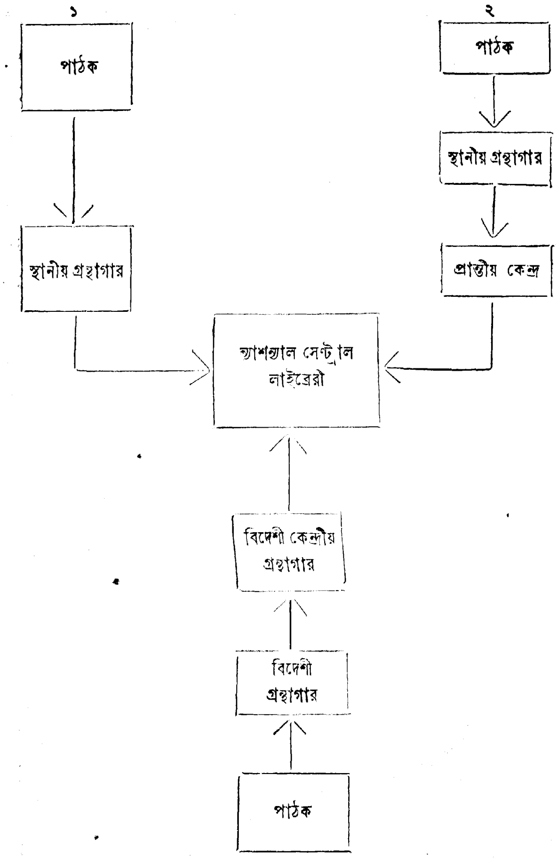
দেনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া সুষ্ঠুভাবে এই লেন দেন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের উপর পুস্তক

সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) সংক্রান্ত সংবাদ বিভাগ আছে; আর সব গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকের যুক্ত-তালিকা (Union catalog) প্রস্তুত করা আছে। তাহার পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ। বিলাতে যে সকল গ্রন্থাগার আছে তাহাদের মধ্যে যাহারা পুস্তক লেন দেন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় তাহারা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত (affiliated) হয়। যুক্ত-তালিকায় যে সব গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকের নাম স্থান পাইয়াছে সেই সব গ্রন্থাগার সংযুক্ত (outliers) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা একশত আটান্ন আর পুস্তক সংখ্যা তেষট্টি লক্ষ।

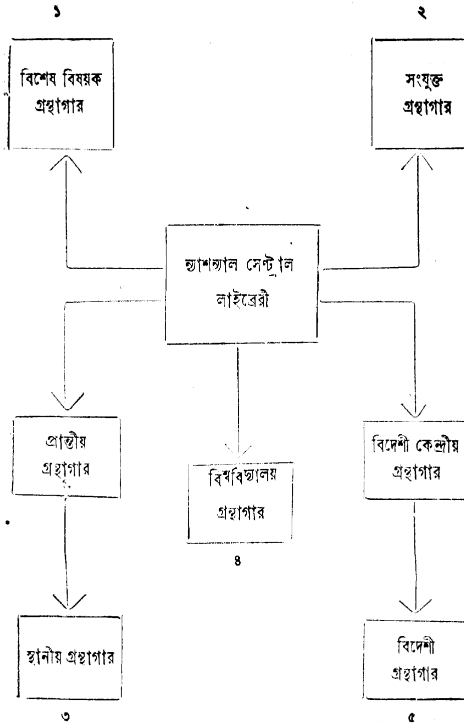
ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর হাত দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ক (Special) গ্রন্থাগারের যত কিছু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ আছে পাঠকদের তাহা সহজলভ্য করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ৩টী কৌন্টিতে (County) যে সব গ্রন্থাগার আছে সেগুলি আটটি কেন্দ্রভুক্ত করা হইয়াছে। উত্তরে কর্ণওয়াল্ (Cornwall), পশ্চিমে মিড্ ল্যাণ্ডস্ (Midlands) দক্ষিণে ওয়েল্স্ সমেত পূর্ব্বদিকের কাউন্টিগুলিতে যে ৪০৭টী গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে লইয়াই কেন্দ্রগুলি গঠিত হইয়াছে। আবার এই আটটি কেন্দ্র ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত আছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে যত লোক আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা তিন জন গ্রন্থাগারের এলাকার বাহিরে বাস করে। তাহাদের নিকটস্থ যে গ্রন্থাগার আছে, তাহা মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারই হউক, জেলা গ্রন্থাগারই হউক আর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারই (Special Library) হউক, সেইখানে লিখিলেই বই যোগান হইয়া থাকে। যদি ঐসব গ্রন্থাগারে কোনও বই না পাওয়া যায়, তাহা যত দুষ্প্রাপ্য বইই



ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থা



ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর পুস্তক দাদনের ব্যবস্থা

হউক না কেন, ন্যাশন্যাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী যেখানে সেই বই আছে তাহা জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেখানে প্রত্যহ এইভাবে

বাহির হইতে ২০০ হইতে ৪০০ পুস্তক যোগাইবার চাহিদা আসিয়া থাকে। গত বর্ষে ১১৮, ২৮৮ খানি পুস্তক এই লেনদেনের সাহায্যে আনাইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ১৫টী বিভিন্ন দেশের ৭৭টী গ্রন্থাগারের সহিত পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বাহির হইতে পুস্তকের চাহিদা পাইলে প্রথমে দেখেন তাঁহাদের গ্রন্থাগারে সেই বই আছে কি না; যদি না থাকে যুক্ত পুস্তক তালিকা দেখিয়া আর কোনও গ্রন্থাগারে সেই বই আছে কিনা দেখা হয়। যদি তালিকায় না থাকে কোথায় সে বই পাওয়া যাইতে পারে তখন তাহার খোঁজ খবর লওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ক বই আবশ্যক হইলে তৎ তৎ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এমন উপযুক্ত গ্রন্থাগারে চাহিয়া পাঠান হয়। এইরূপ ৯৪টীর উপর বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারের (Special Outlier) সহিত ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী যুক্ত আছে এবং তাহাদের সংগৃহীত পুস্তকের নির্ঘণ্টও পৃথক ভাবে রাখা আছে।

বিশেষ বিষয়ক গ্রন্থাগারে সাধারণ বিষয়ক গ্রন্থাগার হইতে সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হইয়া থাকে।

আবার ঐ সকল গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় সে পুস্তক না থাকিলে ৮টি প্রান্তীয় কেন্দ্রে সপ্তাহে দুইবার চাহিদা পাঠান হয়। প্রান্তীয় এলাকার ভিতর যে ৪০৭টী গ্রন্থাগার আছে তাহাদের লইয়া একটী যুক্ত পুস্তক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। তাহার একটি সেট ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে রাখা হইবে, উহাতে কাজের আরও সুবিধা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের চাহিদা আসিলে সেগুলি সপ্তাহে দুইবার ৫৩টী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ লাইব্রেরীতে পাঠান হইয়া থাকে।

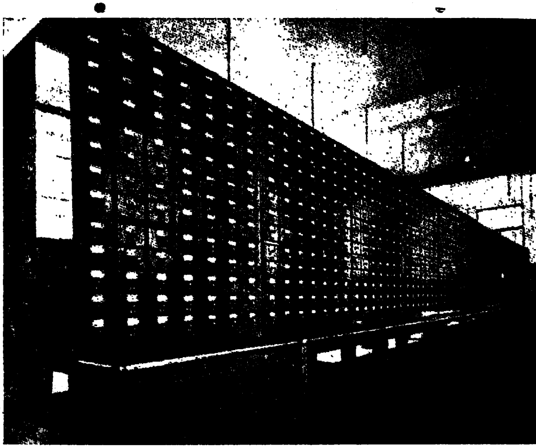


প্রবেশ পথ হইতে ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

বিদেশী পুস্তক যাহা বিলাতে পাওয়া যায় না তাহার চাহিদা আসিলে যে দেশ হইতে সেই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে সেই দেশের কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগারে সেই বই পাঠাইবার জন্য লেখা হয়। আবার সে সব দেশের চাহিদা আসিলে ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী তাহা যোগাইয়া থাকে।

গুরুতর বিষয়ের পুস্তকের চাহিদা সম্বন্ধেই এই সব ব্যবস্থা আছে। সস্তা বই বা নাটক নভেল এভাবে যোগান হয় না। গত বৎসরে যে সকল বই এখানে ক্রয় করা হয় তাহার মূল্য গড়ে—সাড়ে আঠার শিলিং করিয়া।



ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—যুক্ত পুস্তক তালিকা বিভাগ

স্কটল্যাণ্ড এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটেও প্রান্তীয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য এখন স্কটিশ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ও আইরিশ সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী অন্যস্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান বই আনাইয়া দিয়া থাকে। এই দুইটী দেশের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী বিলাতের

প্রান্তীয় কেন্দ্রের মত ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত সংযোগ রাখিয়াছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বেসরকারী ভাবে প্রান্তীয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা আছে। বেলফাষ্ট্ সাধারণ গ্রন্থাগারের হাত দিয়া ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সহিত পুস্তক লেন দেন চলিয়া থাকে।

এই সব পুস্তক যোগানর জন্য বা খবরাখবরের জন্য কোনও খরচা লাগে না; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকগ্রহীতাকে পুস্তক পাঠান এবং ফেরৎ আনার ডাক খরচা দিতে হয়। বিশেষ করিয়া ন্যাশন্যাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলার উদ্দেশ্য হইতেছে—কলিকাতায় ঐ ভাবের কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে কি না তাহার আলোচনা করা। কলিকাতা করপোরেশন যদি একটী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতার সব গ্রন্থাগার তাহাতে সংযুক্ত হয় এবং পরস্পর পুস্তক লেন-দেনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে মূল্যবান পুস্তক ক্রয়ের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায় ও সে টাকায় অন্য বিষয়ে গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যবস্থা হইতে পারে। গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেবল বরাদ্দের টাকায় কতকগুলি বই কিনিয়া তাহার খরচ দেখাইয়া নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না; এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা কিরূপে করদাতাদের কাজে আসিতে পারেন তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। আর অপেক্ষাকৃত বড় গ্রন্থাগারে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ আবশ্যক।

ভারতের ভূতপুর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন যখন বিলাতে বোর্ড অফ্ এডুকেশনের সভাপতি তখন তিনি বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বলেন যে, সে দেশে অন্যান্য সকল বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে বটে কিন্তু কেবল গ্রন্থাগারগুলির বরাদ্দ না কমাইয়া বরং স্থানে স্থানে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বরোদা রাজ্যে গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলিকাতা করপোরে-

শনকে আমরা ভারতের আদর্শস্থানীয় দেখিতে চাই। কলিকাতার যত গ্রন্থাগার আছে সব সংযুক্ত হওয়া উচিত। পরস্পরের মধ্যে পুস্তক বিনিময় প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়াছে সে কথা আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। আজ কাল সাহিত্যের নানা আবর্জ্জনা আসিয়া বাণীমন্দির কলুষিত করিতেছে। লঘু সাহিত্যের বা light literature এর দোহাই দিয়া trash literature বা আবর্জ্জনা যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, বাণীমন্দিরের পবিত্রতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য সকলের অবহিত হওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন চাহিদা বুঝিয়া মাল না যোগাইলে গ্রন্থাগার টিকিবে কি করিয়া? তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সাধারণের রুচি উন্নত করিবার গুরুভার প্রত্যেক গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। কর্ম্মক্লিষ্টের চিত্তবিনোদনের উপযোগী চিত্তোৎকর্ষসাধক সাহিত্যের (recreative literature) অভাব নাই। তাহার দিকে লোকের চিত্ত যাহাতে আকৃষ্ট হয় তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এরূপ পুস্তকের প্রচারের স্থান গ্রন্থাগার নহে। কলিকাতা করপোরেশনের বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কিছুদিন পূর্ব্বে অভিযোগ করিতেছিলেন যে কলিকাতার বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের পুস্তক দাদনের বই (Issue Register) দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন যে, গুরুতর বিষয়ক পুস্তকের পাঠক দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, অপরদিকে নাটক নভেলের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। আমার বোধ হয় গুরুতর বিষয়ের পাঠক বাড়াইবার জন্য নাটক নভেল ছাড়া আর সব বই বিনা চাঁদায় পাঠককে দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে দুই এক জায়গায় পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার ফল মোটের উপর সন্তোষ-জনক দাঁড়াইয়াছে।

সকল গ্রন্থাগারই সকাল ও বৈকাল খোলা থাকা ত চাই-ই,

তদ্ভিন্ন দুপুরবেলা যাহাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে সেখানে লইয়া যান এবং গ্রন্থাগারিক তাহাদের গ্রন্থাগারের



লস্ এঞ্জেলস্ সাধারণ গ্রন্থাগার হলিউড্ শাখা—শিশু-কক্ষ

ব্যবহার শিক্ষা দেন তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গ্রন্থাগারগুলিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যায়াম প্রভৃতি পল্লীর সকল সদনুষ্ঠানের এবং নাগরিকের কর্ত্তব্য শিক্ষার কেন্দ্র করিতে হইবে। আর প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সহিত যাহাতে শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকে তাহার ব্যবস্থা করাও অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শৈশব হইতে পাঠানুরাগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে—তবেই পাঠানুরক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। পুস্তকের মত সৎসঙ্গ আর কোথায় মিলিবে? জগতের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর,

যাহা কিছু চিত্তরঞ্জক, যাহা কিছু স্পৃহনীয়—সবই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশুদ্ধ আনন্দের স্থান জগতে আর কি আছে? যুগে যুগে কত মহাপুরুষের উদ্ভব এবং বিলয় ঘটিয়াছে কিন্তু তাহাদের চিন্তার ধারা এখানে আটক পড়িয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের শিক্ষার স্থান—সে শিক্ষা পাইতে হয় কড়া শাসন এবং নিয়ম কানুনের ভিতর দিয়া! আর গ্রন্থাগারের শিক্ষার কালাকাল নাই,—ইহা আজীবন শিক্ষার স্থান,—স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান সঞ্চয় হয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পাঠচক্র থাকিলে জ্ঞানার্জ্জনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিশু বিভাগে তেমনি গল্পের ক্লাস বড় লোভনীয় বস্তুতে দাঁড়াইয়া যায়। শিশু হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের এমন সহজ উপায় আর নাই। গল্পের আশ্রয় লইয়া ইতিহাস, জীবন রচিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী করা যাইতে পারে। খেলাধূলার মধ্যে দিয়াও কত শিক্ষণীয় বস্তু সহজে বোধগম্য করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম যদি জাতিকে বড় করিতে হয়—মানুষের মত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। গোড়ার পত্তন ভাল করিতে হইবে—গোড়ায় গলদ থাকিয়া গেলে আর উপায় থাকে না, সেজন্য শিশুদের বাদ দিলে চলিবে না,—তাহাদের জন্যও প্রত্যেক গ্রন্থাগারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে প্রদত্ত বক্তৃতা

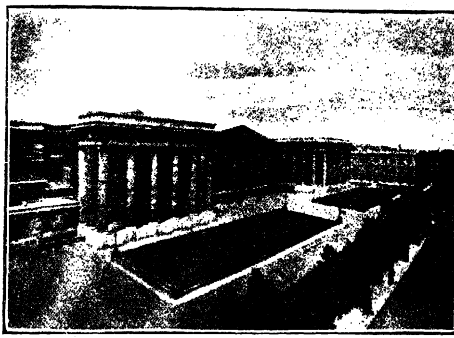
শিল্প বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি

ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ শিল্প বাণিজ্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কাজেই শিল্প বাণিজ্যের উপযোগী জ্ঞাতব্য তথ্য জানিবার জন্য সে সব দেশের লোকের বেশী আগ্রহ। তাই প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই তাহার জন্য পৃথক বিভাগ আছে, আর সে বিভাগের চাহিদাও বেশী। আমাদের দেশে বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য, ব্যবসা বা কলকারখানা অধিকাংশ বিদেশীর বা বাঙ্‌লার বাহিরের লোকের হাতে। বাঙালী সাধারণতঃ চাকরিতেই তুষ্ট। ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কলম পিষিয়া আর গুরুতর বিষয়ে মাথা ঘামাইবার স্পৃহা থাকে না—কোনও বিষয়ে জানিবার আগ্রহও উদ্দীপ্ত হয় না! কাজেই গ্রন্থাগারে জিজ্ঞাসুর সংখ্যা নগন্য থাকিয়া যায়। তাই কর্ম্মক্লান্তের বা অলস প্রকৃতির চিত্তবিনোদনের জন্য লঘু সাহিত্যের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত তাহাদের অবকাশ কম; কিন্তু ভাল করিয়া কাজ বা ব্যবসা চালাইতে হইলে অনেক খবর রাখিতে হয়। রাশি রাশি পুস্তকে বা সাময়িক পত্রাদিতে হয়তো সে সব খবর ছড়ান আছে! তাহা পড়িয়া জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ; অন্যান্য দেশে তাই গ্রন্থাগারের শিল্প বাণিজ্য বিভাগে তৎসংক্রা[ন্ত] সংবাদ জানিবার জন্য পাঠকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য আছে। হয় তো কোনও সংবাদপত্রে বা মাসিকপত্রে শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও বিশেষ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া পৃথকীকৃত করিয়া রাখা হয়। গোটা মাসিক বা সাময়িক পত্র বা

সংবাদপত্র সে বিভাগে দেখিতে পাইবেন না, যেটুকু দরকার সেইটুকু যথাস্থানে ফাইল করিয়া রাখা আছে। আবশ্যক হইলে সূচী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা কাজে লাগান হয়। এই বিভাগের উপযোগী বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা আছে। হাতে হাতে উপকৃত হওয়ায় এই বিভাগের ব্যয় সংকুলানের অর্থাভাব ঘটে না—যাহারা উপকার পায় তাহারা অর্থানুকূল্যে মুক্তহস্ত হইয়া থাকে। এই সব বিভাগ কেবল পুরাতন মালমশলা লইয়া তুষ্ট থাকে না। নিত্য নূতন তথ্য আহরণে ব্যাপৃত থাকে। জ্ঞাতব্য বিষয় কোন গ্রন্থাগারে না পাওয়া গেলে অন্যস্থান হইতে টেলিফোন দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহককে দেওয়া হয়।

লণ্ডন সংশ্লিষ্ট সব বরো (borough) গুলিতে লাইব্রেরী আইন প্রচলিত আছে। তাহাদের অন্তর্গত একশত সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার আছে। সেগুলি পরস্পরের সহিত সহযোগিতায় পরিচালিত হইতেছে। এই সহযোগিতার ফলে অনেক ব্যয় কমিয়াছে; সেই অর্থের দ্বারা ভাল ভাল পুস্তক খরিদ এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য বিভাগের নানারূপ উন্নতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় শ্রমশিল্পের অনুকূল ব্যবস্থা সেই সব স্থানের গ্রন্থাগারে আছে। কোথায় কোন্ শিল্পের প্রাধান্য—স্থানীয় গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। লণ্ডনের শোরডিচ্ (Shorditch) পল্লীতে আসবাবপত্র ও গৃহ সজ্জা শিল্পের প্রাধান্য। বেথনাল্ গ্রীনের (Bethnal Green) বেশভূষা এবং আসবাবপত্র বিভাগ, একটনের (Acton) ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বারমণ্ডসের (Bermondsay) চামড়া বিভাগ, ফিনিস্‌বেরির (Finisberry) বহির্বাণিজ্য বিভাগ সেই সেই স্থানের গ্রন্থাগারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের তিনটী সহরে তূলার কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কাগজ তৈয়ারীর বৈশিষ্ট্য আছে; সেই সেই স্থানীয় গ্রন্থাগারে তৎ-তৎ-শিল্প

সংক্রান্ত যাহা কিছু জানিবার সব সংবাদই পাওয়া যায়। আর সকলের অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিরাট সংগ্রহ রহিয়াছে।

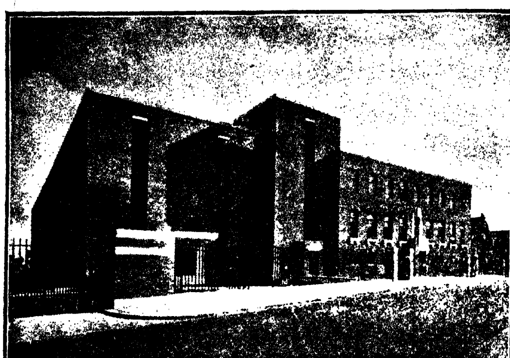


ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগার—লণ্ডন

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি ৬০,০০০ বা ততোধিক অধিবাসী আছে এইরূপ ১১৮টি সহরে তদন্ত করা হইয়াছিল। এই সব স্থানে কতকগুলি লিখিত প্রশ্ন পাঠান হয়; প্রশ্ন দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—সাধারণ নীতি (General Policy) এবং মালমশলা সংগ্রহ সংক্রান্ত।

প্রথমোক্তের প্রশ্ন ছিল :—১। যে সব স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগযুক্ত গ্রন্থাগার বা ঐ সম্বন্ধীয় শাখা আছে; ২। যে সব গ্রন্থাগারে বিশেষ বিভাগে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত মালমশলা সংগ্রহেরও ব্যবস্থা আছে; ৩। যে সব গ্রন্থাগারে ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান ছিল না ক্রমশঃ সেই দিকে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে; ৪। যে সব গ্রন্থাগারে অন্যান্য

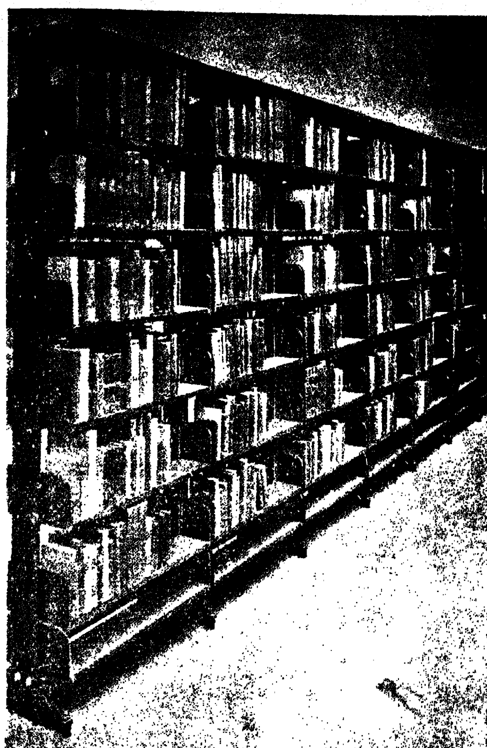
কার্য্যের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ; ৫। যে সব গ্রন্থাগারে পৃথক বিভাগ না রাখিয়াও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পৃথক সংগ্রহের জন্য পৃথক ব্যয়ের নির্দ্দেশ আছে ; ৬। যে সব গ্রন্থাগারে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ সহকারী গ্রন্থাগারিক আছে ; ৭। যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে গ্রন্থাগারের



ব্রিটিশ মিউজিয়ম—সংবাদপত্র ভবন

কার্য্যতালিকা বিজ্ঞাপন দিবার বিশিষ্ট প্রণালী রহিয়াছে ; ৮। যে সব গ্রন্থাগার স্বকীয় এলাকার বাহিরের ব্যবসা সংক্রান্ত জিজ্ঞাসুদের সাহায্য করে ; ৯। ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগারের কার্যে যে সব সমস্যার সমাধান হয় নাই ; ১০। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত গ্রন্থাগারের কার্য্যের উপর মন্তব্য বা আলোচনা।

দ্বিতীয় বিভাগের জিজ্ঞাস্য ছিল :—১। মূলধন ন্যস্ত সম্বন্ধে মালমশলা সংগ্রহের বার্ষিক ব্যয় ; ২। গ্রন্থাগারে সহরের ডিরেক্টরী সংগ্রহের জন্য



লোহার খোলা তাক

বার্ষিক বরাদ্দ; ৩। গ্রন্থাগারে অন্যান্য ডিরেক্টরী সংগ্রহের জন্য বার্ষিক ব্যয়; ৪। ব্যবসায় সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারে মানচিত্রাদি সংগ্রহ; তাহার ভিত্তি ও

বার্ষিক ব্যয়; ৫। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ কি ভাবে হওয়া উচিত; ৬। ঐ সংক্রান্ত পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রাদি কিরূপে সংগ্রহ করিতে হইবে; ৭। কি ভাবে ঐ সংক্রান্ত পুস্তিকা এবং কাঁটা-ছাঁটা সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক; ৮। বাজার দর সংগ্রহ; ৯। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দলীল-দস্তাবেজ সংগ্রহ; ১০। ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ। এই তদন্তের ফলে জানা যায় ৫০টী গ্রন্থাগারে মূলধন ন্যস্ত সম্বন্ধে সংগ্রহ আছে। এই সম্বন্ধে ব্যয়ের সমতা নাই। এ বিষয়ে চিকাগো ও ডেট্রয়েট বার্ষিক সাড়ে সাতাশ শত ডলার, হার্টফোর্ড ছয় শত ডলার, মিনাপলিশ পাঁচ শত ডলার, নিয়ার্ক চৌদ্দ শত ডলার, পিট্সবার্গ সাড়ে ছয় শত ডলার আর সিটেল চার শত ডলার ব্যয় করে।

সহরের ডিরেক্টরী সংগ্রহের ব্যবস্থা অনেক গ্রন্থাগারেই আছে। তন্মধ্যে ডিমইন (Desmoines), গ্যারি (Gary), সেণ্টযোসেফ (St. Joseph) এবং টুলস্ (Tuls) এর সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সব গ্রন্থাগার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বোষ্টন সহরের কিরষ্টেন ব্যবসা শাখা (Kirsten Business Branch), ক্লেভল্যাণ্ডের ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ সরবরাহ বিভাগ (Business Information Bureau) জ্যামেকা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগ (Business Library Division) পিয়রিয়ার ব্যবসাকক্ষ (Business Room) আর স্যান্ডিয়োর ব্যবসায় ও শিল্প (Business and Technology) বিভাগের বি[illegible]ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই বিভাগের জন্য যাহারা পৃথক হিসাব রাখিয়াছে, ১৯৩০ সনে তাহাদের ব্যয়ের তালিকা হইতেছে :— [illegible] পুস্তক সংগ্রহের জন্য হাজার ডলার, বোষ্টনে নূতন শাখায় পুস্তক সংগ্রহ জন্য দশ হাজার ডলার,

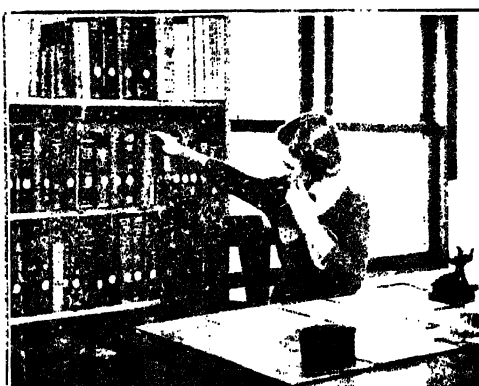
ব্রিজপোর্টে পুস্তক সংগ্রহার্থ সাড়ে সাত হাজার ডলার ও বেতন বাবদ সাত হাজার ডলার, চিকাগোয় তিন হাজার ডলার, ডেট্রয়েটের পুস্তক সংগ্রহে দেড় হাজার ডলার, ফোর্টওয়েনে সাড়ে সাত হাজার ডলার, হার্টফোর্ডে আট হাজার ডলার আর ইণ্ডিয়ানাপলিসে আট হাজার সাত শত ডলার।

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত গ্রন্থাগারের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ার্কের ব্যবসায় শাখার একটু বিশদ পরিচয় দিতেছি। নিয়ার্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ১৯২৭ সনের মে মাসে ৩৪নং কমার্স্ ষ্ট্রীটে ব্যবসা সংক্রান্ত একটী শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন করে। বাড়ীটি ত্রিতল; লম্বা আশী ফুট ও চওড়া উনত্রিশ ফুট। এক তলায় ব্যবসা সংক্রান্ত যে সব মালমশলা জিজ্ঞাসুর তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা দরকার, সেইগুলি সহজে পাওয়া যায় এরূপভাবে সাজান থাকে। এখানে সবরকম ডিরেক্টরী রাখা হয়; সহর সম্বন্ধে এবং ব্যবসা ও মূলধন খাটান সংক্রান্ত যাবতীয় ডিরেক্টরী ও মানচিত্র এখানে দেখিতে পাইবেন। দ্বিতলে অবকাশমত ভাল করিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্র পড়িবার ব্যবস্থা আছে। যে সব পাঠকের কাজের তাড়া নাই, তাহাদের বসিয়া পড়িবার যথেষ্ট স্থান আছে। উন্নত ব্যবসা সংক্রান্ত সকল বিভাগের আধুনিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক ও শত শত সাময়িকপত্র এখানে সাজান আছে। তাহার মধ্যে এমন বই ও সাময়িকপত্র আছে—যাহা বাড়ী লইয়া গিয়া পড়া চলে। ত্রিতল কার্য্যপ্রসারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এখন সেস্থান পুরাতন ডিরেক্টরী ও সাময়িকপত্র রাখিবার এবং আপিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই ব্যবসা সংক্রান্ত শাখা গ্রন্থাগারটি সাধারণ গ্রন্থাগারের একটী স্বতন্ত্র বিভাগরূপে গণ্য করা হয় এবং তাহার ধার্য্য ব্যয়ের শতকরা নয় ভাগ ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রধানতঃ নিয়ার্কের ব্যবসায়ী-গণের পরিচর্য্যার জন্য এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হইলেও নিউইয়র্ক সহর ও

সহরতলীর এবং তাহার বাহিরের লোকেরও প্রশ্নের উত্তর দিবার এখানে ব্যবস্থা আছে।

এই গ্রন্থাগারের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও প্রশ্নোত্তর যোগাইবার জন্য তাঁহার পাঁচজন সহকারী, একজন পুস্তক তালিকা সংগ্রহকারী, একজন ষ্টেনোগ্রাফার এবং ৪ জন অন্য সহকারী আছেন; তাঁহারা যে কোনও লোকের নিকট যে কোনও স্থানের আবশ্যকীয় সংবাদ আহরণের জন্য গিয়া থাকেন। অন্য স্থানের গ্রন্থাগার, সাময়িক পত্র প্রকাশক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং রাজ কর্ম্মচারীরা ইহাদের সহিত উদারভাবে সহকারিতা করিয়া থাকেন। এখানে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের মালমশলা সংগ্রহের মধ্যে সহরের নামের বর্ণমালানুসারে ৬০০ সহরের ডিরেক্টরী সাজান আছে—মহাদেশ এবং তৎপরে দেশ হিসাবে বর্ণমালানু-সারে ২২৫ খানি ডিরেক্টরী রক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিষয় বিভাগ করিয়া বর্ণমালানুসারে ৮০০ খানি ব্যবসা সংক্রান্ত ডিরেক্টরী সংগ্রহ করা আছে। মূলধন খাটান সংক্রান্ত সংগ্রহে আমেরিকা যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড ও ইউরোপের রাজস্ব সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান এবং আমানত (Security) সম্বন্ধীয় নিত্য ব্যবহার্য্য পুস্তিকাদি আছে। এখানে পাঁচ শত সাময়িক পত্র সংগৃহীত আছে; তাহাতে কেবল ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য দেখিতে পাইবেন। সেগুলিও নামানুযায়ী বর্ণমালানুসারে সাজান আছে। তদ্ভিন্ন পুস্তিকা ও সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকাদি হইতে কাটিয়া ছাঁটিয়া যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা হয় সে সব মালমশলার জন্য যে সব পৃথক সাংবাদিক ফাইল আছে তাহাতে সেগুলি বিষয় অনুসারে বর্ণমালানুযায়ী রাখা হইয়াছে। বিবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত যা কিছু বই বাহির হইয়াছে তাহার সংগ্রহ এখানে আছে; সেগুলি ডিউই দশমিক প্রণালী অনুসারে রাখা হইয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত শাখার মালমশলা সংগ্রহের চারিটী নির্দ্দিষ্ট ধারা আছে। প্রথমটি হইতেছে :—কার্ড তালিকা—তাহাতে লেখক, পুস্তকের নাম এবং পুস্তকের লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের কার্ড আছে। দ্বিতীয় হইতেছে গ্রন্থপঞ্জী (bibliography)—"২৪০০ ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক" এবং তাহার পরিশিষ্ট "ব্যবসা সংক্রান্ত পুস্তক ১৯২০—২৬"; ইহাতে আছে অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসায় সাহিত্যের গভীর গবেষণা মূলক বিশ্লেষণ। তৃতীয় হইতেছে ডাক ঘরের তালিকা ও ডিরেক্টরী এবং তাহার পরিশিষ্ট—কার্ডে বিষয়ানুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ করা ডিরেক্টরীর তালিকা, আর চতুর্থ হইতেছে পাঁচ শত সাময়িক পত্রের ১৩৪৩টী বিষয়ে বিভক্ত তালিকা।



আমেরিকার একটি গ্রন্থাগারে টেলিফোন যোগে সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা

ব্যবসায় শাখার বেশীর ভাগ প্রশ্ন আসে টেলিফোন সহযোগে; তাহা ছাড়া পত্র আসে এবং জিজ্ঞাসু লোকও আসে। টেলিফোনে খবরাখবর

করিবার জন্য এবং জিজ্ঞাসুর প্রশ্নোত্তর দিবার জন্য পাঁচজন সহকারীকে বিভিন্ন সময়ে সেখানে হাজির থাকিতে হয়। পত্র দ্বারা যে সব জিজ্ঞাস্য বিষয় আসে তাহা কর্ম্মকারীদের মধ্যে উত্তরের জন্য বিলি করিয়া দেওয়া হয়। কঠিন বা জটিল প্রশ্ন আসিলে উত্তরের জন্য সব সহকারীরই সাহায্য লওয়া হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের একটী বিভাগ হইলেও, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত শাখাকে কোনও একটা বিশেষ ধারায় তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না বটে, কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত খবর যাহাতে চাহিবা মাত্র বাহির করিয়া দিতে পারা যায় তাহার সহজ পন্থা বাহির করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতে হয়।

নিয়ার্কের করদাতারা এই গ্রন্থাগার স্থাপনে দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার ডলার মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে এবং প্রতিবর্ষে পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার ডলার এই গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিয়া আসিতেছে। এই ব্যয়ভার তাহারা স্বেচ্ছায় বহন করিয়া থাকে। তাহারা জানে যে উপকারের তুলনায় এ ব্যয় অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত, এই গ্রন্থাগার থাকায় তাহাদের কত সময়ের অপচয় হ্রাস হইয়াছে। অন্যান্য সুবিধার ত তুলনাই হয় না। গ্রন্থাগারের আশে পাশে পঁচিশ হাজার ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত আফিস আছে। হাতের কাছে এই গ্রন্থাগারের সাহায্যে পাঁচ হইতে দশ মিনিটের মধ্যে কত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। ইহা ব্যবসাদারের পক্ষে কম লাভের কথা নহে!

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন। বাণিজ্যের তুলনায় কৃষির লভ্য অর্দ্ধেক, আর চাকুরীর স্থান সর্ব্ব নিম্নে। বাঙালী চাকুরীজীবি হইয়া সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার করিয়াছে! প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নত প্রণালী অবলম্বন না করায়—তাচ্ছিল্য ও অবহেলায় কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও বাঙলায় কৃষির স্থান অনেক নিম্নে গিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর

সর্ব্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য এত হ্রাস হইয়াছে যে তাহাতে কৃষির খরচা পোষাইতেছে না। কেবল মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, তাহার সহিত শ্রমশিল্পের যোগ রাখিতে হইবে। নতুবা অন্ন সমস্যার সমাধান হইবে না। জাপান কৃষির সহিত শ্রমশিল্পের সাধনায় জগতে অদ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। তাহার সাফল্যে পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্যজীবিরা শঙ্কিত, ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সঙ্কোচের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম শ্রমশিল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে। গ্রন্থাগারগুলিতে তাহার উপযোগী সাহিত্যের আমদানী করিতে হইবে। লাহোরের লালা লাজপত রায়ের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার এবং স্যার গঙ্গারাম ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত লাইব্রেরীর মত গ্রন্থাগার বাংলায় নাই। কলিকাতায় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল লাইব্রেরী অনেকে দেখিয়াছেন; কিন্তু কয়জন সেখান হইতে পুস্তক লইয়া ব্যবহার করেন? সেখানে যে সংগ্রহ আছে তাহা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না কেন? যে কোনও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে সেখান হইতে মূল্যবান পুস্তক আনাইয়া পাঠকদের মধ্যে বিলি করিতে পারেন। বিনা ব্যয়ে এত বড় সুযোগ কেন সকলে লইবেন না? ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা আছে। মূল্যবান পুস্তক কিনিবার সামর্থ্য সকল গ্রন্থাগারের নাই। তাঁহারা অনায়াসে ব্যবস্থা করিয়া সেখান হইতে দামী বই আনাইয়া পাঠকদের তৃপ্ত করিতে পারেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হুভার সাহেব বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত গ্রন্থাগার (Special Library) সম্বন্ধে অতি মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমার মনে হয় ব্যবসা

সংক্রান্ত গ্রন্থাগারের কাজ হইতেছে ব্যবসার কাজে লাগে এমন মাল-মশলার সংগ্রহ এবং প্রয়োজন হিসাবে যেটি অবলম্বন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং তাহাতে কাজের সুবিধা হয় এমন অত্যাবশ্যকীয় সংবাদ পাঠকের সহজে এবং সত্বর প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।



জোসেফ্ হেন্‌রী ক্লাব পাঠাগারে ছেলে-মেয়েরা শিল্পসমস্যা সমাধান করিতেছে

গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাগারের যদি একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে এবং যদি ব্যবসা সংক্রান্ত সংবাদ যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং তাহা সুকৌশলে সংস্থিত হয় তাহা হইলে বড় বড় সওদাগরী আফিসের কর্ত্তারাও এ হেন সুযোগ এবং সুবিধা লইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এইভাবের পরিচর্য্যার মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জ্ঞানই শক্তির

আকর—এই প্রবচন যেমন বিদ্যার্জ্জনের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হয়, ঠিক সেইভাবে উহা শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও প্রযুজ্য। ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক যদি কোন বাণিজ্যকেন্দ্রের সমগ্র অংশ স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহাতে লাভের অঙ্ক তো বাড়িবেই, অধিকন্তু গঠনমূলক আদর্শেরও পরিপুষ্টি সাধিত হইবে।"

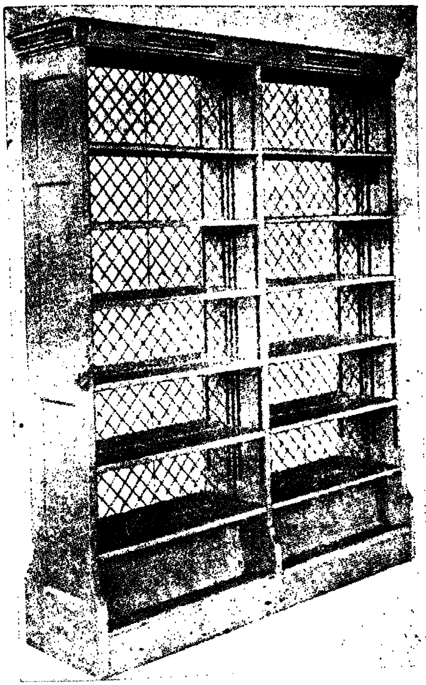
য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সকল সহরেই মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার আছে। আমাদের দেশে তাহার একান্ত অভাব। ক্লেভল্যাণ্ড সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত (Municipal Reference Library) একটী শাখা গ্রন্থাগার আছে। নাগরিক শাসনাধিকারের কার্য্যের সুবিধার জন্য এই শাখা গ্রন্থাগার নগরের প্রধান সভাগৃহে স্থাপিত। এই গ্রন্থাগারের কাজ হইতেছে জনসাধারণের অবস্থা, সংখ্যা, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী ব্যবহার জন্য সরবরাহ করা এবং কোন প্রশ্ন বা সমস্যার উদ্ভব হইলে তাহার মীমাংসার জন্য তদুপযোগী মালমশলা এবং অন্যান্য মুদ্রিত জ্ঞাতব্য বিষয় নাগরিক এবং রাজকর্ম্মচারী-দের যোগাইয়া দেওয়া। নগরের উন্নতি বিধায়ক সভাসমিতি এবং মিউনিসিপ্যাল সমস্যা লইয়া যে সব নাগরিক মাথা ঘামাইয়া থাকেন তাঁহারাও এই গ্রন্থাগার হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন। নগর শাসক, পরিচালক এবং কার্য্য নির্ব্বাহকদের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্যের অভাব পূরণ জন্য প্রধানতঃ এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। তবে সাধারণের জন্য ইহার দ্বার সদা উন্মুক্ত। রাজাজ্ঞা পত্র বা সনন্দ (Charter), জরুরী কানুন (Ordinances) বিভাগীয় কার্য্যবিবরণ, ব্যবস্থাপক বা নাগরিক সভার কার্য্যাবলীর এবং অন্যান্য সহরের কোন বিশেষ বিষয়ের অনুসন্ধানের কার্য্য বিবরণ এখানে রাখা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থাগারের আর একটী কাজ হইতেছে কোন একটা সমস্যার মীমাংসার জন্য

আবশ্যক মত অন্যান্য সহরের বর্ত্তমান অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, আর নগরের রাস্তা নির্ম্মাণ (Paving), পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত (Sewage), রাস্তায় আলোকের ব্যবস্থা এবং পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবার উপায়, আবর্জ্জনা সংগ্রহ এবং তাহা নিকাশের ব্যবস্থা, খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা, নূতন নগর পত্তন এবং ধূম্র নিবারণ সংক্রান্ত নানা গবেষণামূলক পুস্তকাদি এখানে সংগ্রহ করা। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ, রাজপথের উপর এবং তলদেশ দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ ইত্যাদির পুস্তক সংগ্রহও নিতান্ত অল্প নহে। মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত দেশ বিদেশের যাবতীয় সংবাদ এখানে সংগৃহীত আছে।

অতীব পরিতাপের বিষয় এত বড় কলিকাতা করপোরেশনে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত বড় একটা সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার বা মিউনিসিপ্যাল Reference গ্রন্থাগার নাই। তবে কলেজ ষ্ট্রীটের কমার্শিয়াল মিউজিয়মে একটি পাঠাগারের সবেমাত্র পত্তন হইয়াছে। বাংলাদেশে সহরের সংখ্যা খুব অল্প। মফঃস্বলে ১১৮টী মিউনিসিপ্যালিটী আছে, তন্মধ্যে কয়টি সহর আখ্যার উপযোগী ? অধিকাংশই বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রামের উন্নত সংস্করণ।

য়ুরোপ প্রভৃতি স্থানে সহরই জাতীয় জীবনের কেন্দ্র। Civic কথাটীর উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসে। Civic এর অর্থ নাগরিক বা সহরবাসী। Civis হইতে civic আসিয়াছে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক—বিশুদ্ধ বায়ু ও পানীয়, রোগে [illegible]াকর আবর্জ্জনা দূরের ব্যবস্থা, সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার প্রতিরো[illegible] [illegible]ান বাহনের পথ, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল ব্যবস্থা করা নাগরিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য; তাহা পালন জন্য নাগরিক সভা বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের উদ্ভব। নাগরিকগনের প্রতিনিধিদের উপরেই করপোরেশনের কার্য্যভার ন্যস্ত। প্রতিনিধিদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ হইতেছে নাগরিকের কর্ত্তব্য।

কার্য্যে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করিলে নাগরিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিনিধি-দের সতর্ক করিয়া দিলে ক্রটী বিচ্যুতির সম্ভাবনা কম হয়।



কাঠের খোলা তাক

আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বোষ্টউইক সাহেব (A. E. Bostwick) যে তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে

আমাদের শিখিবার অনেক কথা আছে। তালিকাটী এই ঃ—১। পুস্তকের তাকে পাঠকের অবাধ গতির ব্যবস্থা; ২। গৃহে লইয়া গিয়া পুস্তক ব্যবহার; ৩। যে মাল মশলা সহজে পূরণ করা যাইতে পারে তাহা অস্থায়ীরূপে ব্যবহার; ৪। পাঠক এবং পুস্তক গ্রন্থাগারের একাঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করা; ৫। সদা ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পুস্তক সংরক্ষণ; ৬। বর্দ্ধনশীল এবং ব্যাপকভাবে কার্য্যের ক্রমবিস্তার; ৭। আধুনিক প্রণালীতে নির্ঘণ্ট ও পুস্তক তালিকা এবং মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ সংরক্ষণ; ৮। লাল ফিতার সঙ্কোচ এবং সহজ লভ্যের প্রসারবৃদ্ধি; ৯। পাঠকমণ্ডলীর পরিচর্য্যা; ১০। জনসমাজের অভাব এবং [illegible] বুঝিয়া অবিলম্বে তদুপযোগী পুস্তক সংগ্রহ; ১১। সুচিন্তিতভাবে সাধারণের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা; ১২। ব্যবসা এবং শ্রমশিল্পের অনুশীলনকারীকে বিশেষভাবে সাহায্য-প্রদান; ১৩। শ্রমিকদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা; ১৪। তাহাদের পরস্পর সাহায্য ও সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা; ১৫। জনশিক্ষা ও পাঠকের উপদেষ্টার ব্যবস্থা; ১৬। সাধারণ প্রতিষ্ঠানের উপযোগী কার্য্য এবং সাহায্যের ব্যবস্থা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতার মত স্থানে সাধারণের জন্য নাগরিক প্রতিষ্ঠানের একটা ভাল গ্রন্থাগার নাই। করপোরেশনের একটা ভাল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। যে কোন গ্রন্থাগার সেখান হইতে পুস্তক লইতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। গ্রন্থাগারমাত্রেই জনসেবা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Health and Hygiene) সংক্রান্ত পুস্তক এবং দেশবিদেশের নানাবিধ মাসিক ও সাময়িক পত্র থাকা আবশ্যক। পুস্তক নির্ব্বাচনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন দেন চলে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। নাটক নভেল ছাড়া অন্য পুস্তক যাহাতে বিনা চাঁদায় পাঠকগণকে

দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুস্তকের সার্থকতা ব্যবহারে—গ্রন্থাগারে আবদ্ধ রাখায় নহে। যাহাতে এক একটী গ্রন্থাগার কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক দেন এবং পরস্পর লেন-দেনে সকল পাঠক তাহা ব্যবহার করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলা দেশে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বড় অভাব! অন্ততঃ বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা আবশ্যক; আর তাহাদের বেতন মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের বহন করা উচিত।

অনেক গ্রন্থাগারের পাঠগৃহে বড়ই স্থানাভাব দেখিতে পাওয়া যায়—পাঠগৃহ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করা, সাংবাদিক ফাইল ইত্যাদি যথাযথভাবে সংস্থিত হওয়া দরকার। পাঠকের শ্রেণীবিভাগ এবং তদুপযোগী পুস্তকের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

চাকুরীজীবি বাঙ্গালীর চাকুরীর পথ চারিদিকে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, তবুও চাকুরীর মোহ কাটিতেছে না। বাঁধা মাহিনার চাকুরী পাইলে বাঙ্গালী আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না—এ বদনাম, ঘুচাইতে না পারিলে বাংলা কখনই মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর মতিগতি ফিরাইতে হইলে গ্রন্থাগারগুলিতে শিল্প-বাণিজ্যের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। সেজন্য তদুপযোগী সাহিত্যের বেশী আমদানী করা চাই; আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে পাঠক আকৃষ্ট করিবার আধুনিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। জ্ঞানই সকল সমৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। শ্রীকে আবাহন করিতে হইলে জ্ঞান গরিমায় গরীয়ান হইতে হইবে—অর্থ এবং স্বাস্থ্য সম্পদ, সবই জ্ঞান সাপেক্ষ।

(খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে প্রদত্ত বক্তৃতা)



ডেট্রয়েট্ সাধারণ গ্রন্থাগার—শিশু-কক্ষ

তরুণের জয়যাত্রা

মানব মাত্রেরই জ্ঞানোন্মেষের পর হইতে দেশকাল পাত্রানুযায়ী দশ বার বৎসর কাল জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট সময়। জ্ঞানলিপ্সা শৈশবকালেই উদ্রিক্ত হয়। শিশু চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখে তাহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তা বলিয়া সকল শিশুর ঔৎসুক্য সমান নহে। বংশধারা, মনোবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের উপর তাহা কতক পরিমাণে নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ বাহ্য প্রকৃতির সহিত এবং জীব জগতের সহিত পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিশু মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক হয়। শিশুহৃদয়োদ্গত প্রশ্নের তাই সীমা নাই! সকল অভিভাবক বা অভিভাবিকা এক প্রকৃতির লোক নহেন—জ্ঞানেরও কম বেশী আছে। কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া শিশুকে তাড়না করেন—কেহ বা জ্ঞানের অভাবে শিশুর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না, বা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হন। তাহাতে ক্রমশঃ প্রশ্নের ধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; পরিশেষে তাহার গতি নিরুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। অভিভাবক বা অভিভাবিকার শিশু চরিত্রাভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কৌতূহলী শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে সদা উন্মুখ থাকিতে হইবে—যেন সে তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পায়। হয়ত তাহাতে প্রশ্নের ধারা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে।

শিশুর তরুণ হৃদয় অতি সুকোমল, উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই সময় তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে। মৃত্তিকা যখন নরম থাকে তখন তাহার দ্বারা যথেচ্ছা আকৃতি গঠন করা যাইতে

পারে। মৃত্তিকা কঠিন হইলে কিন্তু নিরুপায় ; তখন গঠনের কাল অতীত হইয়া যায়। শিশু সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। শিশু হৃদয় নরম থাকিতে থাকিতে তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতির ভবিষ্যৎ সবই শিশুর উপর নির্ভর করিতেছে। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে ; আমাদের দেশ কিন্তু এবিষয়ে একান্ত নিশ্চেষ্ট। নিশ্চেষ্টতা পঙ্গুতার পূর্ব্ব সূচী। পঙ্গু হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে কি? এই পঙ্গুতা ও জড়তায় আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা আজ মরণোন্মুখ জাতি। বাঁচিতে হইলে বাঁচার মত বাঁচিতে হইবে—নতুবা না বাঁচিয়া জগৎ হইতে বিলুপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। মেরুদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়িলে, সে বাঁচায় লাভ কি? স্বামী বিবেকানন্দের মত যদি বুক ফুলাইয়া খাড়া হইয়া শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পার—তবেই জগতের সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিবে। আমি কেবল দৈহিক বল সঞ্চয়ের কথা বলিতেছি না—তাহা তো চাই-ই। তাহা ছাড়া মানবকে মানসিক বলে বলীয়ান হইতে হইবে। মানসিক বল সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান হইতেছে জ্ঞান বা বিদ্যার্জ্জন। পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার সুবর্ণ যুগ। জীবনের ভবিষ্যৎ এই যুগের শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। এই শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা সকল সভ্য দেশেই চলিতেছে। ঐ সংক্রান্ত কয়েকটি কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশন কর্তৃক এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :—

'The creation in the child of intellectual interests which is furthered by a love of books, is an urgent national need; while it is the business of the school to foster the desire

to know, it is the business of the library to give adequate opportunity for the satisfaction of this desire; library work with children ought to be the basis of all other library work; reading rooms should be provided in all public libraries, where children may read books in attractive surroundings with the sympathetic and tactful help of trained children's librarians; but such provision will be largely futile except under the conditions which experience has shown to be essential to success.'



কার্নেজি শিশু-গ্রন্থাগার—কার্ডিফ

অর্থাৎ "শিশুর মধ্যে জ্ঞানোন্নতির স্পৃহা উদ্রিক্ত করিতে হইবে

তাহাদের পুস্তক-প্রীতি বাড়াইতে হইবে—এইটাই হইতেছে একটা অত্যাবশ্যক জাতীয় অভাব। বিদ্যালয়ের কাজ হইতেছে জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা বর্দ্ধিত করা, আর গ্রন্থাগারের কাজ হইতেছে এই ইচ্ছা পূরণের যথাযথ সুযোগ দেওয়া; শিশুদিগের গ্রন্থাগারের কাজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য কার্য্যের ভিত্তি হওয়া উচিত: প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠগৃহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক; চিত্তাকর্ষক



গ্রেনথাম্ শিশু-গ্রন্থাগার

আব্‌হাওয়ার মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন সুদক্ষ এবং শিশুদের উপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা যাহাতে বই পড়িতে পারে তাঁহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্য পরিচালনা করিবেন, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে সাফল্যলাভ হইবে, সে সম্বন্ধে

তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকা চাই; নতুবা সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।" এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ২০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিলাতে অধিকাংশ গ্রন্থাগারের সহিত পৃথক শিশু বিভাগ খোলা হইয়াছে। শিশু বিভাগের জন্য তদুপযোগী পৃথক গ্রন্থাগারিকেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

লর্ড ব্রাইস্ (Viscount Bryce) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন "সচরাচর ১৩।১৪ বৎসরের ছেলে নিজে কি পড়িবে সেই পুস্তক বাছাই করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাদের ঠিক পথে চালিত করিবার সুযোগ্য লোকের অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। শিশু বা যুবক একা গ্রন্থাগারে যাইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহাদের কোন্ বই পড়া উচিত তাহা জানিবে কি করিয়া? কি ভাবে পড়িতে হইবে তাহাই বা জানিবে কি করিয়া? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি করিয়া পড়িতে হয় তাহা শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না হউক কোন যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়া উচিত। ছাত্র মাত্রেই তাহার ইচ্ছামত বই বাহির করিতে পারে—কিন্তু তাহার পক্ষে উহা শ্রেয় কি না তাহা স্থির করা বহু সময় সাপেক্ষ।"

আমাদের দেশে ছেলেদের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল না। ঠাকুরমার কাছে মুখে গল্পচ্ছলে ছেলেরা শিক্ষা পাইত; কিন্তু সে রকম ঠাকুরমা আজ কোথায়? বিলাতে ১৯০৫ হইতে ১৯১৭ সন পর্য্যন্ত জল্পনা কল্পনাতেই কাটিয়া যায়—তাহার পর কাজ আরম্ভ হয়। বিগত কুড়ি বৎসরের মধ্যে কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। হেণ্ডন (Hendon) গ্রন্থাগারের মত কয়েকটি গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে ১৯১০ সনে ছেলেদের গ্রন্থাগার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে হয় ছোটখাট জনহিতৈষী সভা; নয়



হেণ্ডন গ্রন্থাগার—শিশু-বিভাগ

দানশীল নরনারী। অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও আন্তরিক উৎসাহের সঞ্চার হওয়ায় অনেকে অবস্থাতিরিক্ত দান করিয়া ছেলেদের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করেন। এই সব গ্রন্থাগারে জাঁকজমক কিছুমাত্র ছিলনা, সব ব্যবস্থাই ছিল মোটামুটি—অতি সাধারণ রকমের। বার্লিন সহরে একটি বড় হলে ছেলেদের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। একটি কেরোসিনের আলো হলটি কোনও রকমে আলোকিত করিত; একটি বড় টেবিলের উপর রাশীকৃত সস্তা মূল্যের পুস্তিকা থাকিত। এই ব্যবস্থাতেও পাঠকের অভাব হইত না, ছেলেরা ঘর ভর্ত্তি করিয়া থাকিত। টেবিলের কিনারায় যেখানে একটু আধটু খোলা স্থান মিলিয়াছে, সেই খানেই মেজের উপর কাঠের বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বসিয়া ছেলেরা বই পড়িত। ছেলেরাই এই গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধান করিত ও তাহারাই পুস্তক বিলি করিত। সব সময় সুশৃঙ্খলে কাজ চলিত না—তাহাদের মধ্যে কলহ ও হাতাহাতিও হইত। পড়াশুনা করিবার জন্য যে শান্ত আবহাওয়ার আবশ্যক তাহারও ব্যাঘাত ঘটিত। তবুও ছেলেরা সেখানে থাকিতে ভালবাসিত। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আসিত অস্বাস্থ্যকর এবং জনবহুল গৃহ হইতে। অধিকাংশ স্থলেই একটি ক্ষুদ্র ঘরে সমগ্র পরিবার বাস করিত। কাজেই তরুণেরা গ্রন্থাগারে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যাইতে পছন্দ করিত। সেখানে তাহারা পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিতে অবহেলা করিত না। ছেলেদের গ্রন্থাগারের প্রথম অবস্থায় প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। যাহারা এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না তাহাদের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ অনুকূল জনমত সৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে নাগরিক সভা (Municipality) ছেলেদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থানুকূল্য করিতে আরম্ভ করেন। এখন জার্ম্মানীতে ছেলেদের জন্য তিনরকম শাসনাধীনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকটা কিণ্ডার-

গার্টেনের মত ছেলেদের ক্লাবের সহিত সংযুক্ত গ্রন্থাগার আছে। স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালনায় স্কুল সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগু‍ি স্কুল পাঠ্যের অতিরিক্ত জ্ঞানলাভের জন্য স্থাপিত। তবে সব চেয়ে ভাল ‍তেছে—মিউনিসিপ্যাল সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত ছেলেদের ‍াগার। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিশু গ্রন্থাগারের আদর্শে এই গ্রন্থাগ‍‍ুলি পরিচালিত হইয়া থাকে।

সে দেশে ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগারে পুস্তকপাঠের কিরূপ আগ্রহ দেখুন! বর্ষাকাল, অপরাহ্ণ—সকালে বৃষ্টি ‍‍‍‍—বৈকাল পর্য্যন্ত প্রায় একই ভাবে চলিয়াছে। ছেলেরা সকাল হইতে স্কুলে পাঠাভ্যাস করিয়া মধ্যাহ্নে আহারের পর ছুটী পাইয়াছে। ছেলেদের গ্রন্থাগার খুলিয়া থাকে অপরাহ্ণ দুইটায়। এইরূপ বাদ্‌লার দিনে গ্রন্থাগারে অতিশয় ভীড় হইয়া থাকে। নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হইলেও ছেলেমেয়েরা গ্রন্থাগার খুলিবার প্রতীক্ষায় অনেক পূর্ব্ব হইতে গ্রন্থাগারের বাহিরে জড় হইতে থাকে। গ্রন্থাগারিক কখন আসিয়া পৌঁছেন তাহার অপেক্ষায় তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে। দুইটা বাজিবামাত্র গ্রন্থাগারিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাত মুখ ধুইবার পালা পড়িল। নোংরা হাতে কেহ গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার পায় না। পাঁচজনের এক একটি দলকে পাঠগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। এইরূপে পাঠগৃহের পঁচাত্তরটি আসন পূর্ণ হইল। প্রত্যেকেই ইচ্ছামত পুস্তক লই‍ পড়িতে বসিয়া গেল। বাকী ছেলেমেয়েরা আসন খালি হওয়া‍ আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই দুর্য্যোগের দিনে দুইশত ছেলেমেয়ে গ্রন্থাগারে উপস্থিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ৭।৮ বৎসরের ছেলে মেয়েরা দীর্ঘকাল থাকে না—তাহারা নূতন নূতন ছবির বই পড়িতে আসে—পড়া শেষ হইলে আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। '১৩।১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েরা



ব্রুক্লীন পাব্লিক্ লাইব্রেরী—ব্রাউনস্‌ভিল্ শিশু-বিভাগ—বালকবালিকারা পুস্তক গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করিতেছে

দুই ঘণ্টাকাল গ্রন্থাগারের পুস্তক পাঠে কাটাইয়া দেয়; তাহার বেশী প্রায় তাহারা থাকে না। আবার পর দিন যথা সময়ে আসিয়া হাজির হয়। রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ বৈকালে গ্রন্থাগার খোলা থাকে।

জার্ম্মান ছেলেমেয়েরা কোন্ বই বেশী পড়ে? অন্য সব দেশের ছেলে-মেয়েরা যে সব বই পড়িতে চায় এরাও সেই সব বই পড়িতে ভালবাসে। বড় ছেলেরা দুঃসাহসিক কার্য্যের কথা ও ছোট মেয়েরা ছেলেদের গল্প পছন্দ করে। পরীর গল্প এবং জনশ্রুতিমূলক কাহিনী তাহারা আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে। জগতের সর্ব্বত্র শিশু সাহিত্যের পুস্তক সংগ্রহ সাধারণতঃ একই ধরণের হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পুস্তকেরও শিশু পাঠক আছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অনেকের আগ্রহ দেখা যায়, তাহারা সেই সেই বিষয়ের সব বই পড়িয়া ফেলে। অনেকে রেডিও শুনিয়া বা সিনেমা দেখিয়া তৎসংক্রান্ত পুস্তক চাহিয়া থাকে। মরুপ্রান্তর, ভূকম্পন, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহও অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রম শিল্প, রেডিও ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণ সংক্রান্ত পুস্তকের চাহিদা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

শীতকালে যখন দিনগুলি ছোট হয় ও শীঘ্র শীঘ্র অন্ধকার হইয়া আসে তখন জার্ম্মান শিশু গ্রন্থাগারগুলি অনেক সময় রূপান্তরিত করা হয়—পাঠগৃহ থিয়েটারে পরিণত হয়। ছেলেমেয়েরা সেখানে অভিনয় করিয়া থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শিশু গ্রন্থাগারের অভিনবত্ব [illegible]তে অতুলনীয়। সেখানকার দু'একটি শিশু গ্রন্থাগারের পরিচয় দিতেছি। ব্রাউন্সভিল্ (Brownsville) গ্রন্থাগারের ছেলেমেয়েদের বিভাগে দেখিবেন বৃহত্তর নিউইয়র্কের শ্রমিক সন্তানেরা সেই বড় হলে সমবেত হইয়া পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্যে রত রহিয়াছে, কেহ পুস্তক ফেরৎ দিতেছে, কেহ বা

পুস্তক পাঠে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, আবার প্রবেশ লাভের জন্য কত ছাত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। এত লোক চলাচল এবং গোলমালের মধ্যেও অনেক চিন্তাশীল ছাত্র রহিয়াছে; তাহাদের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—আপন চিন্তায় তাহারা বিভোর, জগতের



ব্রাউন্‌স্‌ভিল গ্রন্থাগার—শিশু শাখা

কোলাহল তাহাদের কানে পৌঁছাইতেছে না। এ দেশের তরুণদের গ্রন্থাগারের সহিত জার্ম্মান দেশের তরুণ গ্রন্থাগারের তুলনা হয় না। আদর্শেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জার্ম্মানীর বিদ্যানুশীলন (culture) আবদ্ধ, আর আমেরিকার আদর্শ সর্ব্বসাধারণের (mass) উৎকর্ষ সাধন।

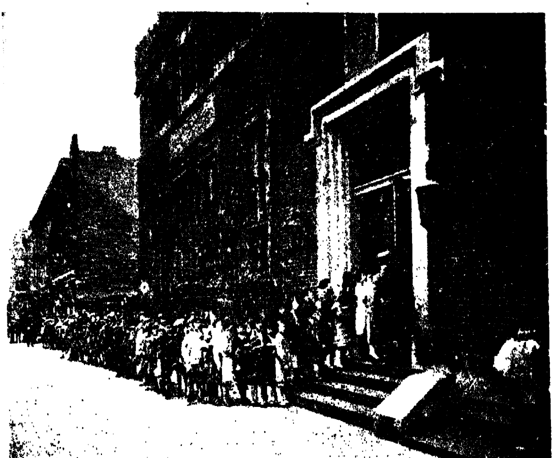
যুক্তরাজ্যে ক্লেভল্যাণ্ডের তরুণদের গ্রন্থাগারের অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। একশত সাঁইত্রিশ জন বিমানবিহারী প্যাসিফিক হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ এরোপ্লেনে ঘুরিয়াছেন গ্রন্থাগারের বিবরণীতে এই সংবাদ পড়িয়া তরুণদের শিক্ষা সংক্রান্ত বড় কর্ত্তা (Director of



ব্রাউনস্‌ভিল্ শিশু-শাখা—বালকদের পাঠকক্ষ

work with Children) বিচলিত হইয়া উঠেন। গ্রন্থাগারের বিবরণীতে এ সংবাদের সার্থকতা কি? পরের অংশ পাঠকালে তিনি জানিতে পারেন যে বর্ত্তমান বর্ষে যে সব বালকবালিকা গ্রীষ্মকালে গ্রন্থাগারের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে পাঠকের লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের একখানি মানচিত্র দেওয়া হয়—তাহাতে একটি ছোট

এরোপ্লেন লাগান ছিল। যখন এক এক স্থান সম্বন্ধে এক একখানি বই পড়া শেষ হয় তখনই এরোপ্লেনখানি চিহ্নিত একস্থান হইতে অপর স্থানে সরাইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে সকলে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছায়। কেহ পর্ব্বতে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হয় নাই—এঞ্জিনের কল বিগড়াইয়া কাহাকেও অবতরণে বাধ্য হইতে হয় নাই।



ব্রাউন্স্‌ভিল্‌ শিশু-শাখা—শনিবারের প্রাতঃকাল, গ্রন্থাগার খুলিবার ঠিক পূর্ব্বে

এখন সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের নাম "পুস্তক সপ্তাহ"। গ্রন্থাগার, পুস্তকের দোকান এবং স্কুলে এই উৎসব ব্যাপকভাবে সঙ্কল্পিত হইয়াছে। ক্লেভল্যাণ্ড গ্রন্থাগারের তরুণ বিভাগ "পুস্তকের হাট" নাম দিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ফ্রেঞ্চ,

রাশিয়ান, ইতালীয়, সুইডিশ এবং জগতের অন্যান্য দেশের তরুণরা যে সকল বই পড়িতে ভালবাসে সেই সব বই এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদ, বিদেশী ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আমেরিকানরা যে সব বই প্রকাশ করিয়াছে, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সকল দেশের বীর-গাথা, ছেলেমেয়েদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক ছবির বই—এই সব সেখানে প্রদর্শিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেখানে তরুণদের অতি প্রিয় বই হইতেছে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত—"বাঙ্গালী বালক হরি" (Hari, the Jungle lad) "করি বা হাতি" (Kari, the Elephant), এবং কিপলিংএর কিম্ (Kipling's Kim)।



নর্ম্মামেলড্রাম শিশু-কক্ষ—শিশুদের গ্রন্থাগারিক মিস্ হ্যারিয়েট্ ডিকন, নানা সম্প্রদায় হইতে সমাগত বালকবালিকাদিগকে বই পড়িয়া শুনাইতেছেন

আর একটি গ্রন্থাগারের উল্লেখ করিয়া এইখানে আমেরিকার কথা শেষ করিব। সেটির নাম হইতেছে—হাউষ্টন গ্রন্থাগারে নর্ম্মামেলড্রাম

শিশুকক্ষ এই গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটি নর্ম্মা মেলড্রাম দম্পতির বদান্যতায় তৈয়ারি। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় কন্যাকে হারাইয়া এই



নর্ম্মামেলড্রাম শিশু-কক্ষে দৈনন্দিন দৃশ্য

কক্ষ স্থাপনার দ্বারা স্থানীয় সকল মেয়েকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শোক-সন্তপ্ত পিতামাতার সান্ত্বনার কি অপূর্ব্ব পন্থা! এই আদর্শ বস্তুতঃই শিক্ষণীয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলের উপর হাওয়াই দ্বীপ (Hawiian Islands) সংস্থিত। হাওয়াই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা বড়,

অতিথিবৎসল। তাহারা কখনও অতিথিকে বিমুখ করে না। নানাজাতির সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা আতিথেয়তা পরিত্যাগ করে নাই। এখন অন্যূন দ্বাদশটি জাতি এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী; সকলের ভাষা, পরিচ্ছদ,



হাউয়াই গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষরা সত্যই বিশ্ব-প্রেমিক। এই ছবিটিতে আমেরিকান্, পোর্টোরিকান্, ইংরাজ, জাপানী, স্পেনিস, হাওয়াইয়ান, চীনা এবং কোরিয়ান বালকবালিকাদের দেখা যাইতেছে

আচার ব্যবহার বিভিন্ন। আমেরিকান্, স্পেনিয়, পর্ত্তগীজ, রাশিয়ান, জার্ম্মান, ইংরাজ, জাপানী, চীনা, ফিলিপিনো এইরূপ নানাজাতির

সমাবেশে দ্বীপটি অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। তাই এই দ্বীপটি 'melting pot of Nations' অর্থাৎ সকল জাতির গলিত আধার বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। দ্বীপপুঞ্জটি আটটি বড় এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। ভাষায় বিচিত্রতা, আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা, পথঘাটের স্বাভাবিক অসুবিধা প্রভৃতি প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও এখানকার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা অনেক সুসভ্য দেশকেও লজ্জা দিয়া থাকে। আমাদের দেশ যে এ বিষয়ে কত পিছাইয়া আছে তাহা ভাবিতে গেলে বস্তুতঃই মস্তক অবনত হইয়া যায়! হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থাগারিকগণ লোকের বাড়ী গিয়া পাঠক সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের চাহিদা বাড়াইয়া থাকেন। দ্বীপগুলির অধিবাসী সংখ্যা আড়াই লক্ষ; তাহাদের পুস্তকের চাহিদা সাত লক্ষ। একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপে তারঘর (Cable Station) আছে তাহার অধিবাসী সংখ্যা মোট পনর জন। সেখানেও তিন মাস অন্তর পরবর্ত্তী তিন মাসের পাঠোপযোগী নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

হাওয়াই দ্বীপে তরুণদের গ্রন্থাগার আমেরিকার আদর্শে পরিচালিত। সেখানকার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের তরুণদের গ্রন্থাগারের একটু বিস্তৃত পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। দ্বীপটির নাম কাবাই (Kavai)। হনলুলু হইতে সদা উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে একশত মাইল যাইলে কাবাই পৌছান যায়। দ্বীপটি পাঁচ শত বর্গ মাইল স্থা: অধিকার কারিয়া আছে। ইহার অপর নাম হইতেছে উদ্যান-দ্বীপ। সমগ্র দ্বীপটি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত —যেন সবুজ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে পত্র ও পুষ্পের প্রাচুর্য্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। ঢালু শৈলমালার গাত্রে ফল-ভারানত আতা বৃক্ষ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধান্য ক্ষেত্র, উপত্যকায় সারি

সারি নারিকেল বৃক্ষ ও অধিত্যকায় কদলী উদ্যান দ্বীপটিকে ছবির মত করিয়া রাখিয়াছে। এই দৃশ্যের প্রতিকৃতি সমুদ্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। উপরের নীলাকাশ আর এই প্রকৃতিদেবীর নন্দন-কানন সমুদ্রবক্ষে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত আছে আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি যে স্থানে অবস্থিত তাহার নাম লিহু (Lihue)। এটি কেবল স্থানীয় অভাব পূরণ করে না, ১৭টী স্কুলে এবং হানালে (Hanalei) হইতে ওয়ামিয়া ক্যানিয়ন (Waimea canyon) পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আটটি ডিপজিট ষ্টেশনে যত পুস্তকের আবশ্যক হয় সব এই গ্রন্থাগার হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে তরুণদের গ্রন্থাগারের কার্য্যে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ছিল না। ১৯২৬ সনের ১লা জুলাই হইতে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। নব নিয়োজিত গ্রন্থাগারিক এস্. হফম্যানকে যাইতে হইল ইক্ষুক্ষেত্রের মাঝখানে এই গ্রন্থাগারে। সহরের কোনও চিহ্ন এখানে নাই—আছে কেবল পাকা রাস্তা আর এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি। এলবার্ট স্পেন্সর উইলকক্সের স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত। তিনি প্রথমে এইখানে আসিয়া বসবাস এবং ইক্ষু চাষ আরম্ভ করেন। যুক্তরাজ্যের কার্ণেগী ট্রাষ্টের শাখা গ্রন্থাগারের আদর্শে এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সুন্দর বাড়ীতে যে পুস্তক সংগ্রহ আছে তাহা নিতান্ত অল্প নহে।

তরুণদের পাঠগৃহটি অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ নূতন গ্রন্থাগারিককে আজ কাল আমেরিকায় যে ভাবে ছেলেমেয়েদের গ্রন্থাগার সাজান হয় সেই আদর্শে উহা সাজাইবার ভার দেন। তরুণদের চিত্তবিনোদনের উপযোগী টেবিল সাজান হইল—বড় বড় অক্ষরে চিত্রিত পোষ্টার দেওয়ালে আটকান হইল। র‍্যাকে প্রদর্শনীর মত পুস্তক সজ্জিত করা হইল। দীর্ঘ অবকাশের পর ১লা সেপ্টেম্বর

স্কুল খুলিবার পূর্ব্বে সাজ সরঞ্জাম শেষ হইল। স্কুল খোলার পর তরুণদের গ্রন্থাগারে ছেলেমেয়েদের আমদানী আরম্ভ হইল। প্রথমে আসিল অধিক সংখ্যায় স্যাণ্ডাল পায়ে রং বেরঙের ফুল পাতা আঁকা কিমনো পরিচ্ছদ পরিহিত জাপানী ছেলেমেয়েরা। তারপর আসিল হাওয়াইয়ের আদিম নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ বালক বালিকারা। তাদের গল্প



হাওয়াই শিশু গ্রন্থাগারে শিক্ষিতা গ্রন্থাগারিক মিস্ হফ্‌ম্যান শিশুদিগকে গল্প শুনাইতেছেন

গল্প শুনিবার আগ্রহ সব চেয়ে বেশী। তারপর ফিলিপিনোরা আসিল। তাহাদের বার বার বুঝাইয়া দিতে হয়—হাত ধুইয়া মুছিয়া বই স্পর্শ করিতে হয়, বই ধুইতে হয় না। সব চেয়ে বৈচিত্র্য আছে মিশ্র জাতিতে। হাওয়াই-চীনা, হাওয়াই-ককেশীয় এবং অন্যান্য মিশ্র জাতি—

যাহাদের উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে 'the true melting pot of the world'—জগতের সব জাতির মিশ্রণের স্থান। এই নূতন ধরণের তরুণদের গ্রন্থাগার দেখিয়া শিক্ষক এবং অভিভাবিকাদের আনন্দের সীমা রহিল না,—তাঁহারা উৎসাহের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করিয়া গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সদ্ব্যবহার করিতে হয়—কিরূপে সদ্‌গ্রন্থ বাছাই করিতে হয়—আশপাশের সকল স্কুলে প্রতি সপ্তাহে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রতি শনিবার অপরাহ্ন গল্পের জন্য নির্দিষ্ট হইল। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে গল্পের ক্লাস বসিতে লাগিল। অতি প্রাচীন যুগের কাহিনী ও পরীদের গল্প শুনিবার জন্য নানা জাতির ছেলেমেয়েরা সেখানে জড় হইতে আরম্ভ করিল। প্রতি শনিবারে তরুণ শ্রোতৃবর্গে সে স্থানটি পূর্ণ হইয়া যায়। মিশ্র ও আদিম জাতির শিশুদের বোধ শক্তি কম—ভাবাও সঙ্কীর্ণ; অনেকের উঁচুদরের গল্প বুঝা সামর্থ্যে কুলায় না। গ্রন্থাগারিক আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে লইয়া যান এবং গল্পচ্ছলে নানা বিষয়ে উপদেশ দেন।

এখানে যত স্কুল আছে সবই ইক্ষু ক্ষেত্রের বা আতা ক্ষেত্রের মাঝখানে অবস্থিত। প্রত্যেক স্কুলে ছেলেদের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। তবে ছেলেমেয়েরা উন্মুক্ত স্থানে বা গাছ তলায় বসিয়া পড়িতে ভালবাসে। মাঠে ধানের চাষ চলিতেছে, তাহার কিনারায় বসিয়া বা তালগাছের তলায় বসিয়া তাহারা পড়িতেছে। কেহ রাজা আর্থারের গল্প, কেহ বা রবিন হুডের লোমহর্ষক কাহিনী—কেহ পামার কক্স্ ব্রাউনির জনপ্রিয় বই একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেছে। বড় দিনের সময় হাওয়াই দ্বীপের ছেলেমেয়েরা বই দিয়া খ্রীষ্টমাস্ বৃক্ষ সাজাইয়া একটা বড় রকম উৎসব করে।



ষ্টক্‌হলম সাধারণ গ্রন্থাগার—শিশুদের গল্পকক্ষ

সুইডেন দেশে ষ্টক্‌হলম্ সহরের গ্রন্থাগারে ছেলেমেয়েদের গল্প বলিবার জন্য একটি মনোরম কক্ষ আছে। দেওয়াল গাত্রে নানা আখ্যান বস্তু চিত্রিত; কোথাও পরী, কোথাও দৈত্য, আরও কত কি অঙ্কিত আছে। ছবির নীচেই কথক বসেন—তাঁহার সম্মুখে বসে ছেলেমেয়েরা। তাহারা গল্প শুনে, ছবির দিকে তাকায়, আর কল্পনা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ষ্টকহলম্ গ্রন্থাগার সংলগ্ন অনেকগুলি পাঠচক্র আছে—তাহাতে অধিক বয়সের বালকবালিকারা কোনও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকে।

আর্মেনিয়ায় তরুণদের গ্রন্থাগারের কর্ত্তা তরুণরা। বেরুটের (Beirut) নিকট য়্যাণ্টিয়াসের (Antiyas) গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বয়স ১৪ বৎসর। সেখানে আরবী, ফরাসী ও কিছু কিছু ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা আছে।

জেকো-স্লোভাকিয়ায় প্রাগসহরের মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে তরুণদের জন্য পৃথক বিভাগ আছে। তাহাতে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে আশীজনের বসিবার আসন আছে। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের পাঠকগণের জন্য পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট আছে ও তাহাদের জন্য সতন্ত্র প্রবেশ দ্বার আছে।

হল্যাণ্ডে হেগ (Hague) সহরের সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যস্থলে এবং দুইটি শাখা গ্রন্থাগারে তরুণদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষ আছে। আমষ্টার্ডাম্ এবং রটার্‌ডামের উদ্যান পাঠাগারে তরুণদের জন্য তিনটি পৃথক বিভাগ আছে। উট্রেচটে তরুণদের জন্য চারিটি শাখা গ্রন্থাগার আছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সহরে স্কুলের গ্রন্থাগারে সকল ছেলেমেয়েদের পাঠের ব্যবস্থা আছে।

মেক্সিকো সাধারণ গ্রন্থাগারে তরুণদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষ আছে। কক্ষটি রেড্ রাইডিং হুডের দৃশ্যের চিত্র দ্বারা সুশোভিত। আধুনিক কালের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল হইতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভার

লইয়া থাকেন—তা তাহারা সদ্বংশ-জাত হউক বা জারজই হোক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সকল শিশুরই গবর্ণমেণ্টের উপর সমান অধিকার। কাজেই কিসে শিশুদের ইষ্ট সাধন হইবে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। সোভিয়েট নীতির অনুকূলে তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। জাতীয় চরিত্র গঠনে পাঠাভ্যাস অল্প সহায়ক নহে। মস্কৌ সহরে ছেলেমেয়েদের স্বতন্ত্র পাঠগৃহ আছে—সেখানে তাহাদের প্রতিভা স্ফুরণের নানারূপ সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে শিশুর উৎকর্ষ [illegible] অনুসন্ধান এবং গবেষণার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কে পরীক্ষা এবং তাহার ফলাফলের আলোচনা হইয়া থাকে। পুস্তকের আখ্যান ভাগ নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা ও খ্যাতনামা লেখকগণের জন্মস্থান দর্শন উপলক্ষ্যে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। যাহাতে ছেলেমেয়েদের পুস্তক পাঠে আসক্তি জন্মে সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। ছেলেদের খেলা ধূলার সহিত পড়ানর সুন্দর ব্যবস্থা এবং তাহাদের রুচি অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশের বিরাট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ছেলেরা যে যে রূপকথার বই ভালবাসে তাহা জানিয়া লইয়া সেই রকম ভাবে বই লেখান হয়, আর তাহা প্রকাশ করা হয় চিত্তাকর্ষক করিয়া। প্রত্যেক বই-ই বহু সহস্র করিয়া ছাপান হয়।

এতক্ষণ বিদেশের কথা বলিলাম। এখন ভারতের কথা বলি। বরোদা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে শিশু গ্রন্থাগার স্থাপনের পথ প্রদর্শক। বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও গাইকোয়াড় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯১২ সনে শিশুদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারই বদান্যতায় গুজরাটী ভাষায় শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। এই বিভাগে শিশুদের উপযোগী তিন সহস্র ইংরাজী পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া নানারূপ

ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। দেওয়ালে নানা চিত্তাকর্ষক চিত্র আছে—তাহার সম্মুখে বসিয়া তরুণেরা গল্প শুনে। এই বিভাগের তত্ত্বধান করেন একজন



বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—শিশু-বিভাগ

বিদুষী মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। পুস্তক নির্ব্বাচনের ভারও তাঁহা উপরেই ন্যস্ত আছে। ছেলেদের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন বা সিনেমা সহযোগে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে।

মান্দ্রাজেও ছেলেদের পাঠস্পৃহা বর্দ্ধনের ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথম এ বিষয়ে প্রধান

উদ্যোগী। তাঁহার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আছে। ছেলেরা যে বিষয় পাঠ করে সে সম্বন্ধে তাহাদের প্রবন্ধ লিখিতে হয়—তাহাতে নিঃসন্দেহে শিক্ষা পাকা হয়। প্রবন্ধ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। মলাট সূচী বা নির্ঘণ্ট সবই তাহাতে থাকে। মলাট নক্সা বা চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হয়। তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশে শিশু গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এতদিন ছিল না—ক্রমশঃ শিশুবিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের এই বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের সহিত শিশুবিভাগ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ছেলেমেয়েদের পাঠের আগ্রহ বাড়িয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ শ্রীরামপুর, কোন্নগর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন শিশুবিভাগ খোলা হইয়াছে। স্থানে স্থানে এই বিভাগে গল্পের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে। আশা করি অচিরে বাঙ্গালার সব গ্রন্থাগারই শিশুবিভাগ স্থাপন করিয়া শিশুদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে।

সব দেশেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে গল্প শুনিবার উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। গল্প হইতে বঞ্চিত করিলে জীবনের একটা অংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তরুণ হৃদয়ের উপর গল্প-কথকের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। গল্প পড়া এবং গল্প শুনা দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। তরুণের সাগ্রহ চক্ষের সম্মুখে বসিয়া কথক যখন প্রাণ খুলিয়া কাহিনী বলিতে থাকেন তখন তাহা তরুণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছাইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সহিত কথকের একটা ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। নির্ব্বোধ, অলসপ্রকৃতি বা উদ্দেশ্যবিহীন ছেলেমেয়ের পক্ষে গল্পের প্রভাব অশেষ কল্যাণকর। তরুণদের গ্রন্থাগারিককে গল্প বলিবার প্রণালী বা ভঙ্গিমা শিক্ষা করিতে হয়। হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করিয়া গল্প বলা গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সকল সভ্যদেশেই তরুণদের

জন্য বিশেষ গ্রন্থাগারিক অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাঁহার শিশু সাহিত্য, তরুণের প্রকৃতি এবং বর্ত্তমান সমাজ ও শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিশু সাহিত্য বলিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে তাঁহার কেবল তরুণদের বই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। সাধারণতঃ সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার।



লস্‌এঞ্জেলস্‌ সাধারণ গ্রন্থাগারের লিঙ্কন্‌ হাইড্‌স্‌ শাখা—বাগানের মধ্যে গল্প বলা হইতেছে

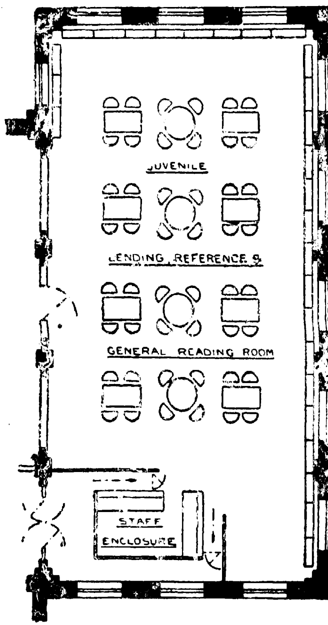
আর শিশুদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হইলে তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন কি করিয়া? কেমন করিয়া পুস্তকের সহিত তরুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া দিবেন? গ্রন্থাগার কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান নহে, পুস্তক নির্ব্বাচন ও পড়িবার স্থান। সহৃদয়তার সহিত ভাবের

আদান প্রদান না হইলে শিশুচিত্ত আকৃষ্ট হইবে কি করিয়া? সমসাময়িক বস্তুতন্ত্রের পলকহীন চক্ষুর প্রথম দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দুইদণ্ড সাধু সঙ্গ লাভের আশায় লোকে গ্রন্থাগারে আশ্রয় লয়। সেখানে তাহার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহাকে বস্তু জগৎ হইতে টানিয়া এমন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে যাহা সে কখনও দেখে নাই। তাহারা যাহা চায় তাহাই পাইবে এই আশায় তরুণরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সচরাচর গ্রন্থাগারে গিয়া থাকে।

পুস্তকের অন্তরালে কত সুন্দর ভাবধারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কত অমূল্য তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে, কত অপূর্ব্ব পুরা-কাহিনী বা লোকসাহিত্য দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে—প্রত্নতত্ত্বের কত মালমশলা অবহেলায় নষ্ট হইতেছে—সেই অজানা রাজ্যের পথ প্রদর্শক হইবেন গ্রন্থাগারিক। যাহারা পুস্তক পাঠে অনভ্যস্ত তাহাদের পুস্তকে আসক্তি জন্মাইয়া দিবেন তিনিই; ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক তরুণের সম্মুখে তাঁহাকে উচ্চআদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। তরুণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নহে—ছেলেদের মধ্যে পাঠস্পৃহা এমনভাবে উদ্রিক্ত করিতে হইবে যেন আজন্ম তাহাদের পাঠের আকাঙ্খা না ঘুচে। জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত—আজীবন চর্চ্চায়ও তাহা নিঃশেষ হইবার নহে।

স্বল্প ব্যয়ে তরুণদের গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এক কথায় তাহার সদুত্তর দেওয়া চলে না। সব স্থানের লোকের অবস্থা বা প্রকৃতি এক নহে! তবে ব্যয় বাহুল্য না করিয়াও তরুণদের বিভাগ খোলা অসম্ভব ব্যাপার নহে। গ্রন্থাগারের বড় ঘর থাকিলে তাহার এক কোণে ছেলেদের পৃথক ব্যবস্থা বা একটি ছোট ঘর পাইলে তাহাতেও কাজ চলিতে পারে। সাজ সরঞ্জাম সাদাসিধা

হইলেও তাহাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য একটু বৈচিত্র আবশ্যক। দেওয়াল খালি থাকিলে সেখানে ভাল ভাল ছবি দিতে হইবে। ফুল ও ফার্ণের টব



বোস্টনের একটি শিশু-গ্রন্থাগারের নক্সা—এই কক্ষটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২৭ ফুট প্রস্থ।
ইহাতে ৪৮ জন পাঠকের বসিবার এবং ৩০০০ পুস্তকের স্থান আছে।

বেশী ব্যয়সাধ্য নহে অথচ সাজাইলে বেশ সৌষ্ঠব হয়। জানালায় রঙীন পর্দ্দা আর পুস্তকের খোলা তাকে সকলের অবাধ গতির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পুস্তক নির্ব্বাচন কঠিন কাজ, তাহাতে একটু পরিশ্রম ও



কালিফোর্নিয়া—লস্‌এঞ্জেল্‌স্‌ সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য আইভেনহো রুম্‌

বিবেচনার দরকার। গ্রন্থাগার পরিচালনের আইন কানুন যত কম ও সোজাসুজি ভাবে হয় তাহাই কর্ত্তব্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পাঠগৃহে শৃঙ্খলা রক্ষা, পুস্তকে যত্ন, বাড়ীতে বই লইয়া যাইয়া পড়িবার ব্যবস্থা এবং কোনও সংক্রামক ব্যাধি পুস্তক সংস্পর্শের দ্বারা যাহাতে ছড়াইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তরুণের ভাব, তরুণের ভাষা এবং তরুণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্ফূরণের কেন্দ্র হইবে এই সব পাঠগৃহ। স্বাস্থ্যনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ব্ববিধ কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্র হইবে এইসব শিক্ষায়তন। এই বিদ্যায়তনের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত,—স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ এখানে নাই,—ইহা বিবাদ বিসম্বাদ বা বাক্ বিতণ্ডার স্থান নহে,—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার এখানে প্রবেশ নিষেধ। এই পবিত্রস্থানে যে ভেদনীতি আনিতে চাহে সে দেশের পরম শত্রু। তরুণরাই দেশের আশা ভরসা, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল সভ্যদেশেই প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে, আমাদের দেশ কেবল পিছনে পড়িয়া আছে। জগতের সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—তরুণের জাগরণ এখন সর্ব্বব্যাপী। আমাদের দেশেও তরুণ জাগিয়া উঠিয়া একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞানের আলোক ধরিয়া তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহাদের কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য সকলে [illegible]হিত হউন—তরুণের জয়যাত্রা সার্থক করুন।

(বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রতিভার উন্মেষ

আমরা যখন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ি—সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—তখন ছেলেদের জন্য বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল না, পাঠ্য পুস্তক লইয়াই তাহাদের তুষ্ট থাকিতে হইত। বিদ্যালয়ের অফিস ঘরে ২।৪ আলমারী বই থাকিত বটে—তবে তাহা ছেলেদের জন্য নয়। আবশ্যক মত শিক্ষকেরা সেই সব বই ব্যবহার করিতে পারিতেন। পাঠ্য পুস্তকেরও বৈচিত্র্য ছিল না। এখন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চিত্তাকর্ষণের কোনও ব্যবস্থা নাই। সেজন্য পুস্তকের সদ্ব্যবহার যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না। পুস্তক নির্ব্বাচনেও বহু গলদ থাকিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে ২।১ জন শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চতন কর্ম্মচারীর সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম, তাঁহারাও বর্ত্তমান ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহেন। আধুনিক কালের উন্নত প্রণালীতেই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয় এরূপ ইচ্ছা তাঁহারা পোষণ করেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা ছেলেমেয়েদের পাঠেচ্ছা-বর্দ্ধনের অনুকূল নহে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন।

জোর করিয়া ঔষধ গলাধঃকরণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহা বাধ্য হইয়া ছাত্র ছাত্রীদের পড়িতে হয়। তা বলিয়া সব পুস্তকই যে তাহাদের জন্য বাছাই করিয়া দিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। •বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে অপাঠ্য পুস্তক থাকা উচিত নহে। সুতরাং এরূপ স্থলে স্বাধীন ভাবে ছেলেমেয়েদের

বই বাছাই করিয়া লইতে দিলে তাহার ফল ভালই হইবে। দরজা দেওয়া আলমারীর মধ্যে পুস্তক আবদ্ধ করিয়া রাখা অপেক্ষা খোলা তাকে বই রাখা বাঞ্ছনীয়। সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের অবাধ গতি থাকিবে—তবে তো তাহারা ইচ্ছামত বই বাছাই করিয়া লইতে পারিবে। পুস্তক সংরক্ষণ মান্ধাতার আমলের উপযোগী হইলেও আধুনিক যুগে পুস্তকের সার্থকতা হইতেছে অবাধ ব্যবহারে।

পুস্তকের তাক উজাড় করিয়া পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই হইতেছে এখনকার দিনে গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য। কেবল পুস্তক সংরক্ষণ তাঁহার কার্য্য নহে—পুস্তকের সহিত পাঠকের আজীবনস্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধন ও তাহার তৃপ্তিসাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করাই তাঁহার লক্ষ্য হইবে। পুস্তকের নিকট অবাধ গতি থাকিলে পুস্তক চুরির আশঙ্কা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। চুরি একটা নিকৃষ্ট বৃত্তি, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে তাহা আবদ্ধ। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যদি ঠিকমত বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় তাহা হইলে এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। যদি বা দুই এক জনের সে প্রবৃত্তি থাকে সঙ্গ গুণে তাহা সংশোধন হওয়া অসম্ভব নহে। দুই চারখানা পুস্তক চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় জ্ঞানের পথ সঙ্কুচিত করা সঙ্গত নহে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের আমল অপেক্ষা আজকালকার ছেলেমেয়েরা তাহাদের উপযোগী পুস্তক সম্পদে গরীয়ান। এত সচিত্র ও বিচিত্র পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহার মধ্যে যে বাজে জিনিষ নাই তাহা বলিতেছি না, তবে অনেকগুলিতে এত শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে তাহাতে কেবল তরুণদের কেন, তাহাদের অভিভাবকগণেরও শিক্ষা লাভ হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক জটিল তত্ত্ব এত সহজ ও সরল করিয়া লেখা হইয়াছে ও

হইতেছে যে তাহারা অনায়াসেই আত্মস্থ করিয়া লইতে পারে। চিত্রদ্বারা তাহা আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য চিত্র-সম্ভারে পূর্ণ থাকায় অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে পুস্তক প্রীতি জন্মিবে কি করিয়া? এই সব অভিনব পন্থা অবলম্বিত হওয়ায় জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে।



সুসান্ বুদার বিদ্যালয়ে স্থাপিত শাখা গ্রন্থাগারের প্রবেশ-পথ—
ছাত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রবেশ করিতেছে

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক যে টাকা বরাদ্দ থাকে তাহার মধ্যেই শিশু-সাহিত্য সংগ্রহের দ্বারা সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক করা সম্ভব। ফল ভাল হইলে বরাদ্দ আরও বাড়িতে পারে। অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে

পুস্তক সরবরাহের ভার থাকে স্থানীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের উপর। তাঁহাদের শিশু বিভাগে বহু শিক্ষণীয় চিত্তাকর্ষক পুস্তক ও সাময়িক পত্রের সংগ্রহ থাকে তাহা এই সকল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যোগাইয়া দেন; মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন পুস্তক পাল্টাইয়া দেন, তাহার ফলে ছেলেদের পাঠের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। এরূপ ভাবের ব্যবস্থায় স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি মনোজ্ঞ করা সম্ভব হয়। নূতন নূতন পুস্তক ও পত্রিকার আমদানীতে একঘেয়ে ভাবের পরিবর্ত্তে বৈচিত্র্যে আনন্দ স্ফুরিত হইয়া থাকে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এরূপ প্রথা অচিরে অবলম্বন করা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হইতেছে (১) গ্রন্থাগারের সাহায্যে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক যাহাতে পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা, (২) বিদ্যালয়ের উপযোগী গ্রন্থাগারে মালমশলা সংগ্রহ এবং তাহার সুপরিচর্য্যা, (৩) স্বাধীন ভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবহার শিক্ষা এবং পুস্তককে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দান, (৪) সমাজনীতি শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় দায়িত্ব গ্রহণ, (৫) আজীবন জ্ঞান চর্চ্চার অভ্যাস জন্মান (৬) আনন্দলাভের জন্য পাঠানুরক্তি এবং (৭) গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস সংবর্দ্ধন।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাহাতে কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস ও লঘুসাহিত্যের মোহে আকৃষ্ট না হইয়া সৎসাহিত্য ও বিজ্ঞান, কারিগরী শিল্পকলা, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় এবং চিত্ত-বিনোদনের উপযোগী পুস্তকাদি ইচ্ছামত পাঠ করিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, মানসিক উন্নতি বিধান, অবকাশ কালের সদ্ব্যবহার, তত্ত্বানুশীলন এবং গবেষণার জন্য পুস্তক

পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ অন্যতম কর্ত্তব্য। বৃহত্তর ভারতের বাহিরে হইলেও তাহার অতি নিকট প্রতিবেশী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে একটা অভিনব পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়া প্রত্যেক প্রাথমিক (Elementary) বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে সেই শ্রেণীর উপযোগী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের পড়িবার জন্য মাঝে মাঝে অবকাশ দেওয়া হয়। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকায় তাহারা সহজেই সেখানে আকৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর সেই দ্বীপে বিদ্যালয়স্থ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত সেখানে ৫,৬৯৬টী বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পুস্তক সংখ্যা সতের লক্ষের উপর। এই সব গ্রন্থাগারে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের সুপরিচালনার গুণে ছেলেদের মধ্যে পাঠস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। খোলা তাকে বই রাখা আরম্ভ হইয়াছে, ছেলে মেয়েদের সেখানে অবাধ গতি। তাহাদের ইচ্ছামত বই বা মাসিক পত্রাদি তাহারা নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া বাছাই করিয়া লইয়া থাকে। তাহাতে গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা শত গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে বিদ্যালয়ে কোনরূপ গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই ছিল না। কি করিয়া অল্পকাল মধ্যে এত দ্রুত উন্নতি ঘটিল তাহার ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। জনৈক মার্কিন মহিলা ফিলিপাইনের একটী বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়া যান। সেখানে গ্রন্থাগারের অভাব তিনিই প্রথম অনুভব করেন এবং প্রতিকারকল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

অনেক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা খেলার ছলে কার্ড বোর্ড জোড়া তাড়া দিয়া নানারূপ আবশ্যকীয় জিনিষ তৈয়ার করিতে শেখে।

কেহ এঞ্জিন, কেহ মোটর গাড়ী, কেহ এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ, আদর্শ



শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারে কিণ্ডার গার্টেন শ্রেণীর শিশুরা ছবির বই উপভোগ করিতেছে

অনুকরণের চেষ্টা এবং উৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষা মনে উদ্দীপনা আনিয়া দেয়; তদ্দারা সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক পরিচালনার সুযোগ ঘটে। এরূপ ভাবের শিক্ষা ভাবীজীবনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। কোন কিণ্ডার-গার্টেন বিভাগের জনৈক বালক খেলার এরোপ্লেন গড়িতে গড়িতে এখন আসল এরোপ্লেন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করিতেছে।

কি করিয়া বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয় য়ুরোপ ও

আমেরিকায় সে সম্বন্ধে তত্রস্থ গ্রন্থাগারিকগণ ছাত্রছাত্রীদের ডাকিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। এক এক দলে ২৫ জনের বেশী লওয়া হয় না।



মেমোরিয়াল্ জুনিয়র হাইস্কুল লাইব্রেরী—স্যানডিয়েগো, ক্যালিফোনিয়া ;
উৎসাহী বৈমানিকেরা তাঁহাদের বিমানপোতাদি দেখাইতেছেন

গ্রন্থাগারিক তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে এই গ্রন্থাগার তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি। তারপর বিভিন্ন বিভাগ দেখাইয়া বলেন—এই সংবাদপত্র বিভাগ, এখানে মানুষের অপরিপক্ক চিন্তার ধারা দেখিতে পাইবে; তারপর সাময়িক পত্র বিভাগ, এখানে সুচিন্তিত সংবাদ এবং চল্‌তি চিন্তার ধারা পাওয়া যাইবে; তারপর পুস্তক দাদন

বিভাগ, (Lending Section) সেখানে ঘরে লইয়া গিয়া পড়িবার জন্য অতীত এবং বর্ত্তমান কালের উৎকৃষ্ট ভাবধারা এবং অপূর্ব্ব কল্পনা পুস্তকাদির মধ্যে সঞ্চিত আছে; তারপর জ্ঞাতব্য বিষয় বিভাগ (Reference Section), অতি সুন্দর ও সহজভাবে যাহার যে বিষয়ে জানিবার আবশ্যক চাহিবামাত্র তাহা এখানে যোগাইবার ব্যবস্থা আছে। অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়; তারপর কি করিয়া পুস্তক খুজিয়া বাহির করিতে হয়, পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ এবং তদনুযায়ী তালিকা কি ভাবে রাখিতে হয় ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া তাহারা তাহা বুঝিল কি না দেখিবার জন্য তাহাদের হাতে কলমে পরীক্ষা লওয়া হয়। একজন একখানি পুস্তকের নাম করিল। তাহা বিষয় নির্ঘণ্টের (Subject Index) তালিকা ও ডিউইর (Dewey) দশমিক শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বাহির করিতে বলা হয় এবং তাকে কি ভাবে বই সাজান আছে এবং কি প্রণালীতে সহজে ও স্বল্পক্ষণ মধ্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিষদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শ্রেণীবিভাগের জন্য যে সব কথা ব্যবহৃত হয় তাহার যেরূপে ব্যাখ্যা করা হয় এখানে তাহার একটু নমুনা দিতেছি :—

০০০ হইতে ০৯৯ পর্য্যন্ত—**সাধারণ** পুস্তক (General works); সংবাদ পত্র, বিশ্বকোষ (Encyclopædia) এবং অন্যান্য বই—যাহাতে নানা বিষয়ের তথ্য আছে, সেগুলি সাধারণ পুস্তক পদবাচ্য হইবে।

১০০ হইতে ১৯৯ পর্য্যন্ত—**দর্শন** (Philosophy); মন, কি ভাবে মনের কার্য্য চলিতেছে এবং তাহার দ্বারা আমাদের আচরণ কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়।

২০০ হইতে ২৯৯ পর্য্যন্ত—**ধর্ম্ম** (Religion); ভগবৎ সম্বন্ধীয়

পুস্তক, ধর্ম্ম পুস্তক, পূজা বা প্রার্থনা পদ্ধতি, জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রকরণ প্রভৃতি।



শিক্ষয়িত্রীর অভিধানাদির কক্ষ [Reference Room]

৩০০ হইতে ৩৯৯ পর্য্যন্ত—**সমাজতন্ত্র** (Sociology); লোকে কি ভাবে পরিবারবর্গ লইয়া সহরে এবং পল্লীগ্রামে একত্রে বাস করে, তাহাদের বিত্মায়তন, শিক্ষাপ্রণালী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন প্রণালী, ব্যবস্থাপক সভা, আইনকানুন, এবং আচার ব্যবহার সংক্রান্ত পুস্তক।

৪০০ হইতে ৪৯৯ পর্য্যন্ত—**ভাষাতত্ত্ব** (Language); স্বদেশ ও

বিদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ, গদ্য ও পদ্য রচনার প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তক এবং তৎ তৎ ভাষার অভিধান।

৫০০ হইতে ৫৯৯ পর্য্যন্ত—**বিজ্ঞান** (Science); দুই রকমের—গণিত (mathematical) এবং স্বভাবজাত (natural)। গণিতের ভিতর পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি এবং উচ্চ গণিত আছে। স্বভাবজাত হইতেছে জ্যোতির্ব্বিদ্যা (Astronomy); জড়-বিজ্ঞান (Physics) যথা উত্তাপ, আলোক, ধ্বনি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি; রসায়ন (Chemistry); ভূতত্ত্ব (Geology); জীবতত্ত্ব (Biology); ইহার মধ্যে থাকিবে জগতের অধিবাসী, আদিম মানব এবং তাহার ইতিহাস, বৃক্ষ লতার জীবন (Plant Life) কীট, পতঙ্গ, জন্তু, মৎস্য ও পক্ষী সংক্রান্ত পুস্তক।

৬০০ হইতে ৬৯৯ পর্য্যন্ত—**ব্যবহারিক** শিল্প (Useful arts); এটি একটি সম্মিলিত শ্রেণী। ইহার আরম্ভ চিকিৎসাবিদ্যায়—তাহার আবিষ্কার, রোগ নিরোধ এবং রোগের চিকিৎসা। তাহার পর আসিতেছে সব রকম ব্যবসা, এবং শ্রম-শিল্প (crafts)। কারুশিল্প (fine arts) ইহার অন্তর্গত নহে।

এই ভাবে আমরা পাই সব রকম ইঞ্জিনিয়ারিং ... , বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক এবং ব্যোমযান পরিচালন সংক্রান্ত পুস্তক, ... পসের কাজ সংক্রান্ত পুস্তক। সঙ্কেত লেখা (Short-hand) টাইপ রা (Type-writing) এবং হিসাব রাখা (Book-keeping) কল কারখানার প্রস্তুত জিনিষ, চাষবাস, উদ্যান, গৃহস্থালী ব্যবস্থা (Domestic economy) এবং বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ সংক্রান্ত পুস্তক।

৭০০ হইতে ৭৯৯ পর্য্যন্ত—**সুকুমার কলা শিল্প** (Fine Arts); মনোহর উদ্যান রচনা (fine gardening), স্থাপত্য শিল্প (architecture), ক্ষোদাই কার্য্য (carving), নক্সার কার্য্য (drawing),

চিত্রাঙ্কণ (painting), আলোকচিত্র (photography), গীতবাদ্য (music)। নরনারী তাহাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সৌন্দর্য্যশালী করিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছে তৎসংক্রান্ত বই, চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন জন্য ক্রীড়া কৌতুক বা জীবনে যাহাতে আনন্দ এবং সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পায় তৎসংক্রান্ত পুস্তক।

৮০০ হইতে ৮৯৯ পর্য্যন্ত—**সাহিত্য** (Literature); লেখনী পরিচালনা দ্বারা কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করা, মনোজ্ঞভাবে চিত্তে প্রফুল্লতা আনিয়া দেয় এমন পুস্তক। তাহার মধ্যে থাকিবে কবিতা, নাটকাভিনয়, প্রবন্ধ, মনোহারী বাগ্মিতা এবং আনন্দ-বর্দ্ধক (humourous) পুস্তক।

৯০০ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত—এই শ্রেণীতে তিনটি বিভাগ আছে **ইতিহাস**—জাতি হিসাবে জনগণের কাহিনী; **ভূগোল**—বহির্জগতের পরিচয়, দেশ বিদেশের, নগর উপনগরের বৃত্তান্ত এবং ভ্রমণকাহিনী; **জীবনচরিত**—মহাপুরুষদের জীবনের ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক।

তারপর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান হয় প্রত্যেক শ্রেণীতে কত রকম বিভাগ আছে। যেমন ৯ অর্থে ইতিহাস, ৯৫ অর্থে এশিয়ার ইতিহাস, ৯৫৪ অর্থে ভারতের ইতিহাস, ৯৫৪·০২ মুসলমান আমলের ইতিহাস এবং ৯৫৪·০২৩ অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস। আবার ইহার মধ্যে যে সব বই আছে সেগুলি লেখকের পদবীর বর্ণাক্ষর অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তাকে পর পর সাজান আছে, আর তাহার নীচে তাকের উপর ঐ বিষয়ের লেবেল মারা আছে, যাহাতে বই রাখিবার বা খুঁজিবার কোন অসুবিধা না হয়। তারপর প্রত্যেক ছাত্রকে বিষয় নির্ঘণ্ট (Subject index) দেওয়া হয়—তাহার ব্যবহার প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া প্রতিবাক্য (Synonyms) অর্থ ইত্যাদি বুঝান হয়। যদি তাহারা মাছ ধরা (fishing) সম্বন্ধে বই চায় আর তাহার উল্লেখ নির্ঘণ্টে না পায়

তাহা হইলে ছিপে মাছ ধরার (angling) উল্লেখ আছে কোথায় তাহা দেখে। যদি কেরোসিন তৈলের (petroleum) কথা জানিতে চায়, যেখানে তৈলের কথা (oil) আছে সেইখানে খুঁজিলে তাহার উল্লেখ



বালকবালিকারা পুস্তকের কার্ড তালিকার ব্যবহার শিখিতেছে

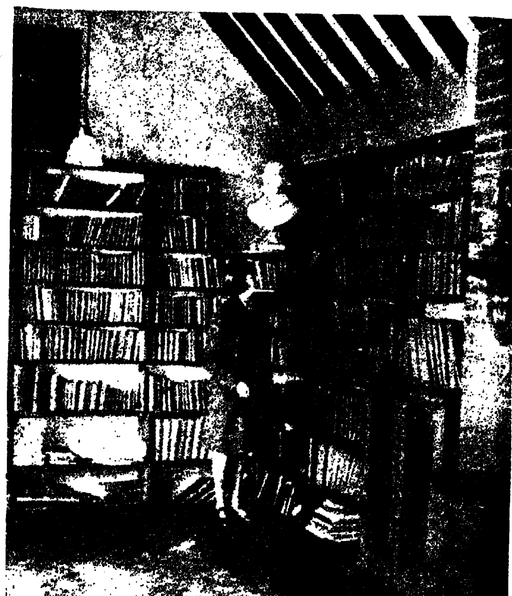
পাইবে ইত্যাদি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হয়। ইহার [illegible]। ছেলেরাই গ্রন্থাগার সংক্রান্ত মোটামুটি সব বিষয় বুঝিয়া লয় এবং আবশ্যক হইলে নিজেরা কাজ চালাইয়া লইতে পারে। অতি সহজভাবে পুস্তক বাহির করিয়া লইয়া কার্য্যান্তে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারে। কাহারও দোষে কাহারও সময়ের অপচয় হয় না, নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে ক্ষিপ্রতার সহিত

সব কাজ সুশৃঙ্খলে সাধিত হয়। ইহা একটা কম শিক্ষণীয় বিষয় নহে। এক ঘণ্টা শিক্ষার ফলে এত বড় একটা জটিল প্রণালী কিরূপ সহজসাধ্য হইয়া যায়। ছেলেরা যেমন খেলা করে সেইভাবে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে এই সব কাজ করে। ইহায় ফলে তাহাদের পুস্তকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, প্রীতি জন্মে, পাঠানুরক্তি অতিমাত্রায় উদ্রিক্ত হয় এবং প্রতিভা উন্মেষের একটা সুযোগ ঘটিয়া যায়।

জ্ঞান ভিন্ন কোনও জাতি বড় হইতে পারে না—Knowledge in power—জ্ঞানই শক্তি। শক্তিমান হইতে হইলে বলীয়ান হইতে হইবে। এই জ্ঞানবলে য়ুরোপ ও আমেরিকা সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতেছে। জ্ঞানই তাহাদের শক্তিমান করিয়াছে। আমাদের দেশ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। যে দেশে শতকরা ৯৩ জন লোক নিরক্ষর সে দেশের আশা ভরসা কোথায়? তাহার উপর যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার গোড়ার গলদ থাকিয়া যাইতেছে। Child is the father of the Man—শৈশবের শিক্ষার বনীয়াদ পাকা করিলে তবে জাতি গড়িয়া উঠিবে। তোতা পাখীর মত পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করাইয়া কেরাণীর জাতি তৈয়ার হইতে পারে—প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম—যদি মানুষ চান, যদি জাতি গড়িতে চান, শিক্ষার ধারা পাল্টাইয়া দিয়া আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। বর্ত্তমান সভ্য জগতের—বিশেষতঃ নব জাগরিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষার ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে। নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর আমরা নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে?

আমাদের ছেলেদের শিক্ষার ভার আমাদিগকেই লইতে হইবে—দেশের ভবিষ্যৎ যে তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। এরূপ গুরুতর

বিষয়ে—পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কি চলে? শিক্ষার সুব্যবস্থার গুণে ১৪ বৎসরের ইংরাজ বালক যে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে—আমাদের দেশের একজন বি-এ, এম্-এ সাধারণ বিষয়ে (General knowledge)



নর্থউড, সেন্ট হেলেন্‌স্ স্কুলের গ্রন্থাগার—ইংলণ্ড

তাহার সমান জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে পারে না কেন? তাহারা যেভাবে শিক্ষা পায়—আমাদের ছেলেরা সেরূপ শিক্ষার সুযোগ পায় না বলিয়াই এই পার্থক্য।

আমেরিকায় ত ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে বিদ্যালয়ের পাঠ তৈয়ারী করিতেই হয় না—তাহারা তাহাদের পড়া বিদ্যালয়েই শেষ করিয়া আসে। সেজন্য বলিতেছি শিক্ষার গুরুভার বহন জন্য প্রস্তুত হউন। নব জাগরিত জাতিদের শিক্ষাপ্রণালী অনুধাবন করুন। দেশ দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, জাতীয় জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মৃত্যুবরণ বা নবজাতি গঠন—দুইটার মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা বাছিয়া লউন।

(হুগলী জেলা বোর্ড অফিসে প্রদত্ত বক্তৃতা)

তরুণের জ্ঞানলিপ্সা

শৈশবের স্মৃতি কত মধুর! মানবজীবনে পর পর কত ঘটনা, কত আপদ্ বিপদ্ সংঘটিত হয়—সব কথা স্মৃতি-পথে থাকে কি? আর যদি বা থাকে, শৈশবের স্মৃতি হৃদয়ে যে ছাপ রাখিয়া যায় তাহা সহজে মুছে না। প্রকৃতির সহিত জীবন যে তখন মিশিয়া থাকে—সে অবধি মেলামেশার সুযোগ পরবর্ত্তী জীবনে নাও ঘটিতে পারে। স্রোতস্বিনী নদীর কুলু কুলু রব, বন, উপবন, প্রান্তর, ফুল-ফল, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, রঙ-বেরঙের পাখী, তাদের কূজন, ষড় ঋতুর খেলা, মেঘ-গর্জ্জন, অশনি-সম্পাত, বারি-পতন, গ্রীষ্মের দাহ, নবপল্লবিত বিটপিশ্রেণী, বসন্তের আবাহন গীতি, ক্রীড়াকৌতুক, পূজা-পার্ব্বণ, আমোদ-অনুষ্ঠান, আরও কত কি মধুর স্মৃতি স্মরণে জীবন মধুময় করিয়া তোলে। বাস্তব স্মৃতি কল্পনালোকেও লইয়া যায়। ঠাকুরমার গল্প, দৈত্য-দানব-পরীরাজ্য, রাক্ষসপুরী, রাজপুত্র-রাজকন্যার রূপকথা—ঘুমন্ত সুন্দরী, রূপার কাঠী, সোণার কাঠী, ছাঁদন-দড়ী গোদা-নড়ী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝড়-ঝাপ্টা আরও কত শত কাহিনীর সহিত কখনও আকাশপথে বিচরণ করায়—কখনও পাতালপুরীতে লইয়া যায়—আবার সাগরের আথাল-পাথাল উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া ভেলা ভাসাইয়া, আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কে মন তোলপাড় করিয়া দেয়। এই যে কল্পনারাজ্যে বিচরণ ইহার কি কোন সার্থকতা নাই? শিশুহৃদয় অধিকার করিতে হইলে কেবল বাস্তব লইয়া থাকিলে চলিবে না, তাহার সহিত কল্পনারও সংযোগ চাই। স্বপ্নরাজ্যের মাল মশলা লইয়া কল্পনার সাহায্যে শিশু-সাহিত্য গড়িয়া

উঠিয়াছে। আর এই শিশু-সাহিত্য তরুণদের পাঠেচ্ছা-বর্দ্ধনের কম সহায়তা করে না। বাপ-মা বা শিক্ষক ছেলেদের হিতজনক বলিয়া যে সব বই নির্ব্বাচন করিয়া দেন, তাহা অনেক সময়ে অনিচ্ছাকৃত ঔষধ-গলাধঃকরণের ন্যায় ছেলেরা পাঠ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ পাঠানুরক্তি বৃদ্ধি পায় কি না তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। তবে অনেক সময়ে দেখা যায়, ছেলেরা আপনা হইতে নিজের মনের মত বই বাছাই করিয়া লইলে তাহা পড়িবার আগ্রহ বেশী হয়—সঙ্গে সঙ্গে পাঠানুরক্তিও বাড়িয়া চলে। পাঠাভ্যাসে দ্রুত উন্নতি তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। এখনকার ছেলেরা সে বিষয়ে সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। লেখক, প্রকাশক এবং সাধারণ গ্রন্থাগার এখন শিশু-সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করিয়া থাকেন। উপন্যাস এবং উপকথার রাজ্যে ছেলেদের বাপমা পূর্ব্বে কখনও প্রবেশাধিকার পান নাই, এখন সেখানে তাঁহাদের অবাধ গতিবিধি। অনেক অভিভাবক মনে করেন, এত বই লইয়া নাড়াচাড়া করিলে ছেলেরা কোনও বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারিবে না; তাঁহারাও যদি ও সব না পড়িয়া মানুষ হইয়া থাকিতে পারেন, ছেলেদের ওসবের সংস্পর্শে না আসিলেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আধুনিক জীবনের ধনবত্তা এবং সুবিধার প্রাচুর্য্য একটা বিসংবাদ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সহরের ছেলেরা হাজার হাজার বিষয়ে আকৃষ্ট হইতেছে। সভাসমিতি আরও কত কি অনুষ্ঠান তো বার মাস লাগিয়াই আছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা অজানিত ছিল—এখন সে সব সুযোগ এবং সুবিধা পল্লীগ্রামে গিয়া ধাক্কা দিতেছে। পেট্রোল বা অন্য দাহ্য পদার্থে

চালিত এঞ্জিন যুগান্তর আনিয়াছে—সুদূরের সুষুপ্ত পল্লীও সজাগ হইয়া উঠিতেছে। সহরের হাওয়া সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার ফলে অবসরের অভাব বা যে অবসরটুকুতে মনঃ-সংযোগ হইতে পারে, তাহার অভাব ঘটিতেছে।



ক্যান্টন শিশু গ্রন্থাগার—কার্ডিফ্

পুস্তকরাশির উপর বহির্জগতের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি গিয়া পড়িতেছে। সাবেক কালে পুস্তকের সংখ্যা ছিল অল্প, ছেলেরা তাহা অনায়াসে মুখস্থ করিয়া ফেলিতে পারিত। এখনও চতুষ্পাঠীগুলিতে মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি মুখস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। খ্যাতনামা মেকলে সাহেব বলিতেন—জগতে যতগুলি Paradise Lost বা Pilgrims' Progressএর মত বই আছে, সব যদি নষ্ট হইয়া যায়,

তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি এতবার ঐ বই দু'খানি পড়িয়াছেন যে, তাহা কখনই তাঁহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইবে না—আগাগোড়া সব আওড়াইয়া দিতে পারিবেন। এখন শিক্ষিতের মধ্যে হাজারে একজন Paradise Lost পড়েন কি না সন্দেহ। দশ লক্ষের মধ্যে একজনও ৫।৬ পাতা সঠিক মুখস্থ বলিতে পারিবেন কি না বলা যায় না। অনেক বয়ঃবৃদ্ধ লোক এখন সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এটা মনে রাখা উচিত, এখন বাস্তবের সহিত বোঝাপাড়া করিবার সময় আসিয়াছে, বৃথা আক্ষেপে কোনও লাভ নাই। এ যুগে Paradise Lost বা Pilgrim's Progressএ মনঃ-সংযোগ রাখিয়া কোনও ছেলে দ্বিতীয় Macaulay হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না, বা তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহাতে লাভ তো কিছু নাই—আর সম্ভবও নয়। এখনকার সমস্যা হইতেছে, নাগরিক শিশু কি নিজ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া কাল্পনিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত করিতে পারে? এই সমস্যা-সমাধানের সহজ উপায় হইতেছে, উপযুক্ত পুস্তকের সহিত তরুণের সংযোগ-বিধান। সে সংযোগ একমাত্র চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাগারেই সম্ভব। চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থাও অভিনব হইবে; সাজ-সরঞ্জাম সহ সুরম্য গৃহে চিত্তবিনোদক সুদৃশ্য পুস্তকের সমাবেশ করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, আমাদের এ গরীব দেশে সেটা সম্ভব হইবে কি করিয়া? চিত্তাকর্ষণের সহজ প্রণালী জানিলে ব্যয়-বাহুল্য না করিয়া, অল্পস্বল্পের মধ্যেও কুটীরসম্পদ্ প্রাসাদকে লজ্জা দিতে পারে। গরীব হইলেও, এ দেশ তো প্রকৃতির নন্দনকানন। প্রকৃতির সাহায্যে গাছগাছড়া, লতাপাতা দিয়া কুটীরকে কি সুরম্য স্থানে পরিণত করা চলে না? সেজন্য চাই কল্পনা, উদ্যম এবং কর্ম্মপটুতা। তরুণদের আকৃষ্ট করিতে হইলে, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আধুনিক কালে যে তরুণ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহা খুব বেশী দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে তরুণদের সাহিত্য একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ শিশু-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছেলেদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করিবার পূর্ব্বে শিশুবোধক ছিল ছেলেদের একমাত্র বই। এমন কি লোক-সাহিত্য, রূপকথা বা ছেলে-ভুলান ছড়া এ সবও পুস্তকে নিবদ্ধ ছিল না—যা ছিল সব মুখে মুখে। এখনও বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের দারিদ্র্য ঘুচিতে বিলম্ব আছে। ইংরেজী শিশু-সাহিত্যের তুলনায় বাংলা শিশু-সাহিত্য অতি নগণ্য অবস্থায় আছে। বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা যে হইতেছে না তাহা বলিতেছি না—তবে যাহা হইতেছে তাহা এখনও আবশ্যকানুরূপ হয় নাই।

পূর্ব্বে লিখিত পুস্তক না থাকিলেও, ঠাকুরমারা মুখে মুখে চিত্তাকর্ষক ভাবে শিশুর তরুণ হৃদয়ে যে সব আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া দিতেন—তাহা অমূল্য। যুগ-যুগ ধরিয়া সকল দেশের রূপকথা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে—শিশুর সহিত দৈত্য ও পরীর, ডাইনী বুড়ীর ও রাক্ষসের পরিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে! থ্যাকারে বলিয়াছেন, এ সব গল্প হাজার হাজার বছর ধরিয়া ভারতের তাম্রবর্ণের শিশুরা শুনিয়া আসিতেছে। উত্তর ইউরোপের সমুদ্র-দস্যুরা নৌকায় পাটাতনে ঢালের উপর মাথা রাখিয়া সেই কাহিনীগুলা আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে; আবার সিরিয়া দেশের সমতল-ভূমিতে মুক্ত আকাশতলে গুঁড়িসুঁড়ি মারিয়া শুইয়া, কর্ম্মক্লান্ত আরবেরা মেষপাল চরাইয়া আনিয়া, ঘোটকীদের তাঁবুতে আটকাইয়া রাখিয়া সেই সব গল্পেরই পুনরুক্তি করিয়াছে। গল্প পড়া অপেক্ষা ছেলেরা এখনও গল্প শুনিতে ভালবাসে।

গল্প শোনার পর গল্পের বই পড়িবার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। গল্প শুনিয়া যে আনন্দ পাইয়াছে তাহা পুনরায় উপভোগ করিবার জন্য পুস্তকে মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এখন সব দেশেই রূপকথা বলার ঠাকুরমার অভাব ঘটিয়াছে; তাই স্কুলে ও ছেলেদের গ্রন্থাগারে "গল্পের ঘণ্টা" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইংরাজী শিশু-সাহিত্য

এই যে শিশু-সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম, ইউরোপে সেটা প্রাচীন-কাল হইতে গজাইয়া উঠে নাই—আধুনিক যুগেই শিশু-সাহিত্য সে সব



জনবহুল গ্রন্থাগারে জ্ঞানান্বেষী পাঠকগণ ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে

দেশে সমৃদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে দেশের শিশু-সাহিত্য আমাদের দেশের চেয়ে বেশী উন্নত হইয়াছিল তাহা বলা চলে না; রাজা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে মৌলিক কথায় পূর্ণ "The Babies Book ও Book of Nurture" এই দুইখানি বই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

লর্ড চেষ্টারফিল্ডের চিঠিগুলিকে এরই প্রতিলিপি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। সভ্য সমাজের আদব-কায়দা শিক্ষা দিবার জন্য শৈশবের এবং কৌমার্য্যের শিক্ষক, ধনীর গৃহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এই বইগুলি ছিল ভরসা। ক্রমশঃ ২।১ খানি করিয়া আরও বই প্রকাশিত হয়—গদ্যে বা পদ্যে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত দুই চারটী কবিতা হইতে বুঝা যায় যে তখন শিশু-মৃত্যুর হার বেশী ছিল; তাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে প্রতি কবিতায় মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত। সেগুলির প্রকাশক ধর্ম্মসংক্রান্ত সমিতি। তাহার দুই একটীর নমুনা দিতেছি—

Pretty Bud, I love to see
Much in your resembling me,
And from your instructive lo k,
Learn, as from a little book,
I am young, and so are you,
Life with us is fresh and new ;
Yet fair buds oft withered lie,
And the youngest children die.

অর্থাৎ সুন্দর কুঁড়ি, তোমার সঙ্গে আমার সাদৃশ্য বেশী, তাই তোমাকে দেখিতে আমি ভালবাসি। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের মত তোমাতে

শিখিবার অনেক আছে। আমি শিশু, তুমিও তাই। আমাদের জীবন সতেজ এবং নবীন। তবুও হে সুন্দর কুঁড়ি! তুমি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। আর সব চেয়ে ক্ষুদ্র শিশুর মৃত্যু তো অনিবার্য্য।

আর একটী কবিতা—

The leaves as they fall
Give a lesson to all,
The low and the high,
That we too must die.

অর্থাৎ, পাতা ঝরিয়া পড়ে, আমাদের শিক্ষা দেয়—ছোট হউক বা বড় হউক আমাদের মরিতেই হইবে।

রোম্যান্ ক্যাথলিক্দের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, "Memento Mori" অর্থাৎ 'মৃত্যুকে স্মরণ কর' বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শিশু-সাহিত্য হইতে বোধ হয় এই আসন্ন মৃত্যু-ভাব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

১৭৫১—৫২ খৃষ্টাব্দে জন্ নিউবেরী—"The Lilliputian Magazine" প্রকাশ করেন। ইহাই বোধ হয় শিশু-সাহিত্যে ইংরেজী ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র।

আমাদের দেশে বটতলার বই যেমন মাথায় করিয়া ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়, বিলাতের সেইরূপ ফেরিওয়ালাদের নাম ছিল চ্যাপমেন (Chapmen)। তাহারা পুস্তকের বোঝা গলায় ঝুলাইয়া, গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত পঞ্জিকা ও সংবাদ-পুস্তিকা। আর থাকিত এক পেনি হইতে এক ফার্দ্দিং মূল্যের বই। ইউরোপ হইতে তাহারা জনপ্রিয় বই আমদানী করিত; সে সব বই সেকালের উপযোগী ছিল, এখন আর মিলে না—যেমন Bevis

of Southampton, Adam Bell, Flores of Greece প্রভৃতি। যে সব শিশু-সাহিত্য তাহারা বেচিয়া বেড়াইত, তাহাদের মধ্যে Beauty and the Beast, Cinderella, Jack and the Beanstalk, Little Red Riding Hood, The Sleeping Beauty, Tom Thumb ও Dick Whittington উল্লেখযোগ্য। বেনিয়ন নীতিশিক্ষা-বিষয়ক Divine Emblems on Temporal Things Spiritualised নাম দিয়া গল্পের বই প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত Pilgrim's Progress, সুইফ্‌টের Gulliver's Travels, Robinson Crusoe, Manchusen's Travels ও স্কটের Ivanhoe শিশু-সাহিত্য হিসাবে প্রকাশিত না হইলেও, ছেলেমেয়েরা তাহাদের সামিল করিয়া লয়। বাল্যান্টাইন, জেমস্, গ্রীণউড্ প্রভৃতি তখনকার দিনের নামজাদা লেখকেরা শিশু-সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক কালে ওয়েষ্টারম্যান, ষ্ট্রাং এবং এখনও ব্রেরেটন শিশু-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন।

গ্রীম্ ও এণ্ডারসনের বই রাস্কিনকে King of the Golden River লিখিতে অনুপ্রেরণা দেয়। কিংসলির Water Babies, জর্জ্জ ম্যাকডোনাল্ডের At the back of the North Wind এবং থ্যাকারের The Rose and the Ring উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। পরবর্ত্তীকালে লুইস ক্যারল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Alice in Wonderland, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে Alice's Adventures Underground, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Sylvie and Bruno লিখিয়া শিশু-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন বলা যাইতে পারে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ব্যারী অতি প্রাঞ্জল ভাবায় Peter and Wendy লিখিয়া যে শিশু-সাহিত্যে আলোক সম্পাত করিয়াছেন; তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Wimmie-the Pooh নামক

রোমাঞ্চকর বই লিখিয়া আলান আলেক্জাণ্ডার মিলরি যশস্বী হইয়াছেন। আমেরিকা প্রবাসী ৺ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় একজন নামজাদা শিশু-সাহিত্য-রচয়িতা ছিলেন। এই সব অগ্রদূতরাই বর্ত্তমান ইংরাজী শিশু-সাহিত্যের উৎকর্ষতার পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শিশু-সাহিত্য রচনার ধারা

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে ছেলেরা আজকাল কি বই পড়িতে ভালবাসে? এক কথায় তাহার উত্তর দেওয়া চলে না। বয়সের, বোধ-শক্তির এবং অনুশীলনের তারতম্যের উপর ইহার উত্তর অনেকটা নির্ভর করে।



ব্রাউনসভিল শিশু শাখা—বালকদের পাঠকক্ষ

শৈশব ও কৌমার্য্য দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী। সাধারণতঃ চারি বৎসর বয়স হইতে শিশু ছবি উপভোগ করিতে পারে, আর ষোল বৎসরের যুবকের পূর্ণ বয়স্কের বই উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যক্তি বিশেষে অবশ্য কিছু কম বেশী আছে। তাই বলিয়া ছেলেদের গ্রন্থাগারে ধরাবাঁধা বয়সের হিসাব রাখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। মানসিক ক্রমবিকাশ কেবল মাত্র বয়সের উপর নির্ভর করে না; কাজেই বয়স ধরিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন সঙ্গত নহে। তবে ছোট শিশু, বালক ও কিশোর মোটামুটি এই তিন বয়স-বিভাগ ধরিয়া লইয়া সাধারণভাবে তাহাদের উপযোগী পুস্তক নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। তবে সে ব্যবস্থা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। কোনও ছেলের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রখর, সহজে বক্তব্য বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে; আবার কাহারও কাহারও বুদ্ধি কিছু স্থূল, অধীত বিষয় বোধগম্য হইতে বিলম্ব হয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে আবার সাহিত্যানুভূতি সম্বন্ধেও পার্থক্য আছে। আগে বিষয়টির পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

এইবার পুস্তক কি ভাবে লেখা উচিৎ তাহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের নীতির কথা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ হওয়া চাই—আর লিখন প্রণালীতে সৎসাহিত্যের রীতি অনুসরণ করা চাই।

২। কল্পনা স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই।

৩। সত্যকে অবলম্বন করিয়া লেখা চাই।

৪। আইন মানিয়া লেখা চাই।

৫। সরস এবং হাস্যরস পূর্ণ লেখা আদরনীয় হইয়া থাকে।

৬। যদি শিল্প-সংক্রান্ত বই লিখিতে হয় তাহা হইলে—

(ক) ঈষৎ হলদে বা বাদামী কাগজে ছাপা উচিত—আর ধারে (margin) একটু বেশী কাগজ রাখা আবশ্যক।

(খ) অক্ষর বড় হওয়া চাই।

(গ) ছবি ভাল হওয়া তো চাইই—অধিকন্তু ঠিক বিষয়ের উপযোগী হওয়া চাই।

৭। মজবুত করিয়া বাঁধানর দিকে নজর রাখা চাই। কাগজের ভাঁজে সূতা দিয়া সেলাই করা ভাল, তার দিয়া সেলাই করা উচিৎ নহে; আর সমগ্র পুস্তক বিঁধিয়া সেলাই করা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে।

৮। শক্ত কার্ডবোর্ডের উপর ভাল কাপড়ের মোড়ক থাকা আবশ্যক।

৯। ছেলেদের বইয়ের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং ব্যাকরণসম্মত হওয়া আবশ্যক। কথা-শিল্পীর নিপুণতার সহিত সুন্দর বাক্য-যোজনা আনন্দের উৎস উৎসারিত করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কল্পনা স্বাস্থ্যকর, আর সত্য অবলম্বন করিয়া লেখা চাই। কথা উঠিতে পারে, পরীর গল্প কি স্বাস্থ্যকর বা সত্য ঘটনা-মূলক? দুইটার কোনটাই নয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। পরীর অস্তিত্ব নাই—শিশুর কল্পনাকে বিপথে লইয়া যাওয়া কি সঙ্গত? তবে কি এই শ্রেণীর বই নির্ব্বাসিত করিতে হইবে? মিথ্যা বা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া যে সব গল্প হাজার হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে সেগুলি কি বর্জ্জন করিতে হইবে? এখন দেখিতে হইবে এই সব গল্প শুনিয়া কোনও শিশু বিপথে গিয়াছে কি না। শৈশবের কল্পনা বা স্বপ্নরাজ্যে এ সব তো সত্যের মত প্রতিভাত হইয়া থাকে। আর এমন অনেক গল্প রহিয়াছে যাহাতে নৈতিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

ছেলেরা কৈশোরে পদার্পণ করিলে আর তাহারা পরীর গল্প বা বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীর গল্প পছন্দ করে না। এখন তাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ, অসমসাহসিক



লস্ এঞ্জেলেস্ সাধারণ গ্রন্থাগার—ভারমণ্ট্ স্কোয়ার শাখা

কার্য্য, বীরত্বের কাহিনী, অজানা দেশ ভ্রমণ, এই সব গল্পই বেশী পছন্দ করে। Treasure Island, Thirtynine Steps প্রভৃতি পুস্তক, বিচিত্র লোমহর্ষণ কাহিনী, ইংরাজী জানা ছেলেদের প্রিয় হইয়াছে। ছেলেরা যে সব ধরণের বই পড়িতে ভালবাসে—মেয়েদের পছন্দ ঠিক সেরূপ নয়। সাধারণ মেয়েদের ছেলেদের চেয়ে আরও শৈশবে পুস্তক-প্রীতি জন্মে; তখন পরীর গল্প প্রভৃতি তাহারা পছন্দ করে। কৈশোরে বিদ্যালয়ের গল্প বা অসমসাহসিক গল্প পড়ে এবং আর একটু বড় হইলে প্রেমের গল্পের দিকে তাহাদের ঝোঁক বেশী হয়। অনেকে আবার শোকোদ্দীপক পদ্য বা গদ্যের বইও ভালবাসে। বয়স্কদের জন্য লিখিত অনেক বই আছে যাহা অবাধে যুবকদের হাতে যাওয়া সব সময় সঙ্গত নয়। কাজেই গ্রন্থগারিকদের একটু সতর্কতার আবশ্যক।

পুস্তক নির্ব্বাচন গ্রন্থাগারিকের একটি বড় কর্ত্তব্য—তাহার উপর গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে। বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা পড়িয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করা কোনও মতেই সঙ্গত নয়। পুস্তক নির্ব্বাচন গুরুতর দায়িত্বের কাজ। পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। পুস্তকের যত্ন আর এক দায়িত্বের কাজ। যত্নের উপর পুস্তকের পরমায়ু নির্ভর করে। পুস্তক আসিবামাত্র—তাহা মিলাইয়া দেখিতে হয়, সব পাতা ও ফর্ম্মা ঠিক আছে কি না। দপ্তরীর অসাবধানতায় ফর্ম্মা বাদও পড়ে, আবার দ্বিগুণ ফর্ম্মাও দেখিতে পাওয়া যায় বা ফর্ম্মার ওলট পালট হইয়া যায়। সচিত্র পুস্তক হইলে চিত্রের তালিকা দেখিয়া তাহা মিলাইয়া লইতে হয়। পুস্তক পাঠকের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে, আরও অনেক খুঁটিনাটি কাজ করিতে হয়। যে সব বইয়ের পাতা কাটা না থাকে সেগুলি হাড়ের কাগজ-কাটা দিয়া সাবধানে কাটিতে হয়; নতুবা অনেক পাঠক আঙ্গুল দিয়া যথেচ্ছা পাতা ছিঁড়িয়া পুস্তকখানি কদর্য্য করিয়া

ফেলিতে পারেন। তারপর পুস্তকে গ্রন্থাগারের ছাপ মারিতেও যত্নের আবশ্যক। অনেক সময় প্যাডে বেশী কালী থাকে—বাজে কাগজে পূর্ব্বে না ছাপিয়া বইয়ে ছাপ মারিলে বইয়ের পাতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। পুস্তক সনাক্ত করার জন্যই ষ্ট্যাম্পের আবশ্যক—সুতরাং তদুপযোগী চিহ্ন থাকিলেই যথেষ্ট। তারপর বইয়ের প্লেট ও লেবেল আঁটা—তাহাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে করা দরকার। ছেলেদের আঙ্গুলের



কিরূপে বই খুলিতে হয় তাহাই গ্রন্থাগারিক শিক্ষা দিতেছেন

সংস্পর্শে বই শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় তাই গ্রন্থাগারিকের কর্ত্তব্য পুস্তক কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয় সে সম্বন্ধে ভাল করিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দেওয়া। কি করিয়া নূতন বই খুলিতে হয়, কি করিয়া দুই হাতে ২টী

করিয়া আঙ্গুলের চাপ দিয়া দুইদিকের মলাটের বোর্ড ধরিতে হয়, কি করিয়া পাতা উল্টাইতে হয়, তাহা বই লইয়া দেখাইয়া দিতে হয়। তাহাতে বই ভাল থাকে, সেলাই অটুট থাকে আর কোনও পাতা খুলিলে পাতা উল্টায় না, সমানভাবে থাকে।

ছেলেদের হাত সাধারণতঃ নোংরা থাকে। বিলাতে ছেলেদের গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হাত ধুইয়া মুছিয়া আসিতে হয়; সেই প্রথা খুব ভাল। ময়লা হাতে পুস্তক ব্যবহার করিলে তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। আবার অনেকের স্বভাব আছে, বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়া, হয়তো তাহার উপর চায়ের বাটী রাখিয়া চা পান করে বা কীট পতঙ্গ মারিবার জন্য তাহা ব্যবহার করে বা ছোড়াছুড়ি করে। এরূপ ভাবে যাহাতে পুস্তকের অপব্যবহার না হয় সে বিষয়ে তাহাদের উপদেশ দিয়া সতর্ক করা চাই। উপদেশ প্রদানকালে ঐরূপ অপব্যবহারে পুস্তক কি ভাবে নষ্ট হইয়াছে তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান উদ্রিক্ত করাই গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্ত্তব্য।

ব্যবহারে বা অপব্যহারে পুস্তক খারাপ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা মেরামত করা আবশ্যক। আবার যা'তা করিয়া মেরামত করিলে পুস্তকের অধিকতর অনিষ্ট হইয়া থাকে; সেজন্য গ্রন্থগারিকের পুস্তক সংস্কার ও বাঁধাই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইংরাজীতে একটী প্রবাদের প্রচলন আছে—A stich in time saves nine—অল্পে অল্পে মেরামত হইলে আর বেশী মেরামতের দরকার হয় না। পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগ (Classification) তালিকা তৈয়ারী করা (Cataloguing) তাঁহার প্রধান কাজ। আজকাল কার্ড তালিকা প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা (Indexing) এবং গ্রন্থ পঞ্জী (Bibliography) তৈয়ারও গ্রন্থাগারের সুপরিচালনার জন্য বিশেষ আবশ্যক।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে য়ুরোপ বা আমেরিকায় আমাদের দেশের মতই ছেলেদের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ছেলেদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন প্রথম আরম্ভ হয় ও তারপর হইতেই ছেলেদের উপযোগী করিয়া সচিত্র পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়; তাহার পর হইতে ইহা দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। ছেলেদের গ্রন্থাগার বহু ব্যয় সাপেক্ষ না করিলেও ক্ষতি নাই —স্বল্প ব্যয়েও তাহা চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ করা যাইতে পারে। আসবাব-পত্র মোটামুটি হইলেই চলে, তবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক। ভাল ছবি সস্তা মূল্যেও পাওয়া যায়, ঋতু অনুযায়ী ভাল ফুল না মিলিলেও বনফুল দিয়া পাঠকক্ষ সাজান যাইতে পারে। পাঠানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য-বোধ উদিক্ত করিতে হইবে, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে, গ্রন্থাগারকে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। তবে তো সেখান হইতে উন্নত নাগরিক তৈয়ার হইবে। কেবল ভাল ভাল বই রাখিলে চলিবে না, উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের নিয়োগও অপরিহার্য্য।

আমাদের দেশে অর্থ-সামর্থ্য অতিশয় অল্প—কাজেই তরুণদের জন্য পৃথক গ্রন্থাগার ভবন বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নয়। এখন সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি ঘরে বা স্থানাভাবে কোন একটী কোণে তরুণদের জন্য পৃথক বিভাগ খুলিতে হইবে; ব্যয় বাহুল্য করা সম্ভব হইতে না পারে। য়ুরোপ বা মার্কিনদেশে তরুণদের গ্রন্থাগারের জন্য সুদৃশ্য সৌধ, বহু মূল্য আসবার পত্র ও সাজ সরঞ্জম দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সুবন্দোবস্ত গুণে ছেলেমেয়েরা স্বতঃই সেখানে আকৃষ্ট হয়। স্বীয় গৃহ অপেক্ষা সেখানে তাহারা অধিক সময় ক্ষেপন করিতে ভালবাসে।

সেই লোভনীয় পরিবেষ্টনীর মধ্যে যে জাতি পুষ্ট হয়—যে নাগরিক তৈয়ার হয়, তাহারা যে সুন্দরের উপাসক, শিল্প ও বিজ্ঞানে উন্নত এবং নানা সদ্‌গুণের আধার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এই তো গেল তরুণদের গ্রন্থাগারের কথা। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যে কত উন্নত ও চিত্তাকর্ষক, তাহা আমাদের কল্পনা হয় না। মার্কিনে কি উচ্চ আদর্শ লইয়া সেগুলি পরিচালিত হইতেছে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ শিক্ষা বিষয়ক সপ্তবিধ উদ্দেশ্য ইহার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমেরিকায় আধুনিক শিক্ষার গতি সেই পথে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যগুলি হইতেছে :—

১ম—স্বাস্থ্য এবং নির্ব্বিঘ্নতা।

২য়—সুগৃহস্থ হইবার উপযোগীতা অর্জ্জন।

৩য়—যন্ত্র-শিল্প এবং জ্ঞানের সারভূত বিষয় আয়ত্ত করার অভ্যাস।

৪র্থ—ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা।

৫ম—বিশ্বস্ত নাগরিক সৃষ্টি।

৬ষ্ঠ—অবসরকালের সদ্ব্যবহার।

৭ম—নৈতিক চরিত্র গঠন।

বিদ্যালয় এবং তাহার সংযুক্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই।

স্বাস্থ্য ও নির্ব্বিঘ্নতা

গ্রন্থাগারে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী এবং সচিত্র পুস্তক সংগৃহীত হওয়া চাই। শিক্ষার্থীর বোধ-শক্তির তারতম্য অনুযায়ী তদুপযোগী ভাষায় লিখিত



পুস্তক লেন-দেন বিভাগ : ইষ্ট হাই স্কুল লাইব্রেরী— ডেনভার

পুস্তক নির্ব্বাচন করা উচিত। আনন্দদায়ক নানাবিধ বিজ্ঞাপনপত্র (poster) দেওয়ালে লাগাইয়া দিতে পারা যায়। গ্রন্থাগারে পুস্তক এবং পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক; তাহাতে যে মনে প্রফুল্ল ভাব আনিয়া দেয় তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। সহানুভূতি এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীর এই মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করা যাইতে পারে।

সুগৃহস্থ হইবার উপযোগিতা অর্জ্জন

প্রধানতঃ অনুকরণের দ্বারাই ছেলেমেয়েরা আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া থাকে। চিত্তাকর্ষক সচিত্র পুস্তকে সামাজিক জীবনের আনন্দপ্রদ আলেখ্যদর্শনে, উপন্যাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বিজ্ঞাপন-পত্র, পুস্তক-তালিকা এবং পাঠেচ্ছা বর্দ্ধক পুস্তক বহুল ব্যবহারে তাহাদিগের মনে আদর্শের অনুভূতি আনিয়া দেয়। বিদ্যালয়স্থ গ্রন্থাগারের তাহাই উদ্দেশ্য। পুস্তক ক্রয়কালে আদর্শ স্মরণ রাখিলে সকল সুযোগ ও সুবিধা শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের সারাংশ আত্মস্থ করণ

এটি একটি বড় কথা। সংগৃহীত মালমশলা হইতে তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ একটি অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাস। বয়ঃপ্রাপ্তির পর ইহা ছেলেদের কত কাজে আসে! জ্ঞানলাভের একটা সাধারণ উপায় হইতেছে আত্মস্থ করার অভ্যাস। বাক্যবিন্যাস, প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠ, লিখিত বাক্যের পূর্ব্বাপর কথা মনে ধারণা করা—এ সব অভ্যাস বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতে লাভ করা যাইতে পারে। গ্রন্থাগারে এ সম্বন্ধে সংবাদাদি থাকে বটে তবে তাহা হইতে শিক্ষালাভের প্রণালীটা অনেক সময় দেখাইয়া দিতে হয়। শিখিবার আগ্রহ, অবারিত মন, নূতন এবং সুন্দরের

প্রতি টান এবং অনুসন্ধিৎসা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য্য। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতে এ সব বিষয়ে অনুপ্রেরণা আসে না কি ?

অর্থোপার্জ্জনে সহায়তা

গ্রন্থাগার এমন চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই যেন অবকাশ পাইলেই যে সব ছেলে কোন কাজ-কর্ম্ম করে বা করিবে তাহারাও সেখানে আসে এবং আসিলে তাহারা যেন একটু যত্ন পায়। যে কাজ উপলক্ষ করিয়া তাহারা জীবিকার্জ্জন করিবে সেই সব কাজের বই পড়ায় যেন তাহাদের আগ্রহ বাড়ে। এমন চিত্ত-বিনোদক পুস্তক পড়িতে দিতে হইবে যেন পরদিন প্রাতে তাহারা সতেজ ও প্রফুল্ল মনে ঔৎসুক্যে উদ্দীপিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইতে পারে। হাতে-কলমে শিক্ষায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির নূতন নূতন সংবাদ-সংগ্রহে, গ্রন্থাগারিককে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। কারণ এ সব তত্ত্ব না জানিতে পারিলে তিনি অনুসন্ধিৎসুর তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিবেন কিরূপে ? এ সবে বিরক্তি আসিলে চলিবে না—তাঁহাকে সযত্নে ও প্রফুল্লচিত্তে সকল সংবাদ সরবরাহ করিতে হইবে।

বিশ্বস্ত নাগরিক

পুস্তক, অভিনয়, বিজ্ঞাপন-পত্র ছাড়াও শিক্ষার্থীকে বিশ্বস্ত নাগরিক তৈয়ারী করার ভার বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের উপর ন্যস্ত। এ সম্বন্ধে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র হইতেছে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষার্থীরাই বিদ্যালয়ের সাধারণ-তন্ত্রে নাগরিকের অধিকার লাভ করিয়া গ্রন্থাগারিকের সহকারীর কার্য্য করিয়া থাকে। যখন তাহাদের কার্য্যের গতি গবেষণার দিকে প্রধাবিত হয়, তখন সমাজ-সেবার কাজও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। গ্রন্থাগারেই সর্ব্বদা গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।

অবসরকালের সদ্ব্যবহার

শিল্প এবং সৌন্দর্য্য উচ্চ বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় এবং শিক্ষায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত-বিদ্যা, নাটক এবং কতক



ক্লেভল্যাণ্ড জন এডামস হাই স্কুলের গ্রন্থাগার

কতক ব্যায়ামেরও এখানে চর্চ্চা হয়। গ্রন্থাগারের প্রভাব এখানে দেদীপ্যমান। এই সবের সংযোগই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়। তিনি বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণের সহিত

সাগ্রহ পরামর্শ দ্বারা প্রকৃত কার্য্য-প্রবণতা কোন্ দিকে এবং ঠিক কোন্ ক্ষেত্রে কার্য্য পরিচালনা করা আবশ্যক প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহা অবধারণ করিয়া লন। বিদ্যালয়স্থ গ্রন্থাগার সঙ্গতভাবে কার্য্যতালিকা অনুসরণ করিয়া ঠিক ঠিক বই, ছবি যোগায়, বা বিভাগীয় কাজের সুযোগ দিয়া থাকে। ইহার সহিত যদি সঙ্গীত চর্চ্চা সম্ভব হয় বা চিত্রাদি প্রদর্শনের প্রকোষ্ঠে চিত্র-শিল্পের অনুশীলনে যত্নবান হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়, তবে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সহিত নিবিড় সংযোগ থাকায় পাঠানুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে পরিশেষে জীবনযাত্রায় জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। অবসরকালের সদ্ব্যবহার হইবে বিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ। প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিণ্ডারগার্টেন হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার সুযোগ ও সুবিধা লইতে হইলে এই চারিটী বিষয়ের উপলব্ধি আবশ্যক :—

১। *সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এবং তাহার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ।*

২। *সৎসাহিত্য পাঠে আনন্দানুভূতি।*

৩। *অনুসন্ধিৎসু হইবার জন্য শিক্ষার্থীর মত মনোভাব।*

৪। *অপরের মঙ্গলের জন্য যত্ন এবং দায়িত্ব গ্রহণ, সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি।*

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের এই সব উদ্দেশ্য এবং তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করা কেন আবশ্যক? তিনি তাঁহার ইচ্ছামত তালিকার দ্বারা গ্রন্থাগারকে হয়ত উন্নত করিতে পারেন; কিন্তু বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারের সম্মিলিত কার্য্য-তালিকা (combined programme) গঠিত হইলে তাহা অধিকতর ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নহে কি? দুইয়ের সংযোগ ভিন্ন, পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যতীত সম্পূর্ণ সাফল্য সম্ভব হয় না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে উন্নত করা, বিশুদ্ধ ভাবের আদান প্রদান, সুন্দরের উপাসনা এবং জীবনকে মধুময় করিয়া তোলা।

নৈতিক চরিত্র গঠন

ইহার উদ্ভব হইতেছে, স্বকীয় অভিজ্ঞতায় বা অপরের অভিজ্ঞতার পরিচয়ে—সেটা মিলে পুস্তক-লব্ধ জ্ঞানে বা ঠেকিয়া শেখায়। বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা হিসাবে বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গঠন ও পরিচালনকালেও কতকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, নানা মাল-মশলার ভিতর দিয়া কিম্বা স্থানমাহাত্ম্যে বা স্থলবিশেষে নৈতিক চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কিরূপে চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতে পারে? গ্রন্থাগারটি যদি সুন্দর হয় এবং তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন যদি স্বাস্থ্যকর হয় তবে তাহার দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার সহায়তা হইতে পারে।

এখন কথা হইতেছে যে, আমাদের দেশে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ভাল গ্রন্থাগার নাই। ছেলেরা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে এবং সেখানে তাহাদের ঘাড়ে যে পুস্তকের বোঝা চাপান হয় তাহার ভারই সহ্য করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ; তাহার উপর আবার তাহাদের এ সব গ্রন্থাগারে টানিয়া আনিয়া লাভ কি? তাহাদের উপর যে পড়ার চাপ আছে তাহাই সামলাইতে পারে না—এখানে তাহাদের আনাইয়া চিত্ত-বিক্ষেপ এবং পাঠ্য পুস্তকে অমনোযোগী করা হইবে মাত্র, এরূপ কথাও কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি। তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, সাধারণতঃ আমাদের দেশে যে ভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করার উপযোগী শিক্ষা হইতে পারে, বা কেরাণীর জাতি পুষ্টির সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত জ্ঞান-লাভের এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের বা কর্ম্মজীবনে সাফল্য লাভের অনুকূল নহে। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে আমরা সকল বিভাগে পিছাইয়া পড়িতেছি। শিক্ষার ধারা পাল্টাইতে না পারিলে আমাদের গত্যন্তর

নাই। জীবন-সংগ্রামে যুঝিবার জন্য যে সব হাতিয়ার আবশ্যক, যে-সব মাল-মশলার আবশ্যক গ্রন্থাগারে প্রচুর পরিমাণে তাহার আমদানি করা চাই; তরুণের অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি সেই দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। বড়ই আনন্দের বিষয় যে আসানসোল রেলওয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি আধুনিক ধরণে পরিচালিত হইয়া অতি সুফলপ্রদ হইয়াছে।

অর্থনৈতিক দুর্দ্দশায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যাহাতে জাতি মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার অনুকূল শিক্ষাকেই আমি আধুনিক যুগের প্রকৃত শিক্ষা বলিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জয়লাভে যে সার্থকতা নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে জীবনের বড় পরীক্ষায় সাফল্য লাভই এখনকার দিনের প্রধান কাম্য। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে জ্ঞান বলে বলীয়ান হইতে হইবে। জ্ঞান বলিতে আমি পুস্তকের কীট হইতে বলিতেছি না—যে জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসুতা বাড়াইয়া দেয়, আত্মনির্ভরশীলতা উদ্দীপিত করে, জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস আনিয়া দেয়, দেশের এবং দশের কল্যাণে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করে, ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় করে, যে জ্ঞান দেশবাসীর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে সাহায্য করে—সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান-পদবাচ্য; সেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি তরুণদের এই সব গ্রন্থাগারে আশ্রয় লইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। গ্রন্থাগারিকের কাজ শিক্ষার যে সামান্য প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই বোধ হয় যে, কালক্রমে আমাদের উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়ার অসুবিধা হইবে না। এখন সর্ব্বনিয়ন্তার কৃপায় এই সাধু প্রতিষ্ঠানগুলি অনুকূল আবহাওয়ায় ভরপুর হইয়া উঠুক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

(চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতা)

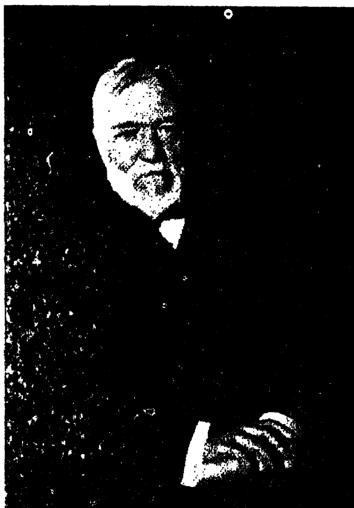
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রতন্ত্র ও গণশিক্ষা

গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রচারের যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে, সেটা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে। পুস্তক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দশমিক শ্রেণীবিভাগের আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার মেলভিল্ ডিউই এবং তাঁহার দুইজন বন্ধু ডাক্তার পুল (Dr. William F. Poole) এবং মিষ্টার উইন্স্‌টার আমেরিকায় প্রথম লাইব্রেরী আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। তাহার ফলে একমাত্র যুক্তরাজ্যে ছয় হাজার লাইব্রেরী নব ভাবে গড়িয়া উঠে। অচিরে এ আন্দোলন আমেরিকার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া য়ুরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসানে সভ্যজগতে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। নবজাগ্রত এবং নবগঠিত জাতিদের মধ্যে গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রচারের যে বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের প্রথম আমদানী করেন বরোদারাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি সয়াজিরাও গাইকোয়াড়। তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে লাইব্রেরীর মত জ্ঞানপ্রচারের সহজ উপায় আর দ্বিতীয় নাই। জ্ঞানসমৃদ্ধ না হইতে পারিলে কোনও জাতি জগতে

মাথা তুলিতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমেরিকা হইতে লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাঁহার উপর লাইব্রেরী আন্দোলন পরিচালনের ভার ন্যস্ত করেন। যিনি প্রথম ভার প্রাপ্ত হন তাঁহার নাম মিঃ বর্ডেন (Mr. W. A. Borden)। বরোদারাজ্যে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী ছাড়া ৪৫টী নাগরিক লাইব্রেরী এবং ১১৭টী পল্লী লাইব্রেরী, ২১৬টী সংবাদপত্র পড়িবার পাঠগৃহ, মেয়েদের জন্য ১০টী পৃথক লাইব্রেরী ও ৩টী পাঠগৃহ এবং শিশুদের জন্য ৬টী পৃথক লাইব্রেরী ও ৫টী শিশু পাঠগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া ভ্রাম্যমান বা travelling লাইব্রেরীর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরী, স্কুল বা অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পুস্তকপূর্ণ বাক্স পুস্তক বিলির জন্য পাঠান হইয়া থাকে। এক একটী বাক্সে ১৫ হইতে ৩০খানি বই পাঠান যায়। এই বাক্স পাঠানর ও ফেরৎ আনার খরচা সরকার বহন করিয়া থাকেন। বরোদারাজ্যে ১৪৩টী লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব লাইব্রেরী সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের একতৃতীয়াংশ সরকার বহন করেন—একতৃতীয়াংশ জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপালিটি দিয়া থাকেন, বাকী একতৃতীয়াংশ সাধারণের মধ্যে চাঁদা করিয়া দিতে হয়। বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে পৃথক মহিলা বিভাগ ও পৃথক শিশু বিভাগ আছে। শিশু বিভাগে খেলা-ধূলার সহিত শিশুদের নানারূপ শিক্ষার উপাদান যোগান হইয়া থাকে। তা ছাড়া সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশ বিভাগ আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এই বিভাগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

বাঙ্গলায় লাইব্রেরী আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালে আমাদের বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ায়। এই এগার বৎসরের মধ্যে কি কাজ হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এই আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় আমার পক্ষে এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা শোভা



দানবীর এণ্ড কার্ণেগী

পায় না। তবে আমরা যে আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারি নাই, তাহাতে আমাদের অক্ষমতার পরিচয় যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। সরকার এ আন্দোলন সম্বন্ধে এতকাল উদাসীন ছিলেন। আমাদের ক্ষীণ প্রচেষ্টার ফলে সেই ঔদাস্যভাব

হ্রাসের লক্ষণ ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। পল্লী লাইব্রেরীগুলিকে এতদিন জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ড সাহায্য করিতে পারিতেন না। ইহাতে আইনগত যে বাধা ছিল—আইন সংশোধন করিয়া সে বাধা দূর করা হইয়াছে। নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে লাইব্রেরীর ব্যয় নির্ব্বাহ বা সাহায্য-কল্পে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকার এক্ষণে স্বীকৃতি দিয়াছেন যে এবার হইতে লাইব্রেরীয়ানের পদ খালি হইলে লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে।

বর্ত্তমান কালে অন্যান্য সভ্যদেশে লাইব্রেরীর সাহায্যে জনশিক্ষার যে অভিনব প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পাল্টাইয়া গিয়া নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সে সব স্বাধীন দেশে অর্থের জন্য কোনও কাজ আটকায় না। সরকারী অর্থ ছাড়া এণ্ড্রু কার্ণেগীর মত দানবীরের অভাব নাই। সেজন্য লাইব্রেরী আন্দোলন উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইতেছে। আর আমাদের এই গরীব ও পরমুখাপেক্ষী দেশে এই আন্দোলনের সাফল্যলাভ কত দিনে হইবে তাহা বলা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস এগার বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে। তাহাতে আশা হয়—দ্রুতগতিতে না হউক, ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া কালে ইহা মহীরুহে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করিবে। যে কোনও জনহিতকর কার্য্য করিতে হইলে যেমন নিষ্কাম কর্ম্মীর আবশ্যক সেইরূপ অর্থ-সামর্থ্যেরও প্রয়োজন। আমাদের দেশে কর্ম্মীর অভাব তো আছেই; তাহার উপর দারুণ অর্থাভাব। এরূপ স্থলে দ্রুত উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। একে তো আমাদের দেশ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। যে দেশের শতকরা ৯৩জন লোক নিরক্ষর, সে দেশ যে কত পিছাইয়া পড়িয়া আছে, তাহা ভাবিতে গেলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না,—মন অবসাদে পূর্ণ হইয়া যায়। তাই

আশার বাণী আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। যখন দেখি ক্ষুদ্র জেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্য জ্ঞানপ্রচারকল্পে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৬,০০০ লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছে এবং নবজাগরিত অন্যান্য জাতিদের মধ্যে নিরক্ষরতা বিদূরণ এবং জ্ঞানালোক বিতরণ জন্য একরূপ



ডাক্তার মেলভিল্ ডিউই

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে, যখন দেখি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে লাইব্রেরীর পাঠক আকর্ষণের জন্য কি বিপুল চেষ্টাই না হইতেছে, তখন মনে হয়, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও তদনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে। জ্ঞানই শক্তির

আদের ... জন্য জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক। সোভিয়েট রাশিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞানতা বিদূরণ জন্য যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে তাহার বিরাটত্ব আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। পাঁচসালা বন্দোবস্ত যেমন অভিনব আবার তাহার কার্য্যকারিতাও ততোধিক বিস্ময়কর। সোভিয়েট রাশিয়া বলিতে এক রুশীয় জাতি বুঝায় না। সেখানেও বহু জাতির ... সহিত জাতি বা ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই। আর অজ্ঞানান্ধকারে সমগ্র দেশ ডুবিয়াছিল... অপেক্ষা পিছিয়ে পড়া জাতির অভাব ছিল না। কিন্তু পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

রাশিয়ার জারের রাজত্বকালে ধনিক, জমীদার, রাজকর্ম্মচারী এবং পাদরীদের জন্য বিদ্যার্জ্জন একচেটিয়া ছিল—যা কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা প্রধানতঃ তাদেরই জন্য। সাধারণ লোকের উচ্চ শিক্ষা দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষার বা অক্ষর পরিচয়েরও ব্যবস্থা ছিল না। ...ই নিরক্ষরতায় দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আপা... সাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কাহা...ও বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ৩ হইতে ৭ বৎসর ব...সের ছেলে-মেয়েদের কিণ্ডারগার্টেন বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। কলকারখা... সহিতও কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস স্থাপিত হয়। প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা ... সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রা...ও সেখানে থাকিবার বোর্ডিং আছে—তাহার যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমে... বহন করেন। এই সব শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং তদুপযুক্ত সেবিকা বা nurse নিযুক্ত করা হয়। খেলাধূলা, গল্প বলা, বেড়ান, হাল্কা সাংসারিক কাজ, শারীরিক ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার নিয়ম পালন শিক্ষা, আঁকাজোকা বা drawing, নমুনা তৈয়ারী আর লেখা-পড়া

প্রভৃতি শেখান হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তে কিণ্ডারগার্টেন বিভাগের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে দেখুন—



হিজ্ হাইনেস্ বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়,
সেনা খাস খেল, সামসের বাহাদুর, ফারজ্যাণ্ড-ই-খাস-ই-
দৌলৎ-ই-ইংলিসিয়া, জি-সি-এস্-আই,
জি-সি-আই-ই, এল্-এল্-ডি

১৯২৭।২৮ সালে মোট পাঁচ হাজার আট শত আটান্নটী কিণ্ডারগার্টেন

স্কুল ছিল। আর তাহার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ আট হাজার তিন শত দুই। চারি বৎসর মধ্যে ১৯৩০।৩১ সালে ঐরূপ স্কুলের সংখ্যা ৬ গুণের উপর বাড়িয়া গিয়া তেত্রিশ হাজার নয় শত আটচল্লিশ দাঁড়ায়। আর ১৯৩১।৩২ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সাতাইশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট দাঁড়াইয়াছে। এ তো গেল প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বকার শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ হইতে ১১ বর্ষ বয়স্ক ছেলেদের চারি বৎসর কাল দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী প্রদেশের কথা বলিতেছি। কাজান সাধারণ তন্ত্রে ছত্রিশ হাজার নয় শত ষাট ছাত্র স্থলে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় শত একান্ন ছাত্র, উজবেক সাধারণ তন্ত্রে ৬৫টী স্কুল স্থলে ২১৬ টী স্কুল এবং ৪,৫৪,৪৬৩ ছাত্র, টার্কমেনিয়াস্থানে তিপান্নটী স্কুল স্থলে দুই হাজার উনচল্লিশটী স্কুল এবং চারি হাজার এক শত পঞ্চাশ ছাত্র স্থলে এক কোটী চারি হাজার এক শত ছাত্র দাঁড়াইয়াছে। ১৯২২।২৩ সালে তিয়াত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর স্থলে এখন দুই ক্রোড় চল্লিশ লক্ষে পৌঁছিয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও একানব্বই হইতে ছয় শত পঁয়তাল্লিশ দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষকের সংখ্যা এখন সাত লক্ষ। সে দেশে কেবল বই-পড়া বিদ্যা শিখান হয় না—সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। লেখাপড়া শিখিতে শিখিতে সকলেই উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠে।

পাঁচসালা বন্দোবস্তে সোভিয়েট রাশিয়ার পাঠকুটীর এবং ক্লাবের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঞ্চান্ন হাজার নয় শত ছিয়ানব্বই। সমগ্র রাশিয়ায় রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে খাস রাশিয়ায় শতকরা ত্রিশ জন লোকেরও এবং দূর প্রদেশে শতকরা একজন লোকেরও অক্ষর পরিচয় ছিল না। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে ১৯৩২ সাল

পর্য্যন্ত শতকরা ৯০ জন নরনারী লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং স্থানে স্থানে নিরক্ষরতা একেবারেই দূর হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে সুদূর প্রদেশেও একজনও নিরক্ষর থাকিবে না তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। পল্লী মাত্রেই লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানানুশীলন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চলন্ত লাইব্রেরীর সংখ্যাও অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে। সকল কলকারখানায় ভাল ভাল লাইব্রেরী শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রও বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ছিল তিন শত মাত্র; এখন দাঁড়াইয়াছে দুই হাজার সত্তর। পূর্ব্বে তাহার শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ হাজার; এখন হইয়াছে ত্রিশ হাজার। তা ছাড়া গবেষণাগার (Research Institute)-এর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ছয় শত ছিয়াত্তর, বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী দুই শত সত্তর, ন্যাস ও কর্ম্মকেন্দ্র গবেষণাগার (Trust and Factory Laboratories) এক শত সাতষট্টি, পরীক্ষা-কেন্দ্র (Experimental Stations) দুই শত বাষট্টি, মানমন্দির (Observatories) তের, সামুদ্রিক ও আবহাওয়া ঘর (Hydro-meteorological Stations and weather bureaus) আটষট্টি, প্রকৃতি সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Nature Protection Institutes) তেইশ, সরকারী যাদুঘর (State Museum) ছিয়াত্তর, স্থানীয় যাদুঘর (Local Museum) এক শত ছাব্বিশ, সরকারী দপ্তরখানা (State Archives) বাইশ। মোট সতের শত সাতটী বিদ্বজ্জন সমিতি (Learned Society) আছে। এ বিষয় এতটা বিশদভাবে বলিবার উদ্দেশ্য আছে। এত দিন ধনিক পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদীরা বলিয়া আসিতেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়া আভিজাত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। এখন উহা চাষাভূষা এবং মজুরের রাজ্য। এই অল্প কাল মধ্যে যে দেশে

এতগুলি উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে সে দেশ অচিরে সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়াই তো মনে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় নিরক্ষরতা বিদূরণের বিরাট চেষ্টা ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার সফলতায় ধনিক পরিচালিত জাতিরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এত বড় একটা জাতিসমষ্টি যদি জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠে, তাহার নিকট সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে। জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়াছে বলিয়াই এখন সকল জাতির দৃষ্টি রাশিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে রাশিয়া স্ত্রীশিক্ষায় অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নিরক্ষর ছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত জ্ঞানার্জ্জনে সমান পদবিক্ষেপে চলিয়াছে। কি প্রাথমিক, কি উচ্চ শিক্ষা, তাহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহে। সর্ব্ববিধ শিক্ষাকেন্দ্রেই স্ত্রীলোকেরা সমান আগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে রাশিয়া বস্তুতঃই এক মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এই বিপ্লব সংঘটনেও বহু বাধা পথ আগলাইয়া ছিল। প্রথম বহিঃশত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত বিরোধের ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ; তাহার পর অর্থনৈতিক চরম দুরবস্থা; পরিশেষে ভল্‌গা (Volga) প্রদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই সব প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও নেতাদের জ্ঞান-বিতরণের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই—আর জ্ঞানপিপাসুদের আগ্রহও অতি মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল।

রাশিয়ায় এখন এমন জেলা নাই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; এমন সহর নাই যেখানে সঙ্গীত-বিদ্যার কেন্দ্র এবং বড় বড় রঙ্গমঞ্চ নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে বিশুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জন। তাই সঙ্গীতচর্চ্চা এবং রঙ্গাভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে। কলাবিদ্যা ও সূক্ষ্ম শিল্পানুশীলনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী



শিশু বিভাগ

সোভিয়েট রাশিয়ায় পুস্তকের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে (১৯১৩ সালে ১১৮,৮৩৭,০০০ আর এখন ৮৪১,০০০,০০০)। সংবাদপত্র সংখ্যা ৬,৬৬৫ ও তাহার গ্রাহক-সংখ্যা তিন কোটী সাতাশী লক্ষ। পাঁচ বৎসরে সাড়ে তিন গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি ৬০ জনে একখানি সংবাদপত্র পড়িতে পাইত; এখন ৪।৫ জনে একখানি দাঁড়াইয়াছে। দ্রুত উন্নতির কারণ কি? সরকার শিক্ষার সকল ভারই গ্রহণ করিয়াছেন। তা ছাড়া এ দেশের শিক্ষার ধারা এক অভিনব পথে চলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের কেবল সংখ্যাধিক্যের দিকে নজর নাই—প্রকৃত শিক্ষার ও জ্ঞানলাভের দিকেই তাঁহাদের সমধিক দৃষ্টি। শিক্ষা বিষয়ে সমাজের অতি নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নাই। জ্ঞানানুশীলনের সকল বিভাগে যোগ্যতা অর্জ্জনে সকলের সমানাধিকার। সুদূর মরুপ্রদেশবাসী ও পর্ব্বতকন্দরনিবাসী পিছিয়ে-পড়া জাতি বা সুসভ্য মস্কৌ সহরবাসী সকলকেই সব বিষয়ে সমান সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমানাধিকার জ্ঞানরাজ্যে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশে Co-education বা ছাত্র-ছাত্রীর সহশিক্ষা লাভ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সবে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে Co-education আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১৮ সালের ৩১শে মে ঘোষণা করা হয়—"Co-education of the sexes is herewith introduced in all schools. After publication of the present order, all schools shall admit on equal terms students of either sex wherever vacancies occur."

অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আদেশে সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি দেশের যেখানে যা-কিছু জ্ঞানের উপাদান

সংগৃহীত ছিল, সব সাধারণের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। Yussupoo—Sumarokoo—Elstons, Guchkoos, Riabushion-skys এবং ধনীর অট্টালিকায় এবং বড় বড় রাজপ্রাসাদে যুগ-যুগ ধরিয়া যেসব অমূল্য আর্টের জিনিষ সংগৃহীত ছিল, সে সব সর্ব্বসাধারণের শিক্ষোন্নতিকল্পে, শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ত্তার (People's Commissariat of Education) জিম্মায় দেওয়া হয়। ছোট-বড় যত লাইব্রেরী ছিল, তা ব্যক্তিগতই হউক আর সাধারণেরই হউক, সব তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়ে। এই সব লাইব্রেরী এবং শিল্পসম্ভার সবই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর লাইব্রেরীর সংখ্যা রাজ্যের সর্ব্বত্র অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সুদূর পল্লীতেও চলন্ত লাইব্রেরী পাঠাইয়া ঘরে ঘরে নরনারীর পাঠস্পৃহা বাড়াইবার ব্যবস্থা হয়। জ্ঞানবিস্তারের এই সব বিপুল ব্যবস্থার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যে রাশিয়ায় জ্ঞানপ্রচারে যুগান্তর ঘটিয়াছে। জ্ঞানানুশীলনে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শ্রমশিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিভাগে দ্রুত উন্নতির চিহ্ন দেদীপ্যমান। রাজ্য-শাসন ভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে, যথাযথভাবে কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিলে এবং সঙ্কল্পানুযায়ী অর্থব্যয় করিতে পারিলে, অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে—সোভিয়েট রাশিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। তাহাই বলিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার কথা এত বিস্তৃতভাবে বলিলাম। রাশিয়ার জুলুমবাজী আমরা না চাহিলেও, তাহার এই জ্ঞানস্পৃহা আমাদের অনুপ্রেরণা দিবে। অনেক সময় তুলনা অপ্রীতিকর হইয়া উঠে—আর আমাদের এ হতভাগ্য দেশের কথা না তোলাই ভাল। জগতের সর্ব্বত্র দিকে-দিকে জ্ঞানের মোহনীয় স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি।

এ নবযুগে শিক্ষার ধারা পাল্টাইয়া গিয়াছে—গ্রন্থাগারের লক্ষ্যও ভিন্ন পথে গিয়াছে। লাইব্রেরী বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ভিন্ন আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালন সম্ভবপর হইতেছে না।

পাঠক এবং পুস্তক এই দুইটীর সংযোগ বিধান নবযুগে গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়াছে। জনসংখ্যা এবং পুস্তকসংখ্যার সামঞ্জস্য সংরক্ষণ এবং অধিবাসীমাত্রকেই পাঠকশ্রেণীভুক্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হইতেছে। যদি পাঠক পুস্তকে আকৃষ্ট না হয় এবং পুস্তক অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা লাইব্রেরী পরিচালকের কলঙ্কের কথা—এই ভাব পোষণ করিয়া গ্রন্থাগারিক পাঠক আকর্ষণ এবং পুস্তকের সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান যন্ত্রস্বরূপ লিপিবদ্ধ বাক্যের বেসাতি লইয়া সাধারণ পাঠাগারের কারবার। মানুষ মরে, প্রতিষ্ঠান লোপ পায়, শাসনতন্ত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু লিপিবদ্ধ বাক্য কেবল বাঁচিয়া থাকে না, দিন দিন শক্তিমান হইয়া উঠে। সত্যের সন্ধান মিলিবে পাঠাগারে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী যুগের ভবিষ্যৎবাণী সেইখানে সহজলভ্য হইবে।

জ্ঞানবিস্তারই সাধারণ পাঠাগারের উদ্দেশ্য। ইহার লক্ষ্য হইতেছে প্রত্যেক পাঠককে পুস্তক সরবরাহ এবং প্রত্যেক পুস্তকের জন্য পাঠক সংগ্রহ এবং নূতন নূতন গ্রন্থের চাহিদা বাড়ান।

সাধারণ পাঠাগারে সকলের সমান অধিকার—কোনও রূপ ইতরবিশেষ নাই; বয়ঃক্রম, ধর্ম্মবিশ্বাস, জাতি বা সামাজিক তারতম্যের এখানে বালাই নাই।

সাধারণ পাঠাগার তো গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। নাগরিকের জ্ঞান ও শক্তির ভিত্তির উপর শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাধারণ

বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী



পুস্তক লেন-দেন বিভাগ

পাঠাগার হইতেছে জ্ঞান ও শক্তির মূলাধার। বিদ্যালয়ে হাজিরা না দিয়াও নাগরিক এখানে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা পাইতে পারে।

সাধারণ পাঠাগারের মত চিত্তবিনোদনের স্থান আর দ্বিতীয় নাই। অধ্যয়নের ন্যায় চিত্তবিনোদক আর কি আছে? তা ছেলেই হউক আর বুড়াই হউক সকলের উপযোগী নব নব পুস্তক পাঠকের চিত্তাকর্ষণ জন্য সদা উন্মুখ থাকিবে।

প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারের সহিত শিশুবিভাগ অপরিহার্য্য হইয়াছে। আর বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলিরও উন্নতিবিধানের সময় আসিয়াছে। ছেলেদের শিক্ষণীয় অথচ চিত্তাকর্ষক পুস্তকে স্কুল লাইব্রেরী পূর্ণ রাখিতে হইবে। স্কুল লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানও ছেলেদের শিখাইয়া দিতে হইবে। তাহারা সেই লাইব্রেরী নিজের জিনিস যাহাতে মনে করিয়া অসঙ্কোচে পুস্তক ব্যবহার করিতে পারে এরূপ আবহাওয়া তৈয়ার করিতে হইবে। তবে এখানেও শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগারিক অত্যাবশ্যক।

বিদেশে কি প্রণালীতে স্কুল লাইব্রেরী আজকাল চলিতেছে তাঁহার একটু পরিচয় দিতেছি।

ছেলেরা আজকাল ভূগোল পড়ে না। তাহারা শেখে কেমন করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া থাকে। তাহার আশ্রয় কোথায় আর ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে বুঝিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে অথবা সংহতির সভ্য হিসাবে সে সহায়তা করিতে পারে। শিক্ষার্থী বা মুখস্থকারী হইলেও যে দিক দিয়াই হউক সে এখন অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে বিষয়টী অনুধাবন করিবার প্রয়াস পায়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টি বা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া স্কুল লাইব্রেরী ক্লাসে ক্লাসে অধিষ্ঠিত হয়; লাইব্রেরীয়ান এবং শিক্ষক সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করেন। এ গুরুভার লাইব্রেরীয়ানকেই

লইতে হয়। বয়স, পাঠানুরাগ এবং পারদর্শিতা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতানুযায়ী যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ছেলের উপযোগী বই বাছাই করিয়া দেন। তা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্বাধীনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার পন্থাও তিনি প্রত্যেক ছেলের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া বুঝাইয়া দেন। সে শেখে কেমন করিয়া কোনও কিছুর সারাংশ লইতে হয়; প্রদত্ত বিষয় হইতে কি উপায়ে পুস্তকের মূল্য বিচার করিতে হয় এবং কি করিয়া নির্ঘণ্ট এবং কার্ডতালিকা সহজসাধ্য যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। স্কুল লাইব্রেরীতে ধরাবাঁধা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দলবদ্ধ পাঠক লইয়াই হৌক, বা ব্যক্তিগতভাবে Dalton প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই থাক, সূত্রের টানা পড়েনের ন্যায় তাহা অবিচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষার গতি আগাইয়া দিতেছে। গ্রন্থাগারিকের বিদ্যার দৌড় বেশী রকম চাই; লাইব্রেরীবিজ্ঞানে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ হইতেই হইবে। তার উপর শিখাইবার সহজ প্রণালীতে অভিজ্ঞতা চাই। তবেই তিনি স্কুলের সঙ্গে লাইব্রেরীকে মিশাইয়া দিতে পারিবেন। তখন আর তাহা স্কুলের একটা লেজুড় বা পাঠ্য-পুস্তকের অতিরিক্ত শিক্ষার একটা আলাদা অনুষ্ঠান বলিয়া মনে হইবে না।

স্কুল লাইব্রেরীর প্রধানতঃ তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য—উদার শিক্ষার আদর্শ সজাগ রাখিয়া প্রতিভা উন্মেষের আনন্দ উপভোগ, ধরাবাঁধা পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞান যাহাতে উপচাইয়া পড়ে সেইভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, আর গৃহে, স্কুলে এবং সাধারণ পাঠাগারে পুস্তকের সদ্ব্যবহার অভ্যাসের ভিত্তি এমন ভাবে পাকা করা—যাহাতে আজীবন পাঠের অভ্যাস সমভাবে জাগরূক থাকে।

উদার শিক্ষা বলিতে আগে ধারণা ছিল প্রাচীন ভাষা শিক্ষা বা উচ্চাঙ্গের গণিত শিক্ষা। এখন সে ধারণার আরও প্রসার হইয়াছে—

পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, ওজন বুঝিয়া তারতম্যবোধ ও চিন্তাশক্তির বিকাশে। সাবেক জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা এখন নূতন নূতন তথ্য এবং সম্বন্ধ বিচারের অনুভূতি হইতেছে প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক কালে মানসিক আদর্শের উপর বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। যুগধর্ম্মই হইতেছে কলকব্জা,—দৈহিক ও হাতে কলমে শ্রমশিল্পকে বড় করিয়া তোলা। এই উদার উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে পরিপোষণ করিলে মন ও জ্ঞানের বিকাশ পূর্ণভাবেই হইতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষার উন্নতিকল্পে অদূর-ভবিষ্যতে অধিকতর উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তদুপযোগী পাঠ্যপুস্তক দিতে হইবে। আর যাহারা অতিরিক্ত প্রতিভাসম্পন্ন তাহাদের প্রতিভা স্ফূরণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া পর্য্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার উপর পুস্তক বাছাই সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। তাহার ফলে পাঠ্যের বিষয়ীভূত বস্তু আত্মস্থ করিবার অধিকতর সুবিধা হইবে। সাবেক ব্যবস্থায় পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্য একালে চলিবে না। বর্ত্তমান ধারণা লইয়া গ্রন্থাগারিককে খুব সতর্কতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে হইবে।

মার্কিনমুলুকে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে এখন সপ্তাহে পাঁচ দিনের বেশী কাহাকেও খাটিতে হয় না। এই দীর্ঘ অবসরকাল কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। লাইব্রেরীর জ্ঞানের আবহাওয়ার মধ্যে অবসরকালে ছেলেদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহারা দেখিয়া শুনিয়া নিজ হইতে কি কি বই বাছিয়া লয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনা হইতে যে বই বাছিয়া লইবে তাহা আত্মস্থ করা সাধারণতঃ সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর সেবায় সকলের সমান অধিকার আছে। ব্যক্তিগত



বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী—শিশুদের খেলাঘর

জ্ঞানের পরিপুষ্টির এবং জনতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্কুল অপেক্ষা লাইব্রেরী বেশী উপযোগী। স্কুলের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রত্যেক ছেলে যাহাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ লোকে চিত্তবিনোদনের জন্যই পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। অনেকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াও অনেকে আনন্দ পায়। কেহ বা একখানি বই বার বার পরমোল্লাসে পাঠ করে। আবার কেহ কার্য্যতৎপরতার নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য পুস্তককে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। জীবনচরিত পাঠ অনেক সময় সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। উড়ো জাহাজ সংক্রান্ত সাহিত্য অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় লোককে মোহিত করিয়া রাখে। পুস্তকের সংস্পর্শে আসিলে ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া মনের প্রসার দিঙ্মণ্ডল অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে প্রধাবিত হয়।

মার্কিন-মুলুক সুবর্ণযুগের অভ্যুদয়ের আশাপথ চাহিয়া আছে। জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত জনসাধারণ যেদিন জ্ঞানই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া উপলব্ধি করিবে—জ্ঞানের মহিমায় যেদিন বিমল আনন্দ এবং শক্তি তাহাদের করতলগত বলিয়া ধারণা করিবে, সেদিন কত আনন্দের হইবে! নবযুগের আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। মানবজীবনের কাম্য সুন্দরের উপাসনা—নানা দিক দিয়া নানা ভাবে তাহা স্ফূরিত হইতেছে—সাহিত্যে বৈচিত্র্য, শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, বিশাল হর্ম্ম্যে শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা, অতুলনীয় নয়নাভিরাম [illegible], সঙ্গীত-বিজ্ঞান এবং অভিনয়-শিল্পের উৎকর্ষতা, শূন্যের উপর আধিপত্য, দৈনন্দিন জীবনে কল্পনা এবং বাস্তবের আকর্ষণ, ব্যোমযানে অজানা রাজ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন,—এ-সবই ভাবী যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সূচনা।

জগৎ জাগিয়া উঠিতেছে—জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানস্পৃহা উদ্রিক্ত হইতেছে। সভ্যতার সারাংশ, নব নব চিন্তার ধারা সবই পুস্তকে

নিবদ্ধ আছে। সেই সব উপলব্ধি করিতে হইবে—আত্মস্থ করিতে হইবে।

আমি এই গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে যা কিছু লিখি বা বলি তাহা বিদেশের কথায় পূর্ণ থাকে। এ আন্দোলনের উৎপত্তি বিদেশে, ক্রমবিকাশ ও প্রতিপত্তি বিদেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সে সব দেশের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া থাকি। আমাদের দেশে এ ভাবের আন্দোলন কোনও কালেই ছিল না। যা ছিল তা সে-সব কালের উপযোগীই ছিল। কেবল প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আধুনিকের সহিত প্রাচীনের যেখানে খাপ খাইতে পারে তাহা খাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কালের গতিরোধ সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশে জ্ঞানপ্রচারের গতি যেরূপ মন্থরভাবে চলিতেছে—নিশ্চেষ্ট থাকিলে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে। জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য যাহার যতটুকু সাধ্য এই গুরু কার্য্যে নিয়োগ করার সময় আসিয়াছে। উপরকার দশজন লইয়া সমাজ বা দেশ নহে। প্রত্যেক নরনারীকে জ্ঞানজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছোটকে হাত ধরিয়া বড় করিয়া তুলিতে হইবে। ছোট বড় উচ্চ নীচ বিভেদের কাল চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নরনারীতে নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন—সেই সুপ্ত নারায়ণকে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইয়া সজাগ করিতে হইবে। দেশের পনের আনা লোক জ্ঞানপঙ্গু থাকিতে কিছুতেই ভদ্রস্থা নাই। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সকলে যেভাবে যতটুকু সময় দিতে পারেন—এই জ্ঞানপ্রচার ব্রতে ব্রতী হউন। নিরক্ষর অজ্ঞ ভাইদের কাছে বসাইয়া নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করুন—তাহাদের অজ্ঞানতা বিদূরণে অবহিত হউন।

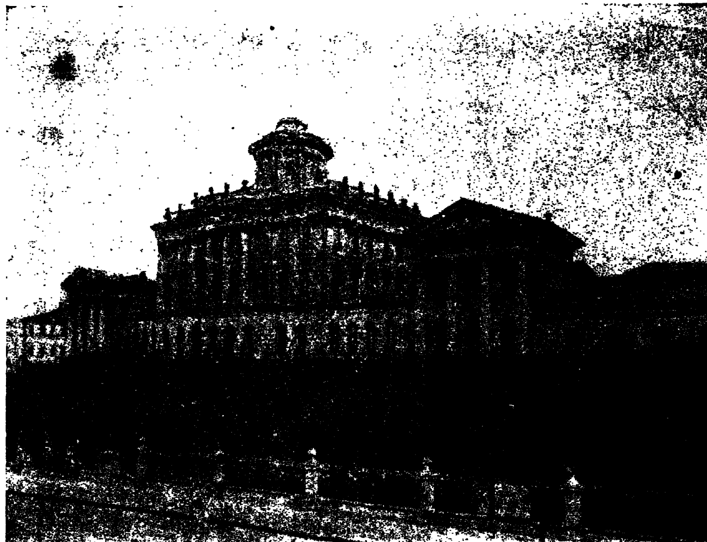
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

ভারত-গৌরব রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আপনারা এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। যে মহাপুরুষদের আবির্ভাবে হুগলী জেলা ধন্য হইয়াছে রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পরই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাব। তাঁহাদের গৌরবে জেলাবাসিগণ গৌরবান্বিত হইলেও এত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাদের স্থান নহে, তাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ—সমগ্র ভারত তাঁহাদের মহিমায় মহিমান্বিত। রাজা রামমোহন রায় অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণের অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ—সে ঋণ অপরিশোধনীয়। জ্ঞানবিস্তার কল্পে তাঁহার আজীবন প্রচেষ্টা তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার তিরোধানের শত বর্ষ পরেও যদি আমরা তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশে জ্ঞানবিস্তারে বদ্ধপরিকর হই তবেই তাঁহার উদ্দেশে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।

উপরকার দশজন লইয়া বা দু'লাখ দশলাখ ইংরাজী শিক্ষিত লোক লইয়া দেশ নহে—দেশের মেরুদণ্ড হইতেছে আপামর সাধারণ। তাহাদের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই।

যে নিজ ভাষায় কোনও রকমে জোড়া তাড়া দিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে সেন্সসে তাহাকেই (literate) শিক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হয়—কাজেই সেন্সস রিপোর্ট দেখিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে গেলে আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। শিক্ষিতের

মস্কৌ



লেনিন লাইব্রেরী

সংখ্যা শতকরা ৫ জন বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কেবল নাম স্বাক্ষর করিতে পারে সেরূপ শিক্ষিতদের বাদ দিলে শতকরা ৩ জনের বেশী শিক্ষিত হইবে কি না সন্দেহ। ইহা অপেক্ষা আর কলঙ্কের কথা কিছু নাই।

১৩৩৯ সালের পৌষের "প্রবাসী" ১৯২১ ও ১৯৩১ সনের সেন্সস রিপোর্ট হইতে অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বাংলার নিরক্ষরদের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। "১৯৩১ সনের সেন্সস অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৫,১০,৮৭,৩৩৮; ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর বা তাহার অধিক বয়সের মোট ৪৭,৪৩, ২৮১ জন লিখিতে পড়িতে জানে, বাকী ৪,৬৩,৪৫,০৫৭ জন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ইহার মধ্যে ৯ বৎসরের কম বয়সের শিশু আছে, যাহাদের লিখনপঠনক্ষম হইবার কথা নহে। ১৯২১ সনের অর্থাৎ দশ বৎসর আগেকার সেন্সসে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার নিরক্ষর লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩২,৬৯,৮১৭। ইহার দশ বৎসর পরে নিরক্ষরদের সংখ্যা হইয়াছে ৪,৬৩,৪৪,০৫৭। অতএব দশবৎসরে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গে ৩০ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৪০ জন নিরক্ষর লোক বাড়িয়াছে।" ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক।

আমরা যে সব পাশ্চাত্য দেশকে সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, সে সব দেশও আমাদেরই মত এককালে নিরক্ষর ছিল। গণশিক্ষা বা mass education সে সব দেশে আরম্ভ হইয়াছে বিগত উনবিংশ শতাব্দী হইতে। দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়ার পর হইতে গণশিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জনহিত আন্দোলনের (Humanitarian Movementএর) সূত্রপাত হয় সেই সময় হইতে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র আন্দোলন (Democratic Movement)

উদ্ভূত হয়। এখন শ্রমশিল্প আন্দোলনের যুগ (Industrial Movement) আসিয়াছে। এখন নিরক্ষরতাকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা দিকে দিকে চলিতেছে।

প্রুসিয়াতে গণশিক্ষার বাণী প্রথম প্রচারিত হয়,—সে আজ বিরাশী বৎসর পূর্ব্বে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারী রাজকীয় আদেশে সেখানে বিস্তৃতভাবে গণশিক্ষা (mass education) প্রথম আরম্ভ হয়।

তারপর ফরাসী দেশ। ফরাসী দেশ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইলেও বড় কড়া নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়া সেখানে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক একইভাবে এখনও চলিয়া আসিতেছে; সেখানে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের আদৌ স্বাধীনতা নাই। পুস্তক নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া পঠনীয় বিষয় নির্ব্বাচন, এমন কি কোন্ শ্রেণীতে কোন্ দিন পাঠ্য পুস্তকের কোন্ অংশ শিক্ষা দেওয়া হইবে, শিক্ষা বিভাগ তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ ধরা বাঁধা শিক্ষার ব্যবস্থা জগতে আর কোথাও নাই। প্যারিতে যান, বুলোনে যান, মার্শেলীতে যান—সকল স্থানের বিদ্যালয়ে দেখিবেন একই পড়া পড়ান হইতেছে—সমগ্র দেশের শিক্ষার গতি পদবিক্ষেপে চলিয়াছে।

আমেরিকার মধ্যে কানাডার গণশিক্ষার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য আছে। কুইবেক ছাড়া আর সকল বিদ্যালয়ে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলকেই গবর্ণমেণ্টপ্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক স্কুলে ছয় বৎসরকাল পড়িতেই হইবে; তাহা সকলের পক্ষে বাধ্যকর। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও শিক্ষা বাধ্যকর; তবে সব Federal Stateএ বয়স একরূপ নহে,—কোথাও ১৪, কোথাও ১৫, কোথাও ১৬, কোথাও ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্যকর। যুক্তরাজ্যে elementary educationএর পরেও অন্ততঃ ১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত secondary education বাধ্যকর; বিনা খরচায় সকলেই শিক্ষার

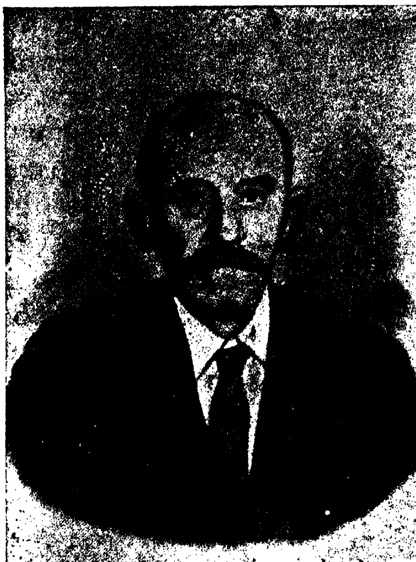
সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া থাকে। তবে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা শিক্ষার্থী ইচ্ছামত যে কোন বিভাগে পাইতে পারে; শিল্পশিক্ষা বা অন্য কোন রকম হাতে কলমে কার্য্যকরী শিক্ষা (vocational or industrial) লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। আমেরিকার পাবলিক স্কুল হইতে ধর্ম্ম একেবারে বর্জ্জিত। ডিগ্রীর standard য়ুরোপ অপেক্ষা অনেক অংশে নিম্নস্থানীয়।

বহুকাল ইংলণ্ড গণশিক্ষায় সভ্যজগতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যকর করা হয়; তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও শিক্ষা অবৈতনিক করিতে আরও বিশ বৎসর লাগে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে (Mr. Balfour) মিঃ ব্যালফোরের মন্ত্রিত্বকালে গণ-শিক্ষার দস্তুরমত বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা বাধ্যকর করা হয়, এমন কি দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গদের (defectives) জন্যও শিক্ষার ভালরূপ ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ নিষ্কৃতি পাইবার উপায় রাখা হয় না। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়।

য়ুরোপের মধ্যে ডেনমার্ক রাজ্যের ফোক্ স্কুলের (Flok Schule) শিক্ষার ব্যবস্থা অভিনব। ফোক্ স্কুল এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের বিশেষ পার্থক্য নাই। সাধারণ গ্রন্থাগারে কেবল গ্রন্থাগারিক থাকেন; এখানে শিক্ষক বা অধ্যাপক থাকেন। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত পুস্তক পড়ে, যেখানে আটকায় বা বুঝিতে না পারে সেই সেই স্থান শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট বুঝাইয়া লয়। সেখানে পাঠ্যের শ্রেণী বিভাগ নাই, পরীক্ষা নাই, ডিগ্রীর জন্য আকুলতা নাই। ঘরে মাতার নিকট অক্ষর পরিচয় ও

প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা এই সব ফোক্ স্কুলে আসিয়া তাহাদের ইচ্ছামত জ্ঞান আহরণ করে।

আধুনিক সভ্যজগতের শিক্ষার ধারা কিরূপ চলিতেছে তাহা বলিবার



রাসিয়ায় পুস্তক-তালিকা কমিটির চেয়ারম্যান্
পরলোকগত A, I. KALISHEVSKY

জন্য আজ আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীর অতীত গৌরবের কথা আজ আমি শুনাইব না। নালন্দা,

ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা প্রভৃতির অতীত গৌরব-কথা শ্রুতিসুখকর তো বটেই, তা ছাড়া মনে উদ্দীপনার উদ্রেক করে, অনুপ্রেরণা আনিয়া দেয়। আমি আজ তাহাদের যশোগাথা গাহিব না। নিতান্ত আধুনিক কালের কথা বলিব। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের পর বিগত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া নবজাগরিত কয়েকটি জাতি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ বাধাইয়াছেন আমি তাহার কথাই বলিব।

পনর বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর হইতে নব্য রাশিয়া গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এখন যাঁহারা রাশিয়ার ভাগ্যবিধাতা সেই সময় হইতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভার তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। অনেক বাধা বিপত্তি তাঁহাদের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই নূতন সাধারণতন্ত্রটীকে নষ্ট করিবার জন্য নানাদিক হইতে ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। বহির্বাণিজ্য বন্ধ ও অন্তর্বিপ্লব ঘটাইবার জন্য শক্তিশালী ধনিক-পরিচালিত রাজ্যগুলি সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। এত প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও তাঁহারা নিরক্ষরতা বিদূরণে ও শিক্ষা বিস্তারকল্পে যে বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। রাশিয়ার সম্রাট (Czar) ছিলেন জগতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূভাগের অধীশ্বর—এত বড় একটা সাম্রাজ্য জনতন্ত্রের শাসনে আসিয়া পড়িল। জারের হাত হইতে শাসন স্খলিত হওয়ার পর ফিনল্যাণ্ড, এসথোনিয়া, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সত্তা রক্ষা করে।

সাম্রাজ্যের বাকী থাকিল রাশিয়া, উক্রেন, হোয়াইট রাশিয়া, ট্রান্স-ককেসিয়া, আজার-বাইজন, জর্জ্জিয়া ও আর্মেনিয়া। এই সব প্রদেশ পৃথক সত্তা ও শাসনতন্ত্র বজায় রাখিয়া এক সমষ্টিগত সাধারণ তন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকিল—সেই সমষ্টির নামকরণ হইল The Union of

Socialist Soviet Republics। এতগুলি জাতি এক কথায় মিলিত হয় নাই। রাজ্যবিপ্লবের ফলে যাহা হয়—এক্ষেত্রেও তার ত্রুটি হয় নাই। এতকাল বণিক সম্প্রদায় তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছিল, বিপ্লবীদের যত আক্রোশ পড়িল তাহাদের উপর। লাঞ্ছনার ভয়ে তাহাদের অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছিল, পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছিল—বহুমূল্য শিল্প-সম্ভার-পূর্ণ তাহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের চিত্রাবলী, নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত মর্ম্মর মূর্ত্তি, আরও কত অমূল্য জিনিস। বিজয়ী বিপ্লবীরা সে সব ভাঙিয়া চুর্‌মার করিয়া পদদলিত করিতে লাগিল। শত শত বর্ষের সঞ্চিত শিল্পসম্পদ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, অবাধে লুঠতরাজ চলিতে লাগিল। আর বুঝি কিছু রক্ষা পায় না! এমন সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ হইতে কড়া হুকুম আসিল আর্টের জিনিস যেন কোনও মতে নষ্ট করা না হয়। এসব রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন কে জানেন? শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা লুনাচারস্কি (Lunacharsky) তিনি যেমন শুনিলেন ক্রেমলিনে (Kremlin) শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরিয়া যে সব আর্টের জিনিষ সঞ্চয় করা হইয়াছিল বিপ্লবীরা সে সব ধ্বংস করিতেছে, অমনি তিনি ছুটিয়া গিয়া সজল নয়নে লেনিনকে বলিলেন, এই নিন্ আমার পদত্যাগ-পত্র। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা থাকিতে এ বীভৎস ব্যাপার দেখিতে পারিব না। লেনিন বলিলেন, আপনাকে পদত্যাগ করিতে হইবে না, আমি কড়া হুকুম পাঠাইতেছি। এসব রক্ষা করিবার ভার আপনার উপর দিলাম। তখনই অধ্যাপক ও ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া গিয়া ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ হইতে যাহা কিছু রক্ষা করিবার যোগ্য সব উদ্ধার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

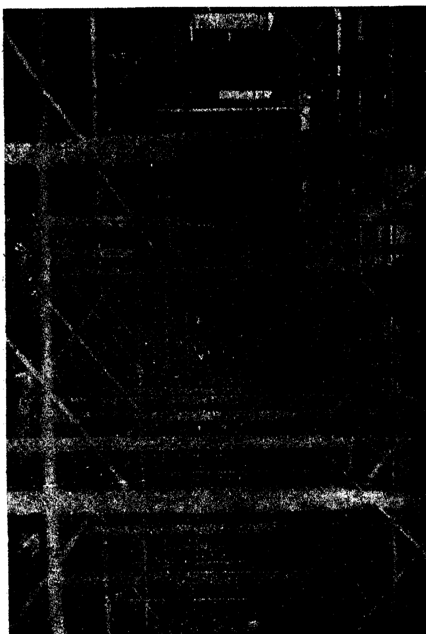
রাজ্য-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছিল।

বিপ্লবীরা ধর্ম্মমন্দিরকেও রেহাই দেয় নাই, তবে সেখানকার সঞ্চিত আর্টের জিনিষ বহন করিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা হইতে লাগিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মহামারীর প্রকোপ, ঘরে ঘরে টাইফয়েড রোগী, রেল লাইন তছনছ হইয়া গিয়াছে, সে সবে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অধ্যাপকেরা ছেলেদের সহিত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্টের সামগ্রী বাঁচাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কত যে অমূল্য গ্রন্থ, চিত্র ও ভাস্কর্য্যের দ্রব্য উদ্ধার হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। সামান্য গৃহস্থের ঘর হইতেও কত অমূল্য আর্টের জিনিষ—যাহা অবজ্ঞায় অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, সংগ্রহ হইতে লাগিল। অবজ্ঞাত লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীত সমাদর পাইতে আরম্ভ করিল।

এই সব জিনিস সংগ্রহ করিয়া কৃপণের ধনের মত আবদ্ধ রাখা হয় নাই। সে সব সাজাইয়া গুছাইয়া লোকশিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে রক্ষা করা হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও এ সবেরই উপাদান এই সব মিউজিয়ামে পাইবেন। রুশিয়ার সাধারণ লোকের অবস্থা আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরই সমতুল্য ছিল, নব নব প্রণালীতে লোকশিক্ষার গুণে দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আলেকজাণ্ড্রার ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার যে যুগে ধ্বংস হইয়াছিল তখনকার দিনে তাহা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক যুগে সেরূপ ঘটনা অমার্জ্জনীয়। খুব বেশীদিনের কথা নয়। বক্সার বিপ্লব উপলক্ষে চীনের রাজধানী পিকিনের বসন্তপ্রাসাদ যখন য়ুরোপের সভ্যতাভিমানী সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করে সেই সময়ে তাহারা প্রাসাদাভ্যন্তরে যুগ যুগ ধরিয়া যে সব অমূল্য শিল্পসামগ্রী সঞ্চিত হইয়াছিল সব নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার চিহ্নমাত্র অবশেষ রাখে নাই। সে রকমের জিনিষ জগতে দ্বিতীয় আর নাই, আর কখনও সে রকম হইতে পারিবে কি না তাহাও সন্দেহ।

লুনাচারস্কির মত শিল্পরসিক ও স্বদেশপ্রেমিক না থাকিলে রাশিয়াতেও চীনের দশা ঘটিত, দেশের এত দ্রুত উন্নতি হইত না, কত পিছাইয়া যাইত তাহা বলা যায় না। এখনও লুনাচারস্কি সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষাবিভাগের



নূতন ষ্টেক্ রুম্

সর্ব্বময় কর্ত্তা। গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম্, শিল্পকলা-ভবন, বিজ্ঞান-মন্দির, রঙ্গালয়, সঙ্গীতালয়, সিনেমাগৃহ প্রভৃতি শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

লেনিনের বিধবা পত্নী ক্রুপ্স্কায়া (Krupskaya) দেশের শিক্ষা বিস্তারকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। লেনিনের মৃত্যুর পর Congress of Soviets সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "Do not pay external respect to Lenin's personality. Do not build statues in his memory. He cared for none of these things in his life. Remember there is much poverty and ruin in this country. If you want to honour the name of Lenin, build Children's Homes, Kindergartens, Schools, Libraries, Ambulatories, Hospitals, Homes for cripples and other defectives" অর্থাৎ লেনিনের ব্যক্তিত্বের উপর বাহ্যিক সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন না। জীবিতকালে তিনি এসব গ্রাহ্য করিতেন না। দেশে দারিদ্র্য ও ধ্বংসের কথা স্মরণ রাখিবেন। যদি লেনিনের নামে সম্মান দেখাইতে চান তাহা হইলে শিশুরক্ষার আশ্রম, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, রোগীবাহক শকট, হাঁসপাতাল, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গের জন্য আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা করুন।"

লেনিন-পত্নীর নির্দ্দেশমত তাঁহারা কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সোভিয়েট শাসনে পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মস্কৌ সহরে লেনিনের নামে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত নভেম্বরে তাহার দ্বারোদ্ঘাটনের দিন ছিল। গ্রন্থাগারটি কিরূপ হইবে Library Journal-এ তাহার এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

The size of the library will be 250,000 C. U. M. and it

will have space for eight million volumes. There will be seven large reading rooms to accomodate 2000 persons, twentyfour scientific research rooms, an institute



লেনিন ষ্টেট লাইব্রেরী ষ্ট্যাক রুম

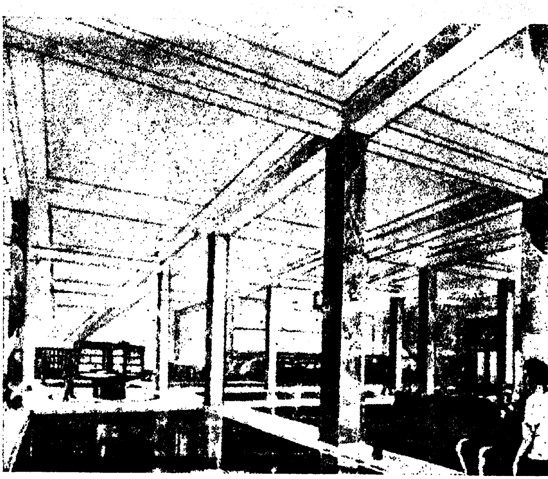
for library reséarch, a training school, and a printing shop and bindery. The great square in front of the library will be paved with granite. Wide marble stairs will lead to the main reading room, and all corridors and reading rooms will be faced with real and artificial marble. Y. L. Nevski is the Director of the library. It has now four million volumes and a large duplicate file.

আমি সোভিয়েট রাশিয়ার কথা একটু বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি বলিয়া

আপনারা মনে করিবেন না আমি তাহাদের সকল কার্য্য অনুমোদন করি। ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের মত সমষ্টিকে বড় করিতে গিয়া ব্যষ্টির উপর তাহাদের নির্দ্দয় ব্যবহার বস্তুতঃ পীড়াদায়ক। ব্যষ্টিকে দুর্ব্বল করিয়া সমষ্টি কি করিয়া প্রবল হইতে পারে তাহাতো আমি বুঝিতে পারি না। তবে তাহারা শিক্ষার যে ধারা অবলম্বন করিয়াছে তাহার প্রশংসা বার বার না করিয়া পারা যায় না। অন্যান্য সকল বিষয়ে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট লোকশিক্ষার জন্য কি বিরাট আয়োজনই না করিয়াছে! পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সে পাঁচ বৎসর সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই, তাহাদের মনুষ্যত্ব উন্মেষণের পথ খুলিয়া দিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের উদারতা অসীম; কোনও গণ্ডীতে তাহা সীমাবদ্ধ নয়। সুবিশাল রাশিয়া রাজ্যে কত বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আছে তাহাদের সকলের শিক্ষোন্নতির জন্য সমান প্রচেষ্টা চলিয়াছে।

তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও অভিনব। নিরক্ষরতা বিদূরণের সঙ্গে সঙ্গে চোখে দেখিয়া শিক্ষা লাভের নানারূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, সিনেমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠিন বিষয়ও অনায়াসে আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপামর সাধারণের মধ্যে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজে বোধগম্য করিবার এরূপ ভাবের প্রচেষ্টা আর কোথাও দেখা যায় না। শিক্ষার আরও একটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে—দেশ-ভ্রমণ; পুঁথিগত ধরাবাঁধা বিদ্যার সহিত প্রকৃতির পরিচয়, দেহ ও মনের উন্নতি সাধনে কম সহায়ক নহে। এ যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ। আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া তীর্থস্থান। পূর্ব্বে

পদব্রজে তীর্থে যাইত হইত। পথকষ্ট বিপদ আপদ সত্ত্বেও তাহাতে শিক্ষার উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যাইত। ইহাও কতকটা সেই ধরণের শিক্ষা—তবে প্রণালীটা আধুনিক।



লেনিন্ ষ্টেট্ লাইব্রেরী—এক্জিবিশন হল্

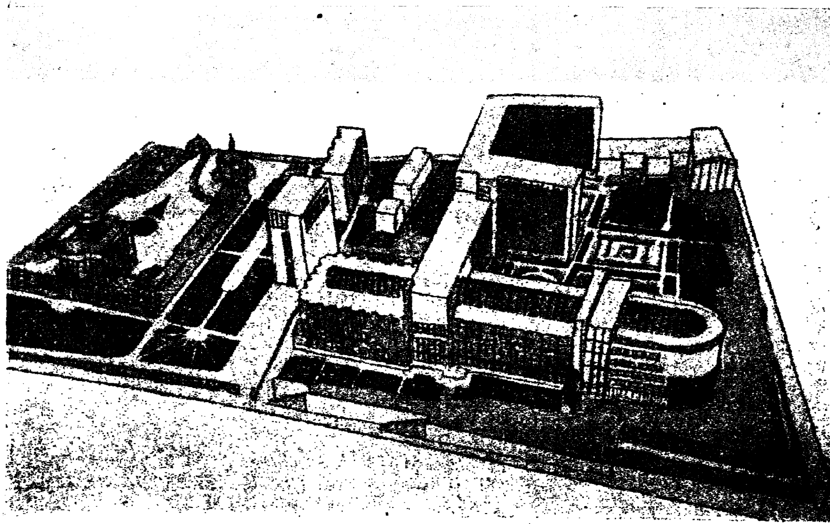
জনশিক্ষায় যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা দেশভ্রমণের জন্য বহুবিধ সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতেছেন। পথে মাঝে মাঝে নানারূপ শিক্ষাদানের জন্য নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে—শিক্ষার্থী পথিকদের আহার নিদ্রার ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য ব্যবস্থা আছে। ধরাবাঁধা পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া সচল মন শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে। প্রত্যক্ষ অনুভব মনে একটি

স্থায়ী ছাপ বসাইয়া দেয়। যেখানে যে বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার উপযুক্ত স্থান সেখানে সেই ধরণের পান্থশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। যে প্রদেশে নৃতত্ত্ব শিক্ষার উপযোগী সেখানকার জন্য নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক আছেন। ককেশীয় প্রভৃতি প্রদেশে ভূতত্ত্বের উপদেশকের ব্যবস্থা আছে। দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় বিষয় গুরুতর হইলেও শিক্ষার্থীগণ সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারে।

এদেশে বহু যাযাবর (nomads) পরিবার আছে। তাহাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের কাছে কাছে বহু পরিবার একত্রে বাস করিতে থাকে, সেই সকল স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহাদের শিক্ষার জন্য সংবাদপত্রও বাহির করা হয়।

রাশিয়ার backward বা অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা ছিল আমাদের দেশেরই মত; কিন্তু শিক্ষার সুব্যবস্থায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ নগণ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের শিক্ষার জন্য কিরূপ টাকা ব্যয় করা হইতেছে ৫ বৎসর পূর্ব্বের বাজেট হইতে তাহার পরিমাণ বলিতেছি। য়ুক্রেন প্রদেশের জন্য ৪০ কোটী ৩০ লক্ষ রুব্‌ল ব্যয় করা হইয়াছে। আমাদের ২।৵ টাকায় এক রুব্‌ল হয়। সেই হিসাবে ব্যয় একশত কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। অতি-ককেশীয় প্রদেশে ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ রুব্‌ল অর্থাৎ সাড়ে তেত্রিশ কোটী টাকা, উজবেকিস্থানে ৮ কোটী ৭০ লক্ষ রুব্‌ল অর্থাৎ প্রায় চব্বিশ কোটী টাকা, তুর্কমেনিস্থানে ২ কোটী ৯ লক্ষ রুব্‌ল অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ কোটী টাকা। আর আমাদের বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকল্পে দুই কোটী টাকা মাথা খুঁড়িয়াও মিলিতেছে না!

সোভিয়েট রাশিয়ায় বহুস্থানে নিরক্ষরতা একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। রাশিয়ায় বিশেষতঃ রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে নিরক্ষরতা আমাদের অপেক্ষা



মস্কো লাইব্রেরীর মডেল-ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ প্রদর্শিত

কম ছিল না। কিরূপ কার্য্যপ্রণালীতে তাহা দূর হইতেছে ইহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে ঃ—

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিরক্ষরতা বিদূরণ সমিতি (Society for combating illiteracy) রাশিয়ায় স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাশিয়াতে কোন লোক অশিক্ষিত না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। উত্তর ককেশিয়ান প্রদেশে ১৯২৯।৩০ সনে ৯,০০,০০০ লক্ষ লোককে অক্ষর পরিচয় করাইয়া লেখাপড়া শিখান হয়। ১৯৩০-৩১ সনে ১১,৫০,০০০ লোককে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেণ্ট্রাল ব্ল্যাক সয়েল (Central Black Soil Region) প্রদেশ হইতে নিরক্ষরতা একেবারে দূর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কুরস্ক্ (Krusk), অরিয়েল (Oriel) এবং উসমান (Usman) জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উরাল (Urals) প্রদেশের অনেকগুলি জেলা একেবারে নিরক্ষরতা শূন্য করা হইয়াছে। নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ শিক্ষণীয়। শিক্ষাবিস্তারকল্পে ওরিয়েল প্রদেশে দশ হাজার শিক্ষা-সৈনিক প্রেরণ করা হয়। স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর বালকদের লইয়া এই সেনা গঠিত হয়। শিক্ষকগণ সেনাপতিরূপে সৈনিকগণের শিক্ষাদিবার প্রণালী সম্বন্ধে সপ্তাহকাল উপদেশ দেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-সৈনিকগণকে প্রেরণ করা হয়। রাজনৈতিক প্রতিনিধি অগ্রদূতরূপে শিক্ষা-সৈনিক আগমণের বার্ত্তা জ্ঞাপন ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থাই পূর্ব্বাহ্নে করিয়া রাখেন ; তৎপরে পল্লীগ্রামে সভা আহ্বান করিয়া শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতগণকে পৃথক করেন এবং সকলের লেখাপড়া শিক্ষা বাধ্যকর তাহা জানাইয়া দেন। তারপর শিক্ষা-সৈনিকের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই অক্ষর পরিচয় করান হয়, তাহার পর যোগ্যতানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়। গ্রামের প্রধান প্রধান স্থানে



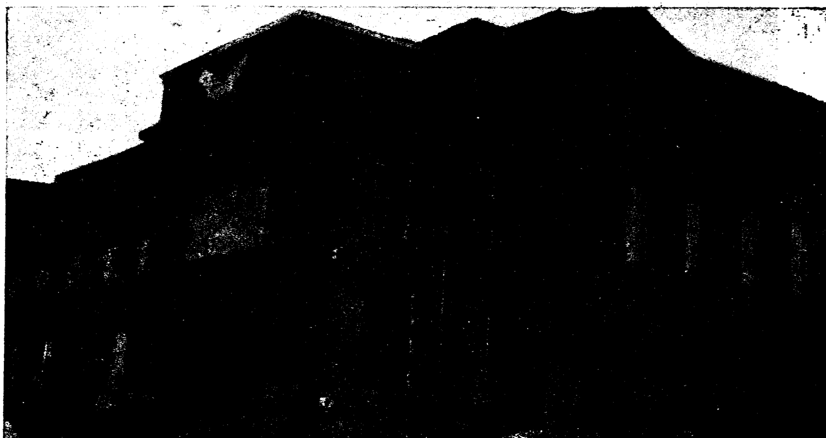
সাধারণ গ্রন্থাগার—লিয়াস্কোভেজ

দেওয়ালে খবরের কাগজ আঁটিয়া সন্ধ্যাকালে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া তাহা পড়িয়া শুনান হয় ও তাহাদের মধ্যে পড়িবার আগ্রহ উদ্রেক করিবার চেষ্টা করা হয়। কৃষক রমণীগণের পাঠের সময়ে তাহাদের শিশুসন্তানদের একটি পৃথক বাড়ীতে উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অর্দ্ধ-শিক্ষিতের জন্য শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি এবং রাজনীতি সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমগ্র রাশিয়াকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে, সেইজন্য সর্ব্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং চলন্ত গ্রন্থাগারও প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। রাশিয়ার নবগঠিত গ্রন্থাগার গুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে পাঠক আকর্ষণ, পাঠেচ্ছাবর্দ্ধন এবং মানবজীবনের উপর পুস্তকের প্রভাব বিস্তার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার শিক্ষার ধারায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই সময় গ্রন্থাগারের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ জন্য মিঃ এন্, রুবাকিন (N. Rubakin) বলেন, "এখন হইতে গ্রন্থাগারে পুস্তকের দোকানের মত কেবল মাত্র বই সাজাইয়া রাখিলে এবং গ্রন্থাগারিক কলের পুতুলের মত বই যোগাইয়া দিলে চলিবে না। এই গ্রন্থাগারগুলিকে এখন হইতে বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। কেবল পুস্তকপ্রীতি নহে, পাঠপ্রীতি বৃদ্ধি করিতে হইবে। গ্রন্থাগারিকগণ যেন অনুধাবন করেন যে কেবল পুস্তক পাঠ গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া পুস্তকের মূল্য বুঝিতে হইবে—জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু সুন্দর এবং যাহা অবিকৃত সত্য তাহাই লাভ করা চরম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।"

আমেরিকার গ্রন্থাগারের কার্য্যপদ্ধতি এল্, হেবকিন (L. Havkin) মস্কো সহরে সেনিয়াভাস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে (Shaniavasky University)



সাধারণ গ্রন্থাগার—সামোকের
দেশের জন্য যুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হইয়াছে

এবং রাশিয়ান লাইব্রেরী সোসাইটিতে প্রথম প্রচার করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর আমেরিকার গ্রন্থাগারের কার্য্যপ্রণালী রাসিয়ার গৃহীত হয়; তখন হইতে রাসিয়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। লেনিন (Lenin) স্বয়ং গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি গ্রন্থাগারগুলিকে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হন। সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্র (Soviet Republics) আপামর সাধারণকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অবহিত হন—নূতন নূতন লোক নবশক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে একরূপ মাতিয়া উঠেন। অন্ধকারময় খনির শ্রমিক হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক বক্তাগণ পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারগুলিকে নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেন!

তাহাতে গ্রন্থাগারগুলি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের আকার ধারণ করে। সেই সময় হইতে গ্রন্থাগার এবং ক্লাব অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে। শ্রোতাদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে পুস্তকপাঠ, জনশিক্ষাকল্পে চিত্তরঞ্জক অনুষ্ঠান গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত করা হয়। রাশিয়ার কমিসেরিয়েট অব এডুকেশন নির্দ্দেশ করেন যে "পাঠকের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না, তাহার নিকট যাও, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর, তাহাকে ডাকিয়া পড়িতে বসাও। পাঠক ধরিবার জন্য সন্ধ্যাকালে সমস্বরে আবৃত্তির ব্যবস্থা কর, রাস্তায় ভেঁপু বাজাইয়া নূতন নূতন পুস্তকের নাম ঘোষণা কর, পাঠপ্রণালী শিক্ষা দাও, আত্ম-শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি যে উপায়ে পার জাহির কর" স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল শিক্ষিত পাঠকের জন্য পুস্তক নহে। যাহাদের অক্ষর পরিচয় আছে বা আদৌ নাই, উচ্চৈঃস্বরে পুস্তক পাঠ দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবে। শ্রমবিভাগ অনুসারে যাহাদের পড়ার অভ্যাস

নাই, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য পল্লী এবং শ্রমিক গ্রন্থাগার, কুটীর গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বড় মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার কেবল শিক্ষিত শ্রমিক, ছাত্র এবং সোভিয়েটের জ্ঞানবান লোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সকল শ্রেণীর লোকের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তক সরবরাহ সম্ভব না হইলেও সোভিয়েট গ্রন্থাগার এই কয়েকটি কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে—সহরের শ্রমিক, যান-বাহনের কর্ম্মী প্রভৃতির জ্ঞানোন্মেষণ দ্বারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি করা, রেডসৈন্যের জন্য পুস্তক সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা, রাজনৈতিক এবং সাধারণ বিষয়ে কৃষকের অজ্ঞতা বিদূরণ, নবগঠিত সোভিয়েটের শ্রীবৃদ্ধির উপযোগী শিক্ষা দেওয়া।

সোভিয়েট গ্রন্থাগার অন্য সামাজিক বিভাগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া থাকে। গ্রন্থাগার এবং স্কুল, গ্রন্থাগার এবং ক্লাব, গ্রন্থাগার এবং ব্যবসা সমিতি, গ্রন্থাগার এবং সমবায় সমিতি, গ্রন্থাগার এবং ব্যবসা বাণিজ্য, গ্রন্থাগার এবং সাধারণের স্বাস্থ্য—এই সকল প্রত্যেক সামাজিক বিভাগ গ্রন্থাগারের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া গ্রন্থাগারের সাহায্যে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য রাশিয়ায় বিপুল আয়োজন চলিয়াছে। এখন গ্রন্থাগারিকের উপরেই গ্রন্থাগারের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

মস্কৌ সহরে একটি অভিনব আরামবাগ আছে তাহার নাম Moscow Park of Education and Recreation। এই বাগানের মধ্যে একটি বড় মণ্ডপ আছে সেখানে রাজ্যের যত খবর এক জায়গায় পাইবেন। সহরে যেখানে যত উন্নতিকর কাজ হইতেছে সেখানে তাহার তালিকা আছে। নাগরিক সভা কতগুলি নূতন বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিলেন, স্কুলের

সংখ্যা কত বাড়িল, নূতন নূতন গ্রন্থাগার কতগুলি প্রতিষ্ঠিত হই কতগুলি নূতন চিকিৎসালয় খোলা হইল, সব খবর সেখানকার দেওয়া টাঙ্গান আছে। রং তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক, মেলার যা কিছু অঙ্গ : সেখানে একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথ আছে ; আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে শাক সব্‌জী ফুল কি করিয়া ভাল রক উৎপাদন করিতে হয়, পূর্ব্বকার পল্লীগ্রাম কিরূপ উন্নত হইয়াছে, নূত নূতন যে সকল যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতেছে তাহার নমুনা কি প্রকার, পূ কিরূপে রুটী তৈয়ার হইত, এখনই বা কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা মত কিরূ রুটী তৈয়ার হইতেছে ইত্যাদি লোকশিক্ষার সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কথ সেখানে জানিতে পারা যায়।

পার্কের একটি অঞ্চল ছোট ছেলেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ছোট ছেলে ভিন্ন সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সেখানে ছেলেদের খেলাধূলার জায়গা আছে, ছেলেদের রঙ্গমঞ্চ আছে। সেখানে ছেলেরা থিয়েটার করে ; এসব পরিচালনার ভার ছেলেদেরই উপর।

ইহার অনতিদূরেই শিশুরক্ষার গৃহ, তাহার নাম Creche ; এখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ধাত্রী থাকে। শিশুদের মা বাপ যখন পার্কে ঘুরিয়া বেড়ান তখন এই সব ধাত্রীদের নিকট শিশুদের রাখিয়া যান। ক্লাবের জন্য একটা মণ্ডপ আছে, তাহার দোতালায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত। দেওয়ালে নানাপ্রকার মানচিত্র টাঙ্গান আছে ও খবরের কাগজ আঁটা আছে। তাহার আশেপাশে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় খাবারের দোকান। সেখানে মদ বিক্রী বন্ধ। আরামের সহিত শিক্ষার উপকরণ যোগান এই পার্কের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সহরে এইরূপ আদর্শে পার্ক খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার পল্লী এবং কুটীর পাঠাগারগুলির বৈশিষ্ট্য বিশেষ-



সাধারণ গ্রন্থাগার—স্তালিনগ্রাড

ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষক সমাজের জ্ঞানবিস্তারকল্পে পৃথক বাড়ীর ব্যবস্থা আছে। সেখানে তাহাদের উপযোগী কতকগুলি পুস্তক, বহু পুস্তিকা, খবরের কাগজ এবং পোষ্টার (Poster) রাখা হয়। এই পোষ্টারগুলির দ্বারাই সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা হয়। এই সব পোষ্টার গভর্ণমেণ্ট এবং নানাবিভাগ হইতে প্রচারিত হইয়া থাকে। এগুলিতে নানা শিক্ষণীয় বিষয়, [illegible], সংক্রামক ব্যাধি নির্ণয়, মাছি, মশা এবং ছুক কীট প্রভৃতি সংক্রামক রোগবাহকদের পরিচয় এবং তাহার প্রতিষেধক উপায় বড় বড় অক্ষরে লিখিত থাকে। কতকগুলি পোষ্টারে কৃষির উপযোগী কলবলের পরিচয়, বীজ বাছাই করিবার উপায়, কোন্ জমীতে কিরূপ সার দেওয়া প্রয়োজন এবং চাষ সংক্রান্ত নানারূপ উপদেশ লিখিত থাকে। আবার কতকগুলিতে মাদক সেবনের অপকারিতা এবং চাষ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা, অপর রাজ্যের সহিত কোথায় কিরূপ সম্বন্ধ এবং সাম্যবাদের নীতি প্রভৃতি লিখিত থাকে। এই কুটীর পাঠাগারগুলিতে গ্রামের কৃষকেরা সন্ধ্যার সময় মিলিত হয়। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে মস্কো সহর হইতে রেডিও সাহায্যে সংবাদাদি প্রেরিত হইয়া থাকে। অনেকগুলিতেই অভিনয়ের জন্য ছোট রঙ্গমঞ্চ আছে, সেগুলি কৃষকদের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রঙ্গমঞ্চগুলির উদ্দেশ্য আমোদ প্রমোদের সহিত জ্ঞানপ্রচার ও জনশিক্ষা দেওয়া।

এই কুটীর পাঠাগারগুলি স্থানীয় কমিটির দ্বা পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগের উদ্দেশ্যানুযায়ী ক জন্য পৃথক পৃথক কমিটি আছে। জনগণের সাধারণ অবস্থার উন্ন ত এবং শিক্ষা বিস্তার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতি সপ্তাহের সংবাদ উপলক্ষ্য করিয়া নাটকাভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে পল্লীর সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধায়ক কমিটি মিলিত হইয়া থাকে। সাধারণের স্বাস্থ্য, কৃষি,

স্কুল, রাস্তা, কাউন্টি বা জেলা গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়, সাম্যবাদ শিক্ষা এবং প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের অজ্ঞতা বিদূরণের জন্য সমগ্র রাশিয়ার কর্ম্মীদের কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন, "তোমরা স্মরণ রাখিও যে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোক কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। সাধারণ লোক শিক্ষিত না হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব—সহযোগিতা অসম্ভব এবং খাঁটি রাজনৈতিক জীবনও অসম্ভব।" ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়ার শতকরা ৬৮ জন লোক নিরক্ষর ছিল। এই নিরক্ষরতা বিদূরণ জন্য গভর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হন। মস্কো গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ঘোষণা করেন "সোভিয়েট রাজ্যে প্রত্যেক-অধিবাসী যাহাতে লিখিতে এবং পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।" কমিসেরিয়েট অব এডুকেশন জনশিক্ষার এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া নিরক্ষরতা বিদূরণ জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাজনীতি চর্চ্চার ক্লাব, পাঠগৃহ (Lenin corners), কর্ম্মী এবং কৃষকদের গৃহ, স্থায়ী এবং চলন্ত গ্রন্থাগার, আত্মশিক্ষার কেন্দ্র এবং মাসিকপত্র, প্রচার কার্য্যের জন্য চিত্তবিনোদন অভিনয়াদির ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাদিকে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম-তৎপরতা প্রদর্শন করেন।

এই সব অনুষ্ঠান দ্বারা এত উৎসাহ বাড়িয়া যায় যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যার্থী স্থূলবুদ্ধি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিতে থাকে, অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক নিরক্ষরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিলে নিরক্ষর ব্যক্তিদিগকে স্থানীয় কুটীর পাঠাগারে (Isba) কিংবা ক্লাবে এবং তাহার পরে গ্রন্থাগারে যাইবার জন্য উৎসাহিত করা হয়, এইভাবে ছয় মাস কার্য্য চলিলে পর সেই সেই স্থানে যোগ্যতর ব্যক্তি প্রস্তুতের জন্য স্কুল (Rabface) স্থাপিত হয়।

রাশিয়ায় দশ বৎসর ব্যাপী শিক্ষা অভিযানের ফলে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা অক্টোবর রাজবিপ্লবের দশমবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আলোচিত হয়। তাহাতে জানা যায় যে প্রায় দশ কোটী লোককে লেখাপড়া শেখান হইয়াছে। স্থায়ী গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৪,৬৮০ হইতে ৬,৪১৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। চলন্ত গ্রন্থাগার ৩,১৬৭ হইতে ৪,৩৪৩ দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়ার সাধারণতন্ত্রে ৭২৫০টী কেন্দ্রে ১,২০,০০০ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইত, এখন নিরক্ষরদের স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৬,৭৫৯ এবং চলন্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারে পৌঁছিয়াছে।

জাতীয় চরিত্রগঠনে পাঠাভ্যাস অল্প সহায়ক নহে। যুবকদের জ্ঞান ও বুদ্ধি স্ফূরণের সুযোগ দিবার জন্য মস্কো সহরে শিশুদের জন্য একটি গৃহ আছে, সেখানে পুস্তক পড়িয়া নাটক তৈয়ার করিতে হয়। ছেলেদের সুবিখ্যাত লেখকগণের জন্মভূমি পরিদর্শনে লইয়া যাইয়া তাহাদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়।

রাশিয়ার প্রত্যেক সিনেমার সহিত একটি করিয়া গ্রন্থাগার সংযুক্ত থাকে। মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতনের অবসরে এই সব গ্রন্থাগার দর্শকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিরক্ষরতার ধ্বংস হউক "Down with Illiteracy" নামক সচিত্র মাসিক পত্র সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেক নগরে এবং পল্লীতে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া থাকে।

সোভিয়েট ইউনিয়ানের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের কার্য্যকুশলতার বস্তুতঃই অভিনবত্ব আছে। এতকাল আপামর সাধারণ জগতের বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক বিষয়ের চিন্তার ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্রমশঃ সেই অভাব দূরীকরণার্থে প্রতি পল্লীগ্রামে সোভিয়েট ইউনিয়ান "পল্লী-পুস্তক-পত্র-প্রেরক সমিতি" (Village Book Correspondents) গঠন করিয়াছেন। কৃষকদের জন্য সহজবোধ্য

ভাষায় গুরুতর বিষয়ে কিরূপ পুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশ আবশ্যক, ছেলেদের জন্য কিরূপ পুস্তক প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের ছাপাখানা আপিসে সমিতিকে জানাইতে হয়। এই ভাবে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার জ্ঞান-বিস্তারের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, তাহার সাফল্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

নব্য রাশিয়ার পাঁচশালা বন্দোবস্তের ভিতর যতই জুলুম জবরদস্তি থাকুক, তাহার অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ইংলণ্ডেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজ সেখানেও পাঁচশালা বন্দোবস্তের প্রশংসা ও অনুকরণ হইতেছে।

রাশিয়াতে নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য যেরূপ বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে ততদূর আর কোথাও হয় নাই, সেজন্য এত বিস্তৃত ভাবে তাহার কথা বলিলাম। ব্যাপকভাবে যে যে দেশে নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নব-জাগরিত ও নব-গঠিত [illegible] কথা উল্লেখযোগ্য। তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে, সেজন্য তাহাদের মধ্যে ২।১ টির কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জেকো-শ্লোভাকিয়া রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন এবং জ্ঞান-বিস্তারকল্পে তাহার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ গ্রন্থাগারের সাহায্যে তাহারা সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। আইনানুসারে প্রত্যেক গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন বাধ্যকর হইয়াছে। ১৯২০ সনে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৪০০, ১৯২৬ সনে ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা ১৬,২০০ দাঁড়াইয়াছে। বুলগেরিয়া প্রাচীনকালের চিতালিষ্টাগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিরক্ষরতা বিদূরণ ও জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছে। চিতালিষ্টাগুলি একাধারে থিয়েটার, সিনেমা, গ্রন্থাগার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতির নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।



সাধারণ গ্রন্থাগার—চাউমেন

আর একটি নবজাগ্রত জাতি প্রাচীন স্পেন রাজ্য। স্পেনের সাধারণতন্ত্র জনশিক্ষা কল্পে সম্প্রতি ৯৫৮০টি নূতন স্কুল স্থাপিত করিয়াছে। সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী Don Fernando de los Rios দেশের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নূতন আইনে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আবার বিলবাওয়ের ন্যায় ধনী [illegible] স্কুলের জন্য শতকরা ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছে। নূতন শিক্ষা নিয়মে পল্লী গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইতিমধ্যে ১১৪৩টি নূতন পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার পুস্তক সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৬ হাজার। সেই সব গ্রন্থাগারে চারিশত বেতার যন্ত্র (wireless set), বহু গ্রামোফোন রেকর্ড এবং ফিল্ম বিলি করা হইয়াছে। চিত্ত বিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার জন্য চলন্ত মিউজিয়াম ও থিয়েটারের এখানে বেশী রকম প্রচলন হইয়াছে। এইগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীরা বিনা বেতনে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছে যে তাহারা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, বোরদো এবং অন্যান্য বড় সহরে অভিনয় করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছে। স্পেনে secondary স্কুল অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহুল্য ছিল। এখন দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া সেখানে শিল্প-শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। পাণ্টানডারে নূতন ধরণের একটী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন রাজদূত (ambassador) সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০টি Scholarship প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উত্তর আমেরিকা হইতে দুইশত ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে। ভাষা সঙ্কট বিমোচন জন্য নানাভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্পেনের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা আইনবলে

একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। ধর্ম্মই না কি দরিদ্রের উন্নতির পরিপন্থী!



নূতন ব্যবস্থার পূর্ব্বকার অবস্থা

নিরক্ষরতা বিদূরণ (Liquidation of illiteracy) বড় সহজ কথা নয়। একাজে শুধু সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এ গুরুভার আমাদিগকে লইতে হইবে, স্কুল কলেজের ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একার্য্যে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ঐকান্তিকতা চাই। অল্পকালের মধ্যে কিভাবে নিরক্ষরতা দূর করা যায়, ছাত্রদের তাঁহারা সেইভাবে শিখাইয়া লইবেন এবং গ্রীষ্মাবকাশ, পূজাবকাশ ও বড়দিনের বন্ধে তাহাদের গ্রামে গ্রামে

পাঠাইয়া চাষাভূষা সকল শ্রেণীর লোকদের একত্র করিয়া অক্ষর পরিচয় হইতে সর্ব্ববিধ সাধারণ জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এ কার্য্যে একটু ব্যাপক ভাবে organisation আবশ্যক। যেখানে গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের সহিত নৈশবিদ্যালয় ও আলোকচিত্র সহযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দশজনকে একত্র করিয়া সংবাদপত্র পাঠের দ্বারা দেশের ও দশের খবর জানাইতে হইবে। তবেই দেশ জাগিবে।

ভারতবর্ষ ভোগভূমি নয়—কর্ম্মভূমি। কর্ম্মেই সিদ্ধি, সাধনায় সিদ্ধি। সাধনা ভিন্ন, কর্ম্ম ভিন্ন কখনও কি সিদ্ধিলাভ হয়? এখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া যাহার যতটুকু সাধ্য নিরক্ষরতা বিদূরণের ব্যবস্থা করি। শীঘ্রই দেশে নব রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইবে। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে দেশকে সচেতন করিতে হইবে। সে চেতনা আসিবে কোথা হইতে? অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিলে কখনও কি সে চেতনা আসিবে? যুগযুগান্তর কাটিয়া যাইবে; ছায়াবাজীর মরীচিকার পিছনে ঘুরিতে হইবে, প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে না। দেশের পনের আনা লোক জ্ঞানপঙ্গু থাকিতে কখনই কোন আশা নাই। আসুন, আমরাও ঘোষণা করি—"Down with illiteracy"। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, যে উপায়েই হউক দেশের নিরক্ষরতার কলঙ্ক ঘুচাইতে হইবে।

(কোন্নগর পাঠচক্রের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিক উৎসব সভায় পঠিত।)

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন খুব বেশীদিন আরম্ভ হয় নি, সেজন্য এখনও অনেকে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্যক্ অবগত নহেন। আটান্ন বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হয়। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপে ও অন্যান্য দেশে এই আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমাদের বাঙ্গলা দেশে এই আন্দোলনের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হয় নয় বৎসর পূর্ব্বে—বাঁশবেড়িয়ায়। গ্রন্থাগারের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্কুল কলেজের শিক্ষার কাল নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য; কিন্তু গ্রন্থাগারের শিক্ষা সর্ব্বকালের জন্য। ইহার শিক্ষার ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ নাই; সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে এখানে সকলের সম-অধিকার।

গ্রন্থাগার অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও অতি প্রাচীন-কালে ছিল, এখনও আছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রত্নদধি", বিক্রম-শিলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির গ্রন্থাগার আমাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে সেকালের ও একালের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য মূলতঃ এক হইলেও নানা দিকে পার্থক্য বাড়িয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। একখানি পুঁথি লিখিতে অনেক সময় লাগিত। বহু পরিশ্রম ত হইতই, অর্থ ব্যয়ও নিতান্ত কম হইত না, কাজেই সেগুলিকে কৃপণের ধনের মত সযত্নে রক্ষা করিতে হইত। ব্যবহারও নির্দ্দিষ্ট লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতে পুস্তকের সংখ্যা

অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, মূল্যও সুলভ হইয়াছে। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জগতে নিরক্ষরতা বিদূরণের প্রবল প্রচেষ্টা চলিয়াছে। পুস্তকের অভাবে পূর্ব্বে এ দেশে মুখে মুখে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। কথকতা, পুরাণ ও ভাগবত পাঠ প্রভৃতির



কানেকটিক্যাটের একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা বেতারের বার্ত্তার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে

দ্বারা লোক-শিক্ষা হইত। নিরক্ষর থাকিয়াও লোকে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিত—ধর্ম্ম-ভীরু হইত। এখন সে সব উঠিয়া গিয়াছে অথচ তাহার স্থলে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় নিরক্ষরতা বিদূরণের তেমন চেষ্টা হয় নাই—যাহা হইতেছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। কাজেই আমাদের দেশে জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা উন্নত হওয়া দূরে থাক, অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আমেরিকা, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশ নিরক্ষরতা দূর করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমাগত জ্ঞান প্রচারের বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে। সাধারণকে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করিবার জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। লোকের বাড়ীতে বই পৌঁছাইয়া দিয়া পাঠ-স্পৃহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আধুনিক গ্রন্থাগার কেবল পুস্তক সযত্নে রাখিবার স্থান নহে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকের তাক উজার করিয়া দেওয়াই হইতেছে মূলমন্ত্র। অবাধ ব্যবহারের জন্যই পুস্তক—এই নীতি অনুসারে কাজ চলিতেছে। এই সব ব্যবস্থা করিয়াও গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত নহেন। জ্ঞানের প্রসার আরও কতদিকে বাড়ান যাইতে পারে সেজন্য সম্মিলিত চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সফলতার কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সেখানকার আন্দোলন পরিপুষ্ট হইতেছে অথচ কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। এখন এই আন্দোলনকে আরও উন্নত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে।

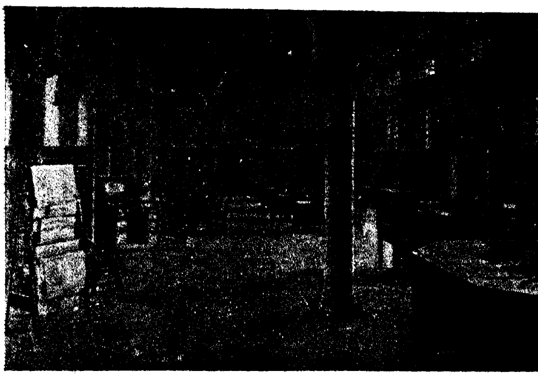
১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে টরণ্টো সহরে আমেরিকা লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে যে জাতীয় কল্পনা পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম একটু বিশদভাবে বিবৃত করিতেছি :—

জাতীয় সঙ্কল্প

"গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরি[illegible] জ্ঞানের বহর, সংস্কৃতি ও সামাজিক আদর্শের জীবনী-শক্তির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

জ্ঞানের পরিমাণ এবং জটিলতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই শিক্ষার কাল দীর্ঘতর করিবার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করে। জগতে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনের

মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। কর্ম্মী এবং নাগরিকের কোন বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। পূর্ব্বকালের বৈভব এবং অবসরের মত বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অধিকাংশ লোকের অবসরকালের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পারত্রিক কল্যাণ এবং সুন্দরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতেছে।



একটি আদর্শ পাঠাগার প্রতিষ্ঠান

যদি সংস্কৃতির প্রতি পূর্ব্বাপর অনুরাগ বজায় রাখিতে হয় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, তবে সমাজের নিম্নস্তরে সার্ব্বজনীন শিক্ষা এবং উচ্চস্তরে অধিকতর জ্ঞানস্পৃহা উদ্রিক্ত করা আবশ্যক। সকল স্তরে আত্মশিক্ষার সুযোগ এবং আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তদুপযোগী মানসিক ভাব নাগরিকদের মধ্যে জাগরিত করা বাঞ্ছনীয়।

সামাজিক এবং সংস্কৃতিমূলক আলোচনা এবং অনুভূতি জীবনের উপর জড়ের প্রভাব হ্রাসে সহায়ক হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বা সামাজিক বা

সংস্কৃতিমূলক বা চিত্তবিনোদক ঔৎসুক্য উদ্দীপনার জন্য সংগঠন পরিচালন এবং কর্ম্মশক্তি নিয়োগের নব ধারণার আবশ্যক হইয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মীদের হস্তে শুধু অধিকতর অর্থ প্রদান দ্বারা এ কার্য্য সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমান গতিবিশিষ্ট এবং যথোপযুক্ত অর্থ সংস্থান দ্বারা প্রত্যেক নরনারীকে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত শক্তি এবং সামাজিক বুঝাপড়ার জন্য চিন্তাশক্তির পূর্ণ মাত্রার বিকাশ এবং সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদানের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক।

কর্ম্মতালিকা

অধ্যয়নের ব্যবস্থা এবং সকল বয়সের পক্ষে উপযোগী পুস্তক যে সব গ্রন্থাগার সরবরাহ করে সেই সবই বর্ত্তমান কালের প্রধান অবলম্বন হইবে। প্রত্যেক নাগরিকের হাতের কাছে সাধারণের অর্থে পরিচালিত গ্রন্থাগার থাকিবে যাহা হইতে তিনি ইচ্ছামত সংবাদ সংগ্রহ দ্বারা আত্মোন্নতি, গভীর জ্ঞানার্জ্জন, উন্নত সংস্কৃতি এবং চিত্তবিনোদক মাল মসলা পাইতে পারিবেন। আবার তাহা হইতে ঐ সব মাল মসলা বাছাই করা, তাহার ব্যবহার শিক্ষা, আবশ্যক ও ইচ্ছামত গবেষণা এবং অধ্যয়নের নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতে পারে—যাহা চলতি দরকারী প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করিতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠান মানসিক ঔৎসুক্য এবং অধ্যয়নের কৌতূহল চরিতার্থে সাধারণকে সাহায্য করিবে। মনে উদ্দীপনা আনিয়া দিবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার গণতন্ত্রের প্রতিভূ; উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহাতে প্রবেশাধিকার আছে। জটীল সমস্যার সমাধানের আবশ্যক অনুযায়ী রকম বেরকমের পুস্তকের অভাব এখানে পূরণ হইয়া থাকে।

একটি সুসংবদ্ধ সমাজে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করা যায় না ; কিন্তু পুস্তকবিহীন উন্নত সমাজ কল্পনাতীত। লোকে কি পড়ে তাহা দেখিয়া তাহার কি প্রকৃতি তাহা নির্ণীত হইতে পারে। সভ্যতা দিন দিন উন্নত হইয়া সমাজে জটিলতা সৃষ্টি করিতেছে। সেই জন্য পুস্তকের ভিতর দিয়া সর্ব্বোচ্চ ভাবধারার সহিত সাধারণের পরিচয় করান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।



সর্ব্বজাতির আধার—কালিফর্ণিয়া

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য

গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হইতেছে—পুস্তক এবং তাহার আনুষঙ্গিক মালমশলা একত্রীকরণ, সুসংবদ্ধরূপে সংরক্ষণ, পাঠকের পাঠস্পৃহা বর্দ্ধন,

উপযোগী পাঠ্য নির্দ্দেশ, পুস্তক সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে শিশু, যুবক ও নারীদের উপদেশ দান, পুস্তক পাঠে সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করা ও

(ক) অবিরাম আত্মশিক্ষার ব্যবস্থা ;

(খ) জ্ঞানবর্দ্ধনে সাহায্য ;

(গ) অধীত বিষয় দ্বারা অনুভূতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন ;

(ঘ) নাগরিকের কর্ত্তব্য সাধনে শক্তি অর্জ্জন এবং নগরের উন্নতি-কর কার্য্যে আত্মনিয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান ;

(ঙ) কাজ কর্ম্মে তৎপরতা, হাতে কলমে কার্য্য করিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ এবং কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

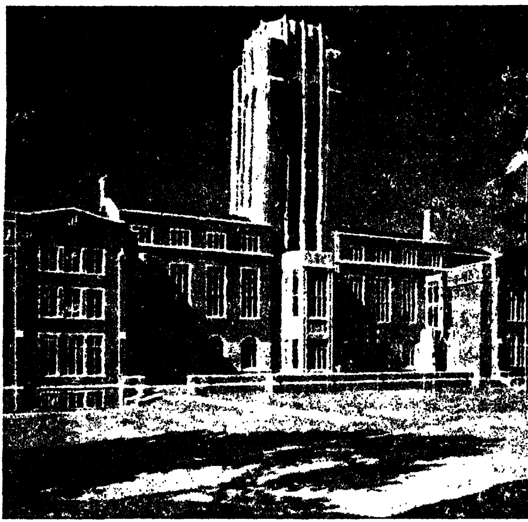
(চ) বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতির সহিত সংযোগ বিধান।

স্বাধীনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিবার মহামূল্য অধিকার এবং সর্ব্ববিধ সাধারণ বিষয়ে সংরক্ষণ বিষয়ক সমালোচনা করিবার শক্তি অর্জ্জন, ঐহিক সুখ বর্দ্ধন এবং সমাজের উন্নতি বিধানে অবসরকালের সদ্ব্যবহার—এই সব উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে। বহুদর্শিতা এবং বিচারশক্তি প্রখর থাকা আবশ্যক। কেবল আসল সাহিত্যিক গুণের অনুভূতিতে চলিবে না, সাধারণের প্রতিভা এবং সংস্কৃতির বহর বুঝিয়া জন সমাজের অভাব এবং কল্যাণকল্পে তাহার প্রয়োগ শিক্ষাই আসল শিক্ষা।

গঠন মূলক কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে গ্রন্থাগারিকের কার্য্যশিক্ষার মৌলিক তথ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা এবং পারদর্শিতা লাভ আবশ্যক তো বটেই, তদ্ভিন্ন নানা ধরণের পাঠকের তুষ্টি সাধন এবং পুস্তকের সাহায্যে হাতে কলমে কাজে লাগা অভ্যাস করিয়া দিতে হইবে।

মানব জাতির উন্নতি এবং কল্যাণ সংক্রান্ত সকল রকম প্রতিষ্ঠানের

সহিত সহানুভূতি এবং সংযোগ বিধান দ্বারা সমাজের সেবা গ্রন্থাগার দ্বারা চলিতে পারে। এই সেবার প্রধান উপাদান হইতেছে উপযুক্ত



ভেন্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরি রীড্ লাইব্রেরী

ভাবে শিক্ষিত এবং কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তি। কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক টান থাকা চাই। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া ব্যাপকভাবে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। সব চেয়ে বেশী দরকার উদারভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল সুযোগের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গ্রন্থাগার পরিচালনের আনুষঙ্গিক দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পুস্তককে শক্তি এবং জ্ঞানের আধাররূপে পরিণত করা।

সুসভ্য জীবনযাপন করিতে হইলে কম পক্ষে যে জ্ঞানানুশীলন আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করাই সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য এবং চিত্ত বিনোদনের যন্ত্ররূপে গ্রন্থাগার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরকার এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগারের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য কার্য্য।

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের জন্য স্কুলের মত গ্রন্থাগার স্থাপন এবং পরিপোষণের ভার সরকারের লওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য একটি বিভাগ থাকা আবশ্যক। তাহার কাজ হইবে গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং সমগ্র প্রদেশে সব গ্রন্থাগার গুলিকে সমান গতিবিশিষ্ট করা। সেজন্য কেবল শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিলে চলিবে না, চরিত্র বল, মহান ব্যক্তিত্ব ও পরিচালন শক্তি থাকা চাই; তবে অনিষ্টকর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা হইতে ইহাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে দুই বা ততোধিক পৃথক গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতি থাকিলে সেগুলিকে পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন কার্য্য চলে এবং গ্রন্থাগার পরিচর্য্যার উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। দেশের যাবতীয় পুস্তকের সংস্থান ও সমান পদস্থ পুস্তক সরবরাহ সহজসাধ্য করিতে হইলে যাবতীয় পুস্তকের সম্বল একত্রীভূত করিতে হইবে। স্থানীয় গ্রন্থাগারের পুস্তকের অভাব পূরণ করিয়া সেগুলিকে সমপদস্থ করিয়া লইতে হইবে। যতদিন তাহা সম্ভব না হয় ততদিন অসংশ্লিষ্ট পাঠকদের বা সংহতিভুক্ত পাঠকদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে সোজাসুজি পুস্তক বিলি করিতে হইবে।

সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার

সকল অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সুব্যবস্থিত সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। যুক্তরাজ্যের লোকদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যা ধরিলে অন্ততঃ পাঁচ শত সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার আবশ্যক। তাহা হইলে কতকটা অভাব পুরণ হইতে পারে। এখন সহর অঞ্চলেই গ্রন্থাগারের প্রাচুর্য্য আছে, পল্লীগ্রামে সেরূপ নাই। এক বা একাধিক জেলার প্রধান নগর বা প্রাদেশিক রাজধানী অঞ্চলের জন্য পৃথক পরিচালক সমিতি থাকিতে পারে। তা সহরেই হউক বা জেলায়ই হউক, স্বাভাবিক অনুরাগের তারতম্য বুঝিয়া ঝোঁক বেশী দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শাখা প্রত্যেক জনসমাজে (community) থাকা আবশ্যক বা প্রত্যেক জনসমাজের জন্য পৃথক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগারের সেবা পাইতে হইলে যাহা না হইলে নয় এরূপভাবের সংস্থান সরকারকে করিতে হইবে। আর সেই জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা সরকারকে বহন করিতে হইবে। তবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তাহাতে যোগ দিয়া অন্যান্য অভাব পূরণ করিতে পারে।

যে সব প্রদেশে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ নাই সেখানে আইন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক জনসমাজে যেখানে দুই বা ততোধিক গ্রন্থাগার সাধারণের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে (যেমন সাধারণ পাঠশালা, স্কুল, মিউনিসিপ্যাল বা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত গ্রন্থাগার) সেগুলি দৃঢ়ীকরণে পরস্পর সাহায্য দান বা পরস্পর দায়িত্ব বিভাগ করিয়া লইয়া যাহাতে উন্নত সেবা স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা আবশ্যক।

স্কুল লাইব্রেরী

প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষাকল্পে আধুনিক মার্কিণ মুলুকে যে কর্ম্মতালিকা স্থির করা হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থাগারের মাল মশলার দৈনিক ব্যবহার অপরিহার্য্য। স্কুলে প্রত্যেক শিশুর সুনির্ব্বাচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ মুদ্রিত পুস্তকের নিকট অবাধ গতি আবশ্যক। তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে উক্ত উভয়বিধ স্কুলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রয়োজন। ছোট ছোট স্কুলে ভাল গ্রন্থাগার থাকা সম্ভব নহে। তাহাদের সহিত কোনও বড় স্কুল লাইব্রেরীর সংযোগ রাখিতে হইবে। ভাল করিয়া কার্য্য করিতে হইলে যাহারা স্কুলগুলি পরিচালন এবং তাহাদের জন্য অর্থের সংস্থান করেন তাঁহারা এবং স্থানীয় সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার কর্ত্তৃপক্ষ একত্রে মিলিত হইয়া একটা কার্য্য প্রণালী স্থির করিলে ভাল হয়। একই নিয়মে সব স্কুলই আবশ্যক মত বই পাইতে পারিবে অথচ দোকর বই বা পৃথক কর্ম্মচারী ও গ্রন্থাগারিকের জন্য ব্যয় করিতে হইবে না। বিচিত্র পুস্তক পাঠের সকল রকম সুযোগ বা সুবিধা একইভাবে সকলে উপভোগ করিতে পারিবে। শিক্ষা বোর্ডের কর্ত্তব্য হইতেছে, স্কুলের শিক্ষকের বেতন, পাঠ্য পুস্তক এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুতকালে স্কুল লাইব্রেরীতে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা।

স্কুল লাইব্রেরীতে সরকারের সাহায্য অত্যাবশ্যক। এরূপ সাহায্যের পরিমাণ যতই বাড়ান হইবে ততই মঙ্গল।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ লাইব্রেরী

কলেজের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। তাহা ছাত্র এবং অধ্যাপকদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির যথোচিত ভাবে অভাব

দূর করিবার জন্য ক্রমবর্দ্ধনশীল হওয়া আবশ্যক। শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ। গ্রন্থাগারের পুস্তকের ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক ছাত্রের উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান এবং অনুশীলন আবশ্যক। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া অবিরাম গতিতে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনাদি চলিতে থাকিবে।

পরস্পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহচর্য্য এবং সহানুভূতি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কলেজ সরকারী বড় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির গবেষণামূলক কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে। এই সাহচর্য্যের ফলে দামী বই দোকর কিনিতে হইবে না অথচ অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক, পুঁথি, বা চিত্রাদি এবং অন্যান্য মাল মশলা রাজ্যের সকল স্থানের গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের সহজলভ্য হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সকল এবং কলেজগুলি—বিশেষতঃ সরকারের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলির—রাজ্যের সকল স্থানে গবেষকগণের এবং তথ্যানুসন্ধানীদের পুস্তকের অভাব মোচনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। অন্যান্য গ্রন্থাগারের কর্ত্তারা যে সব অভাব দূর করিতে অক্ষম কলেজের বাহিরে অতিরিক্ত শিক্ষাবিস্তারকল্পে (Extension department) তাহাদের সাহায্য করা আবশ্যক।

জাতীয় দায়িত্ব

পরস্পর সম্বদ্ধ (federal) প্রদেশগুলির সাধারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চিত্তবিনোদক অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত পরিচালকদের সহযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক।

আয়ের অসামঞ্জস্য জন্য বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগারের সুবিধা সমান থাকা

সম্ভবপর হয় নাই। সমগ্র জাতি হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশের সহিত পরস্পর পুস্তক লেন-দেন এবং অসমর্থ প্রদেশে গ্রন্থাগারের আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রয়োজন। তবে কি সর্ত্তে অর্থ সাহায্য এবং পুস্তক লেন-দেন হইবে তাহা ঐ কার্য্যে উপযোগী রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা করানই সুবিধা।

মার্কিণের জাতীয় গ্রন্থাগার লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি সেবার দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির আরও ভালভাবে সেবা ও বিস্তৃতকল্পে ইহার পরিপুষ্টির জন্য যথোপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা হওয়া চাই।

রাজ্যের সকলস্থানের লোকের নিকট সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য তথ্যানুসন্ধানমূলক গবেষণার জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ পুস্তক সংগ্রহই হউক বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থাগারই হউক, পুস্তক দাদনের সমানাধিকার এবং দায়িত্ব বিভাগ জন্য সমগ্র জাতির প্রতিনিধির হস্তে তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা আবশ্যক।

পুস্তক সংগ্রহ

সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র যাহারা সাধারণ শিক্ষা পাইতে চায় তাহাদের ন্যায়সঙ্গত চাহিদা পূরণ জন্য খুব দরকারী বই বেশী রকম আমদানি করা চাই। সেগুলি সকল লোকের সহজলভ্য করা দরকার; তাহা করিতে গেলে কি ধরণের পুস্তকের চাহিদা বেশী তাহা দেখিতে হইবে।

সমাজের কল্যাণকর পুস্তকের সবচেয়ে চাহিদা বেশী—কাজেই সে সব পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণে অধিকতর জাতীয় সাহচর্য্য প্রয়োজন।



একটি প্রাথমিক স্কুল লাইব্রেরী : লস্‌এঞ্জেলস্—কালিফোর্নিয়া

যে সব উপন্যাসের সাহিত্যিক বা সামাজিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর তাহা ক্রয় হ্রাসের দিকে চেষ্টা থাকা উচিত।

শীঘ্র প্রকাশিত চলতি চাহিদা পূরণ জন্য যে সব পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত পুস্তকাদির মধ্যে তাহাই অধিকতর আবশ্যকীয় অংশ দখল করিবে।

সহজভাষায় সোজাসুজি চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত সংক্ষেপে জ্ঞান বর্দ্ধন হয় এইরূপ পুস্তকের চাহিদা বেশী হওয়া উচিত।

প্রধান প্রধান নগরে গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের সংস্থান, পরিপুষ্টি ও আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং বিলির জন্য সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে দায়িত্ব বিভাগ করিয়া দিতে হইবে।

পৃথিবীর যে কোন স্থানে পাওয়া যায় এমন উপকরণ—হস্তলিখিতই হউক বা মুদ্রিতই হউক, তাহার অন্তর্নিহিত বস্তু পুনঃ প্রকাশের ভালরকম ব্যবস্থা করিয়া তাহা দেশের যে কোনও স্থানের প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের সত্বর প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, সংবাদ সংগ্রহ জন্য গ্রন্থাগার মাত্রেরই হিতৈষীগণ যাহাতে অবহিত হন তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। এগুলি গ্রন্থাগারের সহিত পৃথক সংগ্রহ স্বরূপ সংরক্ষণ অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত থাকা দরকার। মুদ্রিত পৃষ্ঠার স্থানে চাক্ষুস উপকরণ এবং যান্ত্রিক অনুকল্প ব্যবহার এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলিকে লইতে হইবে।

পাঠক সংহতির পঠনশক্তির উপযোগী যে সব পুস্তকের অভাব আছে তাহা পূরণ জন্য লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশকের সহযোগিতায় উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্ত্তব্য।

ব্যক্তিগতভাবে পুস্তকের ক্রয় জন্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা জাগাইয়া

দেওয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য। তাহাদের জানা উচিত যে, জনসমাজের সাহিত্যিক জীবনে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।



লস্‌এঞ্জেল্‌স্‌ সাধারণ গ্রন্থাগার—স্কুলের পর একটি পুস্তক ভাণ্ডার কক্ষে বিদ্যার্থীগণ

গ্রন্থাগারের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি

গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া মার্কিনের জনসাধারণের প্রতিভার বিকাশ এবং সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে শিক্ষিত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহু নরনারীর আবশ্যক। তাঁহাদের পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। সাধারণের পাঠানুরক্তি এবং অভ্যাস

সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান থাকা চাই। পুস্তক এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে লোকের সহিত কেমন করিয়া জ্ঞানের অংশভাগী হইতে হয় তাহা জানা দরকার। পাঠককে উপদেশ দিবার কার্য্যের বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি চাই। যাহাতে সকল পাঠক সেই উপদেশের সুবিধা লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণ পাঠকের সহিত যে সব গ্রন্থাগারিক কাজ করেন তাঁহাদের একাধারে সামাজিক জীবনে সমাজ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, মনোবিজ্ঞান তত্ত্বে পণ্ডিত এবং কর্ম্মঠ হইতে হইবে। নানা ধরণের লোকের সহিত কাজ করিবার পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে। যে গ্রন্থাগারিককে বিদৎজনের সহিত কাজ করিতে হইবে তাঁহাদেরও তদনুরূপ পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক।

যে গ্রন্থাগারিককে শিশু এবং যুবকদের সহিত কাজ করিতে হয় তাঁহার তদুপযোগী সাহিত্যে দখল থাকা আবশ্যক। সেই সব বিষয় তাহাদের নিকট অবতারণা করিবার কৌশল জানা চাই। শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম চিন্তার ধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা থাকা চাই।

সমাজে শিক্ষা, চিত্তোবিনোদন এবং সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সমানভাবে উন্নত হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিবার উপযোগিতা যাঁহার আছে তিনিই গ্রন্থাগারের পরিচালক হইবার যোগ্য।

যে সব বিদ্যালয় এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করিতে পারে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। গ্রন্থাগারের অভাবযুক্ত সক্ষম সমাজে বিশিষ্ট কার্য্য জন্য সদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে সব বিদ্যালয় খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে সেইরূপ বিদ্যালয়ের আবশ্যক। এরূপভাবের বিদ্যালয় দেশের সকল বিভাগে যথোপযুক্তরূপে বিস্তৃত থাকিলে সহজে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থাগারিকের কার্য্যের পারদর্শিতার নিদর্শন দিবার ব্যবস্থা সকল

প্রদেশে থাকা আবশ্যক। যেখানে সেরূপ হয় না, সেখানে আইন করিয়া উহা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। গ্রন্থাগারিকের কার্য্যের আদর্শ উচ্চ করিতে হইলে পারদর্শিতার নিদর্শন অত্যাবশ্যকীয়। তাহা হইলে আর অযোগ্য ব্যক্তি ঐ কার্য্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না।



লস্‌এঞ্জেলস্‌ সাধারণ গ্রন্থাগার : মালাবার বিভাগের শিশু পাঠাগার

গ্রন্থাগার ও জনসাধারণ

দেশের এবং সমাজের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কৌতূহল এবং পাঠানুরাগে উদ্দীপনা আনিয়া দিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাগারকে লইতে হইবে, তবেই গ্রন্থাগারগুলি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষা এবং ধরা বাঁধা শিক্ষার বাহিরে

সর্ব্ববিধ শিক্ষার যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার সহিত সংযোগ রাখিয়া ঐ শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টার আবশ্যক।

পুস্তক যতদূর সম্ভব সহজপ্রাপ্য করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিভিন্ন বয়সের সকল রকম পাঠককে কি ভাবে সাহায্য করিতে হইবে গ্রন্থাগারিক এবং তাঁহার সহকারিগণের সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। স্কুলের ছাত্র মাত্রেই পাঠানুরাগ এবং সকল সংবাদ জানিবার জন্য যাহাতে পুস্তক বা গ্রন্থাগারের সাহায্য লয় সেরূপ মতি গতি জন্মাইয়া দিতে হইবে। আবশ্যক মত পুস্তক শীঘ্র এবং সহজ প্রাপ্য করা চাই। গ্রন্থাগারের আইন কানুন খুব সোজাসুজি হইবে। গ্রন্থাগারের ভিতর এমন কর্ম্মচারী থাকা চাই যিনি গ্রন্থাগারের বাহিরে সংহতি বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত গ্রন্থাগারের সাহায্যমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাকে পাঠকের বাড়ীতে পুস্তক পৌছাইয়া দিতে হইবে। গ্রন্থাগার যে প্রতিভা বিকাশ এবং সংস্কৃতির সুযোগ দিতেছে প্রত্যেক নাগরিককে সব সময়ে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। পুস্তক এবং গ্রন্থাগারের কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে সংবাদপত্র, বেতার যন্ত্র, চলন্ত চিত্র দ্বারা প্রচার, নির্ব্বাচিত পুস্তক তালিকা বিতরণ, পাঠ কেন্দ্র বা পাঠ চক্র সংহতিতে পুস্তকের আলোচনা, বক্তৃতা এবং গ্রন্থাগারে সভা আহ্বান করিয়া সদা সর্ব্বদা প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে স্কুলে শিক্ষার মত এই সব বিধিদ্বারা নিজেদের বাহিরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনপ্রিয় করিতে হইবে। শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য্য এই ধারণা জন্মাইতে হইবে। এখানেই শিক্ষার উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ দ্বারা আত্মশিক্ষা কার্য্যকরী করিবার পন্থা নির্দ্দেশের স্থান। সুপরামর্শ দিয়া কার্য্য যাহাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেজন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

যে যাহা পড়ে ভবিষ্যতে তাহা কাজে লাগিতে পারে ; সেজন্য অধীত বিষয় আত্মস্থ করার আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহা সুষ্ঠুভাবে করিতে গেলে পাঠকদের মধ্যে সেই বিষয়ে পরস্পর আলোচনা সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। সেজন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে আলোচনা দ্বারা অথবা অন্য ব্যবহারিক উপায়ে আলোচ্য বিষয়ে নির্দ্দেশ দিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।



ব্রুকলিন সাধারণ গ্রন্থাগার : শিশুবিভাগ : ছেলেমেয়েরা ছবি দেখিতেছে

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পাঠানুরাগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল করাইতে হইবে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন যে গ্রন্থাগারের পাঠকগণের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারিক কোনও বিশেষ মত প্রচারকের কার্য্য করিবেন না। তিনি

সমাজের কল্যাণকর বিষয়ের পাঠে ঔৎসুক্য এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারেন এবং যে পাঠকের যেরূপ পুস্তকের সহিত পরিচয় আবশ্যক তাহা যোগাইয়া দিতে পারেন। পাঠকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা বা তর্ক ঘটিত বিষয়ে অযাচিতভাবে সকল পক্ষের উপকরণ যোগান তাঁহার উচিত নহে।

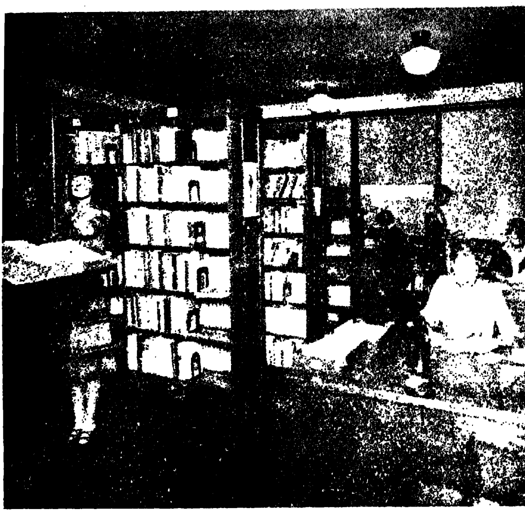
গ্রন্থাগার গৃহ এবং সরঞ্জাম

বর্ত্তমান আবশ্যক এবং ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির ব্যবস্থা রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ এবং সরঞ্জামাদি সংস্থাপন করিতে হইবে। তাহাতে যে সব গাছপালা থাকিবে তাহা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নাড়া চাড়া করিতে পারা যায় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শোভনীয় হয় এরূপ ভাবে রাখা দরকার। নব নব যান্ত্রিক উপায়, পুস্তকের অবিকল নকল জন্য আলোকচিত্রের সরঞ্জাম, মুখর পুস্তক এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। গৃহের পরিকল্পনা এবং স্থান এমন হওয়া উচিত যাহাতে লোককে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে আকৃষ্ট করিতে পারা যায়।

আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা

ব্যবহারের সুবিধা এবং উৎসাহ বর্দ্ধন হয় এরূপ ভাবে পাঠক এবং ছাত্রের উপযোগী আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারে বিষয় বিভাগ বেশ ভাল রকমই হওয়া চাই। পুস্তক তালিকা এবং অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুতে বিশেষত্ব এবং উন্নত ছাত্রদের কার্য্যে সুবিধা হয় এরূপ ভাবে অতি যত্নের সহিত বিষয় নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। সাধারণ পাঠকদের জন্য তাহাদের মতানুযায়ী যুক্তিসিদ্ধ শ্রেণী বিভাগ করা

ইতে পারে। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নন তাঁহাদের জন্য পুস্তক তালিকা ও স্থপঞ্জী রাখিতে হইবে।



আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন : পুস্তকবিভাগ

গ্রন্থাগারে গবেষণা এবং পাঠকের অধ্যয়নের ব্যবস্থা

অবিরত গবেষণা, পরীক্ষা এবং অধ্যয়ন এক স্থানেই চলিতে পারে। গ্রন্থাগার পরিচালন প্রণালী এরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে আত্মশিক্ষার পথ প্রশস্ত এবং সহজসাধ্য হয়। সমাজে নিত্যই পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেই পরিবর্ত্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া গ্রন্থাগারকে উন্নত করিবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সংগঠন সমিতি

প্রত্যেক প্রদেশে গ্রন্থাগারিকদের এবং নাগরিকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে তাহা গ্রন্থাগারের কার্য্যের প্রসার এবং সরকারী গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সাহায্যে গ্রন্থাগারের প্রভাব বিস্তারকল্পে কাজ করিবে।

উপসংহার

টরণ্টো সম্মেলনে গৃহীত মন্তব্যে বহু শিক্ষার বিষয় আছে সেজন্য তাহার একটু বিস্তৃত পরিচয় দিলাম। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মহান আদর্শ যাহাতে কোনওরূপে ক্ষুণ্ণ না হইয়া উন্নততর হইতে পারে তাহারই চেষ্টা হইতেছে। এখন নিত্য পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। গ্রন্থাগার সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা চাই—তবে তো সমান চালে চলিতে পারিবে, নতুবা পিছাইয়া পড়িতে হইবে। আধুনিক অগ্রগতির যুগে পিছাইয়া থাকিলে চলিবে না, সদা আগুয়ান থাকিতে হইবে। নূতন আবিষ্কারই হউক, আর নব নব ভাবধারাই হউক, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের সহিত তাহাদের পরিচয়ের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে New Deal Movement আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এক প্রধান অংশ দেওয়া হইয়াছে। সভ্য জগতে জ্ঞান প্রচারের বিরাটত্ব বাস্তবিকই আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দেয়!

আমরা যে কত পিছাইয়া আছি তাহা ভাবিতে গেলে কূলকিনারা মিলে না। যে দেশে শতকরা ৯৩ জন নিরক্ষর সে দেশের ভবিষ্যৎ ঘন তিমিরাবৃত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সে ঘন তিমির ভেদ করিতে হইলে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে দেশকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে।

গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া সে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইবার ভার আমাদিগকেই লইতে হইবে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক লইয়া দেশ নহে, দেশের অধিকাংশ লোক জ্ঞানপঙ্গু থাকিতে আমাদের ভদ্রস্থ নাই। ভাইজন, হরিজন, অভাজন যে কোন আখ্যায় আখ্যায়িত করুন, প্রতিবেশী মাত্রেরই যাহাতে নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন হয় তাহার ভার শিক্ষিত দাদাকে লইতেই হইবে। ভাইকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিলে সে তো দাদারই গৌরব। এখন বক্তৃতার সময় চলিয়া গিয়াছে, কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। দেশের নিরক্ষরতা কলঙ্ক দূর করিবার জন্য সকলে অবহিত হউন। আমি প্রতি শিক্ষিত যুবকের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা প্রত্যেকে সারাজীবনে অন্ততঃ দশটি প্রতিবেশীর নিরক্ষরতা বিদূরণে কৃতসঙ্কল্প হউন। যদি সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে—আমি তো ইহা অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে করি না—যদি সভ্যজগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চান, সভ্য জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করেন, যদি দেশের প্রকৃত কল্যাণ চান, প্রতিবেশীকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হউন। নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া সভ্য সমাজের সম্মান অর্জ্জন করুন।

আমাদের ইষ্ট আমাদের হাতে। প্রকৃত ইষ্ট লাভ করিতে হইলে সাধনার শক্তি চাই, কর্ম্মশক্তি চাই, উদ্দীপনার শক্তি চাই। জ্ঞানই সকল শক্তির মূলাধার।

জ্ঞানবলে দেশকে গরীয়ান এবং বলীয়ান করিতে না পারিলে কোন শক্তিরই উদ্ভব হইবে না, আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব।

(হাওড়া ফ্রেণ্ডস লাইব্রেরীতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

রাষ্ট্র-সাধনায় নব অবদান

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অল্প কাল মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফলে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এখন গ্রন্থাগারগুলি কেবল নিষ্ক্রিয় শক্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না—এগুলি এখন সদা-কর্ম্ম-নিরত জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। কেবল পুস্তক সংরক্ষণ এখনকার গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য নহে; এখন প্রধান কাজ দাঁড়াইয়াছে—পাঠেচ্ছু মাত্রেরই নিকট পুস্তক সহজপ্রাপ্য করা এবং পুস্তক পাঠের আগ্রহ বাড়াইয়া দেওয়া। সাবেক কালের গ্রন্থাগার মাত্রেই পুস্তক ভাণ্ডারজাত করিয়া এমন কি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; ক্রমশঃ সেগুলির ব্যবহার প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। প্রসারের জন্য পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ, একটা পদ্ধতি অনুযায়ী পুস্তক সাজাইয়া রাখা এবং পুস্তকের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে যাহারা স্বেচ্ছায় গ্রন্থাগারে আসিত তাহাদের মধ্যেই পুস্তকের ব্যবহার আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আজকাল গ্রন্থাগার সমগ্র লোক-সমাজের সেবা করিবার জন্য সদা উন্মুখ। আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হইতেছে তাকে যত বই আছে প্রত্যেকখানির জন্য পাঠক সংগ্রহ, সমাজের প্রত্যেকের জন্য পুস্তক সরবরাহ এবং যে কোনও উপায়ে হউক পাঠক এবং পুস্তকের সংযোগ বিধান। সমাজের সকল ব্যক্তির সমানাধিকার—কেহ ছোট বা বড় নহে, এই মত প্রতিপাদনের অনুকূল আবহাওয়া গ্রন্থাগারের দ্বারা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের যত রকম সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া

দেওয়া সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গৃহে ব্যবহার জন্ম পুস্তক দাদন, পুস্তকের তাকের নিকট পাঠকের অবাধ গতি, নিজের ঘরের মত অনুভূতি আসে এবং চিত্তে প্রফুল্লতা আনে এরূপভাবে গ্রন্থাগারের বাড়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে। ছেলেদের জন্য পৃথক পাঠ-কক্ষ, শিক্ষা এবং সমাজ সম্বন্ধীয় সভাগৃহ, স্কুলের সহিত সহযোগিতা, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহিত পুস্তক লেন-দেন, গ্রন্থাগার দীর্ঘ সময়ের জন্য সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা, বিচক্ষণতার সহিত পুস্তক-তালিকা ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা, পাঠককে পরামর্শ দেওয়া, শাখা গ্রন্থাগারের, চলন্ত গ্রন্থাগারের ও পারিবারিক গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি সাধন, বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর দ্বারা কার্য্যের প্রসার—এরূপ নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা গ্রন্থাগারগুলি জনপ্রিয় করিয়া সমাজ-সেবার প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এই নব ধারণার প্রসারের ফলে নানা দিকে গ্রন্থাগারের কার্য্য-বিস্তার বিনা বাধায় বা একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। এখনও অনেক স্থানের গ্রন্থাগারিক এই নব প্রণালী মানিয়া লন নাই—তাঁহারা প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া আছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রাচীনত্বের দাবী বড় একটা রাখে না। সেখানে সব বিষয়েই পরীক্ষা চলিয়াছে। তাহাতে সময় সময় যে হঠকারিতা বা হাস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ না পায় তাহা নহে। গ্রন্থাগারের প্রসার কার্য্যের আরম্ভেই অনেক বাধা-বিপত্তি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সব অতিক্রম করিয়া গ্রন্থাগারগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাহাতে সাধারণের নানা দিক দিয়া সুবিধাই বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণের জন্য সুবিধাজনক প্রত্যেক ব্যবস্থার প্রারম্ভে বাধা-বিঘ্নের সীমা ছিল না। সবচেয়ে বেশী আপত্তি উঠিয়াছিল পুস্তকের খোলা তাকে পাঠকের অবাধ গতিতে। প্রস্তাবটীর সমর্থনকারী প্রথমে মুষ্টিমেয় ছিল; ক্রমে সাধারণের চাহিদা সকল বাধা সরাইয়া দেয়।

আধুনিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নূতন ধারণার সফলতা লাভের কারণ হইতেছে তাহার সমর্থনকারীরা সকলেই কাজের লোক, আর বিরুদ্ধবাদীরা সব নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নিষ্ক্রিয় আপত্তি প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাহাতে জীবনীশক্তি না থাকায়, দু'একটী সেকেলে ধরণের রক্ষণশীল গ্রন্থাগার প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিলেও, অধিকাংশই তাহা উন্নতির পরিপন্থী মনে করিয়া পরিহার করিয়া নব নীতি সাদরে গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অনেকে গ্রন্থাগারের সমানাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সেটা যে একেবারে ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা বলা চলে না। প্রথম অবস্থায় আমেরিকায় এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় একটু বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল। তাহারা এটাকে আমেরিকার গ্রন্থাগারের ভণ্ডামী ও বাড়াবাড়ি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাহারা স্বেচ্ছায় গ্রন্থাগারের সাহায্য লয় না তাহাদের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন—এই ছিল তাহাদের মনোভাব। সম্প্রতি এ ভাবের কতকটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে এখন সমানাধিকারের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে।

আধুনিক গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হইতেছে ব্যবসায়ীর কাট্‌তি বাড়াইবার নিয়মানুসরণ। তবে তাহার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে ব্যবসায়ীর মাল কাট্‌তি যত বেশী হয় অর্থাগমও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; কিন্তু গ্রন্থাগারের বই কাট্‌তিতে সেরূপ আর্থিক সুবিধার অভাব। যে মাল বেশী কাটাইতে চায় সে ক্রেতার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, সমগ্র জনসমাজকে তাহার মালের খরিদ্দার বলিয়া ধরিয়া লয়; আর সকলের রুচি অনুযায়ী মাল সরবরাহে সচেষ্ট হয়। আবার যেখানে তাহার মালের চাহিদা নাই, সেখানে চাহিদার সৃষ্টি করে। বিস্তৃতভাবে জনসমাজে চাহিদা বাড়াইয়া পুস্তক যোগাইতে গেলে গ্রন্থাগারিককে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আধুনিক কালের গ্রন্থাগারিকের প্রধান কার্য্য দাঁড়াইয়াছে যে কোনও উপায়ে হউক জনসমাজে গ্রন্থাগারকে পরিচিত করা এবং সকল শ্রেণীর লোককে গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করা। এই কার্য্য সংসাধনের জন্য নানা



সেণ্ট্ লুই সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি শাখায় নিগ্রো বালক বালিকারা গল্প-ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে

অভিনব পন্থাও অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেণ্টলুই সাধারণ গ্রন্থাগারের বুদার শাখা যে উপায়ে স্বীয় অস্তিত্ব জাহির করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার কাহিনী বড়ই কৌতুকোদ্দীপক!

সহরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের শেষ সীমায় সৌদাম্পটান নামক পল্লীতে একটী নির্জ্জন রাস্তার উপর একটী স্কুল আছে। সে পথে লোক চলাচল করে না; কারণ স্কুল পর্য্যন্তই রাস্তার দৌড়, তার পরই একটী খামার-বাড়ী পথ রোধ করিয়া আছে। এই স্কুল-বাড়ীতে বুদার শাখা অবস্থিত আছে। দরজার উপর "গ্রন্থাগারের প্রবেশ দ্বার" লেখা আছে বটে, কিন্তু লোকে উহাকে স্কুলের গ্রন্থাগার মনে করিয়া বড় বেশী ঘেঁষিত না। পাড়ার লোকেরা সজ্জন এবং তাহাদের ভিতর আদবকায়দা মোটেই নাই। সেখানে ভাড়া বাড়ী নাই; সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করে; আর নিজেদের ক্ষুদ্র সমাজের গৌরব কিসে অক্ষুণ্ণ থাকে এই তাহাদের প্রচেষ্টা। এখানকার গ্রন্থাগার সহরের গ্রন্থাগারের শাখা বলিয়া পরিচয় দিলেও পল্লী গ্রন্থাগারের অপেক্ষা বেশী উন্নত ছিল না। যখন শাখাটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নূতন প্রতিবেশী আসিলে লোকে যেমন আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করে, এখানকার অধিবাসীরাও সেইরূপ গ্রন্থাগারটি দেখিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সৌদাম্পটান পল্লীর পত্তনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক পল্লী-কাহিনী বলিতে সমুৎসুক ছিলেন; কিন্তু সে সব লিপিবদ্ধ করিবার লোক ছিল না। ছেলেদের গ্রন্থাগারিক তাহা লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের সৌদাম্পটানের ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ কার্য্যে নিয়োজিত করেন। প্রত্যেক ছাত্রকে এক একটি বিষয়ের ভার দেওয়া হয়। কেহ রাস্তার নামের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কেহ বা ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান, কেহ বা প্রাচীন গৃহ, কেহ-বা অস্বাভাবিক ঘটনার বিবরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। তাহারা ব্যবসাদার এবং বৃদ্ধ অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা শুনা করিয়া তথ্য এবং স্থানীয় দ্রষ্টব্য দ্রব্য সংগ্রহে সচেষ্ট হইল। এই সব

দ্রব্য গ্রন্থাগারে সাজাইয়া রাখা হইতে লাগিল। সদাশয় ব্যক্তিদের নিকট সৌদাম্পটান পত্তনের আমলের পুরাতন ছবি হাওলাৎ লওয়া হইল। সংগ্রহ শেষ হইলে তাহা দেখিবার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের গ্রন্থাগারে



একটি বালক গ্রন্থাগারে পুস্তকের অন্তর্গত নির্দ্দেশ দেখিয়া পালওয়ালা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে

নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। স্থানীয় সংবাদপত্রেও এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইল। সৌদাম্পটানের বেশীর ভাগ লোক গ্রন্থাগার প্রদর্শনী দেখিতে আসিলেন।

সৌদাম্পটান হইতেছে সেণ্টলুইর একটী ক্ষুদ্র মহকুমা। পল্লীটীও খুব পুরাতন নহে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী উদ্যমশীল স্থাবর সম্পত্তির যৌথ প্রতিষ্ঠান এই পল্লীটি স্থাপন এবং ইহাকে সৌষ্ঠবশালী করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করেন। দর্শকেরা এই পল্লীর কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনিয়া এবং ইহার ক্রমবিকাশের চিত্র সংগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। অতি পুরাকালের না হইলেও চিত্রগুলি বস্তুতঃই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সাবেক দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, কার্য্যবিবরণী প্রভৃতির সংগ্রহও কম মনোজ্ঞ হয় নাই।

এই সব দ্রষ্টব্যের সহিত ছেলেদের পুস্তক-সপ্তাহ প্রদর্শনীর অভিনবত্ব ছিল। স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রই কিছু-না-কিছু জিনিস দিয়াছিল। বালক-বালিকারা পুস্তক সমালোচনা, পুস্তক তালিকা, কবিতা এবং নানারূপ বিজ্ঞাপনী বা পোষ্টার (poster) তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছিল। কোনও কোনও তরুণ শিল্পী গ্রন্থাগারের বিজ্ঞাপন দিয়া পোষ্টার চিত্রিত করিয়া নিজেদের বাড়ীর জানালায় টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। আবার কোনও শিল্পী নিজেদের প্রিয় বইএর উল্লেখ করিয়া পোষ্টার চিত্রিত করিয়া গ্রন্থাগারে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের পুস্তক সমালোচনা পড়িয়া সেই সেই বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ছেলেমেয়েরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বই পড়িয়া তাহাদের নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া গ্রন্থাগার জনপ্রিয় হইতে লাগিল। কোনও কোনও তরুণের চিন্তার ধারা উদ্ভিদ বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহারা নানা গাছগাছড়ার পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহা একখানা খাতায় আঁটিয়া রাখে। পাতা চিনিতে হইলে পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক; কাজেই তৎসংক্রান্ত পুস্তক পড়িবার আগ্রহও বেশী রকম উদ্রিক্ত হইতে থাকে।

গ্রন্থাগারের কথা ও প্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকের যে সব চিত্র আছে

সে সম্বন্ধে কোনও তরুণ প্রবন্ধ রচনা করে। এমন কি নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট শিশুরাও একখানি বই লিখিয়া ফেলে। প্রত্যেক শিশু এক এক পাতা করিয়া লেখে। সে বইখানির নাম দিল "মোহনভোগ"। ছেলেরা সেই পুস্তক লইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ তো করিলই; অধিকন্তু তাহাদের বাপ মা ছেলেদের কাজ দেখিতে আসিতে লাগিলেন।

একদিন একজন চেঙ্কু নামে এক চীনা পুতুল গ্রন্থাগারে উপহার দিল। তাহার মা ছিল চীন-প্রবাসী আমেরিকার একটি ছোট মেয়ে। চেঙ্কুর আকৃতি প্রকৃতি অদ্ভুত রকমের ছিল—তাই পাড়া-প্রতিবেশীরা তাহাকে দলে দলে দেখিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল চেঙ্কুকে একলা রাখায় বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তখন তাহার সঙ্গী যোগানর কথা উঠিল। নাটক বা উপন্যাসে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ-পরিহিত সঙ্গী উপহার দিবার জন্য সাধারণকে অনুরোধ জানান হইল। পোষাকের নমুনার বই এবং ছেলেদের ছবির বই দেখিয়া সেই ধরণের পোষাক পরিধান করাইয়া সঙ্গী তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতে লাগিল। চেঙ্কুর প্রথম সঙ্গী এলেন পিনোচিও। পাঁউরুটির ছাল দিয়া তাহার টুপী তৈয়ার হইয়াছিল। তাহার পর এল ঘুমন্ত সুন্দরী, তাহার পরণে ছিল সাদা সাটিনের পোষাক ও তাহার মাথায় জড়ান হ'য়েছিল মুক্তা বসান লেশ—আর তাহাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল এক ফিকে নীল রঙের সিল্ক মোড়া কৌচে। তারপর এলেন রাজা আর্থার, পিটার প্যান্, রবিন হুড্ আরও অনেক রকমের সঙ্গী।

পুতুলের পোষাক পরান লইয়া ঘরে ঘরে আলোচনা চলিতে লাগিল। কি রকম সাজান হইয়াছে দেখিবার জন্য মায়েরা গ্রন্থাগারে আসিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহারা আসিলেন, এই সব দেখার সঙ্গে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন নানা রকমের রান্নাবান্নার, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের, এবং সূচীকার্য্য সম্বন্ধে ভাল ভাল বই সাম্‌নেই সাজান আছে। তাঁহারা

সেই সব বই পড়িবার জন্য ঘরে লইয়া গেলেন। ক্রমে ঐ সব বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

নাটক নভেলে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ পুতুলকে পরানর চেয়ে নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেইরূপ পোষাক পরাইবার অনেকের



আমেরিকার একটি গ্রন্থাগার হইতে শোভাযাত্রা

(সম্মুখে পুস্তক বিতরণের স্থান, পশ্চাতে বুলেটিন বোর্ড ও পুস্তকাধার)

সখ হইল। পুতুলের মতো তাহাদের গ্রন্থাগারে আট্‌কাইয়া থাকিতে হইবে না—তাহারা সেই সব পোষাক পরিধান করিয়া রাস্তায় শোভাযাত্রা করিবে—স্কুলের ব্যাণ্ড আগে আগে ব্যাণ্ড বাজাইয়া অগ্রসর হইবে। তার পর ছোট মেয়েরা ঐ সব পোষাকে সজ্জিত হইয়া সারিবন্দী হইয়া চলিবে। আর বালক স্কাউটরা তাহাদের গ্রন্থাগারের পুস্তিকা বিলাইতে বিলাইতে তাহাদের সঙ্গে যাইবে—এরূপ ব্যবস্থা হইল।

এখানে প্রতি বর্ষে বসন্ত কালে পাখীর বাসার প্রদর্শনী হয়। গ্রামের ছেলেরা পাখীর বাসা নির্ম্মাণ করিয়া গ্রন্থাগারে রাখিয়া যায়। নানা রকম পাখীর বাসা তৈয়ারীর নক্সা ও কৌশল যে সব বইয়ে লেখা আছে, তাহা সকলকে দেওয়া হয়। কিন্তু পুস্তকে অনেক সময় সব কথা লেখা থাকে না—তাই তাহারা মাঝে মাঝে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। এই ধরুন, একজন ছেলে জানিতে চায়—ক্ষুদ্র চড়ুই পাখী কি রং পছন্দ করে। আবার হয় তো কেহ জানিতে চায়—আল্‌কাতরা মাখান কাগজে পাখীর বাসা তৈয়ার করা চলে কি না। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গ্রন্থাগারিকদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

পাখীর বাসা তৈয়ার শেষ হইয়া গেলে ছেলেরা সেগুলি গ্রন্থাগারে আনিয়া হাজির করে। যে বালক যে বাসাটী তৈয়ার করে, সেটিতে তাহার নাম লিখিয়া রাখা হয়। এই ক্ষুদ্র বাসাগুলিতে অসীম বৈচিত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে। কোনটীতে ক্ষুদ্র পাখীর বাসের উপযোগী বাসা; আবারে বড় পাখীদের বাসাও আছে। কোনটীতে আবার আধুনিকত্বও দেখা যায়। কোনও কোনও বাসার পারিপাট্য দেখিলে বস্তুতঃই চমৎকৃত হইতে হয়—মনে হয় না যে সেগুলির নির্ম্মাণ শিশু-হস্তে সম্ভবপর হইয়াছে।

এসব পাখীর বাসার এত সুখ্যাতি হইতেছে শুনিয়া শিক্ষাবিভাগ সরকারী ফটোগ্রাফার পাঠাইয়া এই সবের ফটো লইয়া যান। সেগুলি সেণ্ট্‌লুই সহরের প্রধান সংবাদপত্র "Globe-Democrat"এ প্রত্যেক নির্ম্মাতার নাম দিয়া প্রদর্শনীর বিবরণসহ প্রকাশিত হয়। এত বড় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সহরপ্রান্তে অবস্থিত হইলেও বুদার গ্রন্থাগারের নামডাক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকও এই গ্রন্থাগারে যখন যাহা হয় তাহার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন।

পাখীর বাসা তৈয়ার হয় পাড়ায় পাখী আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু এই পাখীর বাসা উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। বাপ-মায়েরা প্রদর্শনীতে ছেলেদের কাজ দেখিতে আসিয়া গ্রন্থাগারে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের পচ্ছন্দ মত বই বাছাই করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করেন। এই সব উপায়ে গ্রন্থাগারটি জনপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। পাখীর বদলে পাঠকের সংখ্যাই এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার এবং গির্জ্জা—পরস্পরের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক স্থানেই নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে। সকলেরই চেষ্টা স্বীয় গির্জ্জায় অধিক লোক আকৃষ্ট করা। সেজন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। নব ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পন্থা-সংক্রান্ত পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে পাদ্‌রীদিগকে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে যোগান হয়। তাঁহাদের উপাসনার বিজ্ঞাপন গ্রন্থাগারে দেওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে গির্জ্জাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত স্থানে গ্রন্থাগারের পোষ্টার টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং গ্রন্থাগারের সংগৃহীত বাছাই বাছাই পুস্তকের তালিকা গির্জ্জার বিবরণী-পুস্তিকার সহিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

মেয়েদের ক্লাবগুলিতে নানা সম্প্রদায়ের মহিলার সমাবেশ হইয়া থাকে। সেখানে গ্রন্থাগারিক গিয়া গ্রন্থাগারের কথা উত্থাপন করেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাদের সকলকে গ্রন্থাগারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। সেই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুদের মনস্তত্ত্ব, গৃহসজ্জা সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহিলাদের চিত্তাকর্ষক অন্যান্য পুস্তক প্রদর্শিত হয় ও মেয়েদের পাঠোপযোগী পুস্তক-তালিকা বিতরণ করা হয়। তাহার ফলে অনেকেই আগ্রহের সহিত গ্রন্থাগারের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। যাহারা

কখনও গ্রন্থাগারের ত্রিসীমায় আসে নাই তাহারা এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারে আসিয়া থাকে।

গ্রন্থাগারের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ব্যবসাদারদের সাহায্য লওয়া হয়। তাহাদের দোকানের সম্মুখে বা জানালার ধারে গ্রন্থাগারের পোষ্টার রাখার অনুমতি লইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হয়। অনেককে তাহাদের ব্যবসায় প্রসারের উপযোগী পুস্তক সরবরাহ করিয়া গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ আপনা হইতে গ্রন্থাগারের পোষ্টারের জন্য স্থানও দিয়া থাকে।

যে কোন বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার করিতে হইলে পোষ্টার হইতেছে একটি সহজ উপায়। গ্রন্থাগারের যে সব পোষ্টার অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাতে গ্রন্থাগারের নাম কি, কোথায় অবস্থিত তাহা তো থাকেই; অধিকন্তু সেখানে বিনাব্যয়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পুস্তক ব্যবহার করিতে পারে তাহাও লেখা থাকে। মধ্যস্থলে খানিকটা খালি স্থান রাখা হয়। তাহাতে কোন বইএর উপরকার রঙীন ছবি লইয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। রঙীন ছবি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহাতে একখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পরিচয় পায়। গির্জ্জায় যে পোষ্টার দেওয়া হয় তাহাতে ধর্ম্ম-পুস্তকের পরিচয় থাকে। খুব বড় বড় পোষ্টার যেখানে লাগান হয় তাহাতে ৬।৭ খানি পর্য্যন্ত ছবি দেওয়া হয়।

সমাজের সকলে গ্রন্থাগারে কিছু না কিছু উপহার দেয়। যে সব লোক গ্রন্থাগারের খবর রাখে না—একটা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের সহিত গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীর দ্বারাও অনেককে আকৃষ্ট করা যায়। সদা গৃহকর্ম্ম-নিরতা মাতা, যাঁহার গ্রন্থাগারে আসার বা বই পড়ার সময় হয় না, তিনিও প্রদর্শনীতে ছেলেমেয়েদের কাজ দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। গ্রন্থাগারে আসিলে

তিনি হয় তো পাক-প্রণালীর পুস্তক হইতে নূতন নূতন খাবার তৈয়ারীর প্রণালী শেখেন; কিম্বা কোন একটা রন্ধন-প্রণালী—যাহা বহুকাল হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা পাইয়া হারান জিনিষ পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করেন। হয় তো কোন পিতা পাখীর বাসার প্রদর্শনী



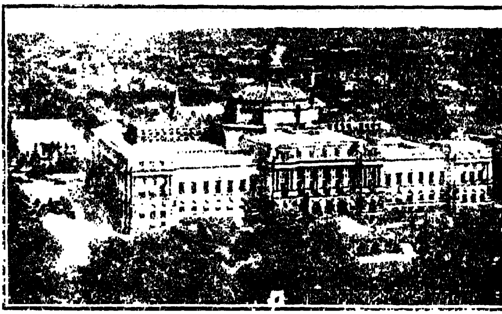
দুইটি বালিকা কাগজের পুতুল এবং সজ্জা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রদর্শনীতে দিয়াছে

দেখিতে আসায় পাঁচ রকম পুস্তকে তাঁহার নজর পড়ে এবং তিনি যে বিষয় জানিতে চান তাহা সেখানে পাইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করেন। হয় তো কোন শিল্পী বই পড়া সময়ের অপচয় মনে করিয়া গ্রন্থাগারে

ঘেঁসেন না—তিনিও পোষ্টারে তাঁহার ব্যবসার অনুকূল পুস্তকের পরিচয় পাইয়া গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট হন। হয় তো কোন বৃদ্ধা মহিলা কেবল বাইবেল ছাড়া আর কিছু পড়েন না। পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে কোন ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িবার জন্য উপদেশ দেন। সে বই এই গ্রন্থাগারে পড়িতে পাইলে তাঁহার গ্রন্থাগারের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনা স্বাভাবিক। এই ভাবে নানা দিক দিয়া গ্রন্থাগারের বাণী সকল শ্রেণীর লোকের নিকটেই পৌঁছিতে পারে—গ্রন্থাগার যে সকলেরই সেবক! গ্রন্থাগারে সকলের সমান অধিকার—গ্রন্থাগার যে তাঁহাদেরই, এ ধারণা জন্মিলে আর কোন বাধা থাকে না। গ্রন্থাগার সকলেরই সেবা করিবার জন্য সদা উন্মুখ, এ বাণী প্রচার গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্ত্তব্য।

এখন সে দেশের একটী আধুনিক বড় গ্রন্থাগারের কথা বলিব। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় বাল্টিমোর সহরের গ্রন্থাগারের বাড়ী নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব হয়। সেজন্য সমস্ত সহরবাসীর ভোট গণনা হয়। বাড়ীর জন্য মিউনিসিপ্যালিটী ত্রিশ লক্ষ ডলার ধার করিলেন। সম্প্রতি বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যোল লক্ষ বই থাকিবে। এগার শত পাঠক বসিয়া পড়িতে পারিবেন। শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। সকল বইই স্বচ্ছন্দে দেখা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আছে। ছেলেমেয়েদের জন্যও ভাল বন্দোবস্ত আছে। এইরূপ গ্রন্থাগার একটী দুটী নয়—নিউ ইয়র্ক, ক্লেভ্‌ল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট্ প্রভৃতি সহরের শত শত গ্রন্থাগার আজ যুক্ত রাজ্যের মস্তিষ্ক স্বরূপে কাজ করিতেছে। তদ্ভিন্ন জাতীয় গ্রন্থাগার লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস এক বিরাট ব্যাপার! এখানকার পুস্তক সংগ্রহ পঞ্চাশ লক্ষের উপর। সাড়ে তের লক্ষ ম্যাপ ও চিত্রাদি, সাড়ে এগার লক্ষ সঙ্গীতের পুস্তক এবং অসংখ্য

পুঁথিপত্র সংগৃহীত আছে। অন্ধদের জন্য একত্রিশ হাজার পুস্তক আছে, তাহা গত বর্ষে চার হাজারের উপর অন্ধ পাঠক ব্যবহার করে। গত বৎসরে গড়ে প্রত্যহ প্রায় তিন হাজার পাঠক এখানে আসিয়াছিল।



লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস—ওয়াসিংটন

ছয় হাজারের উপর সাময়িক পত্রিকা এখানে রক্ষিত হয়। কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ প্রায় নয় লক্ষ ডলারের উপরে ব্যয় হয়। ইহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

য়ুরোপের নব জাগ্রত ও নব গঠিত জাতিদের মধ্যে পশুবল অপেক্ষা জ্ঞানবলে বলীয়ান হইবার জন্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া কিরূপ বিরাট ব্যবস্থা হইতেছে তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। বিশাল রাশিয়া রাজ্য পাঁচশালা বন্দোবস্ত দ্বারা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল, তাহার সফলতা দেখিয়া জগৎ আজ মুগ্ধ। অতি অল্প কাল মধ্যে অসাধ্য সাধন হইয়াছে—যাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। জ্ঞানবলে

গরীয়ান হওয়ায় আজ অবজ্ঞাত রাশিয়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যে ধনিক পরিচালিত রাজ্যগুলি রাশিয়াকে কোণ-ঠেসা করিয়া—"এক ঘরে" করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারাই তাহার সহিত "মিতালী" পাতাইবার জন্য আগ্রহান্বিত। আধুনিক যুগে গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিস্তার, জাতি-গঠন ও মস্তিষ্ক তৈয়ারীর যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। রাষ্ট্র সাধনায় এই নব অবদানের প্রভাব জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে—ইহার অলৌকিক প্রভা অনন্ত সাগর তুচ্ছ করিয়া আজ দিকে দিকে উচ্ছ্বরিত হইতেছে—উদীচ্য, প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সব এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিতেছে।